সঙ্গীত রত্নমালা।

শ্রীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯২৫

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল আমাদিগের দেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর লোকের যেরূপ আদর দেখা যাইতেছে, তাহাতে যে বঙ্গদেশমধ্যে অচিরাৎ সঙ্গীতের পুনরাবির্ভাব সং-ঘটিত হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বস্তুত সঙ্গীতের ন্যায় বিশুদ্ধ আমোদ-জনক আর কিছুই দেখা যায় না। এই পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই সর্ব্ব-সমাজে সঙ্গীতের বিশেষ আদর দেখা যায়। পৃথিবীস্থ কোন আমোদেই যাঁহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট না হয়, এই সঙ্গীতশাস্ত্র তাঁহাদিগেরও চিত্ত আকর্ষণের মহা-মন্ত্রস্বরূপ। অধিক কি, সঙ্গীতশ্রবণে যাঁহার হৃদয় প্রফুল্ল না হয়, এমন ব্যক্তি পৃথিবীমধ্যে একান্ত দুষ্প্রাপ্য। সঙ্গীতের ন্যায় মনোহারী ও শ্রবণসুখকর আর কিছুই নাই। কিন্তু বিশুদ্ধ সঙ্গীতমাত্রেই প্রায় হিন্দী, পারস্য প্রভৃতি ভাষায় রচিত থাকাতে বঙ্গ-দেশীয় সাধারণব্যক্তিমাত্রেরই প্রায় অর্থ বোধ হওয়া সুকঠিন। কেবল স্বরের লালিত্যতেই হৃদয় আকর্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরের লালিত্য ও অর্থবোধ এই উভয়ই একাধারে ঘটিলে শ্রোতা ও গায়ক উভয়েরই যে কতদূর অনুপম আনন্দ সঞ্জাত হইয়া থাকে, তাহা

ভাবুকমাত্রেই বিশেষ অনুধাবন করিতে পারেন। এই কারণে অনেকেই প্রায় এক্ষণে সুললিত বঙ্গভাষায় নানাবিধ সুস্বর সঙ্গীত রচনা করিয়া ঐ অভাবের অনেকাংশে নিরাকরণ করিতেছেন। এবং উহাঁদিগের রচিত সঙ্গীতও সাধারণসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইতেছে। আমিও তদ্দর্শনে বিশেষ উৎসাহিত হইয়া কতকগুলি সঙ্গীত বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যে সকল গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। সমুদায়ই প্রায় দেবদেবীর লীলাবিষয়ক। এক্ষণে জনসমাজে ইহা সমাদৃত হইলে আমার শ্রম ও ব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

বাগবাজার। শ্রীনন্দকুমার মুখোপাধ্যায়।

শুদ্ধিপত্র।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
ইহাতে	ইহাত	৩৪	৬
চুলে	ছলে	৪৬	১৯
দেও	দাও	৫৪	৪
সাহালা	শাহানা	৫৮	৯
শহালা	শাহানা	৫৯	১০
রাগ	রাগিণী	৬৩	১৮
প্রধান	প্রধানা	৬৬	৯
বদনি	বদনা	৬৯	২
হরনা	হয়োনা	৭২	১০
মা	মাত্র	৭৬	১৬
এবার	এবাঁরে	৭৯	৫
স্থাবিতার	বিতার	৮২	১৩
অধর	অধরণ	৮৪	১৫

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
পুরে	পুরেমগ্ন	৯১	১৪
রাগ	রাগিণী	৯২	৩
মানুষ	মানবী	৯৪	১৮
তোমারি	তোমার	৯৯	৫
অধমে	অধম	ঐ	১৪
জয়	জয়া	১০১	১১
শ্রীচরণ	চরণ	ঐ	৩
রাগিণী	রাগ	১০৪	৭
ভিতরে	সমরে	ঐ	৯
তারিত	তারিতে	১০৫	৫
বেলোয়ার	বেলার	১০৫	৭
পর	মন	১০৮	২
তব	তবে	১১১	৪
জ্যোতিস্কর	জ্যোতিশ্বর	১১৬	১৪
রাগিণীবাগশ্রী	রাগশ্রী	ঐ	১৮
ঐ	ঐ	১১৭	৭
করে	করিলেন	১২৫	১১
রাসমুখে	মুখে	ঐ	ঐ
ছগবনাট	ছয়নাট	১২৭	৯

অন্তরে | অন্তরে | ১২৯ | ১৭

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
বল		১৩২	১৯
রাগিণী	রাগ	১৩৫	৫
মিলন	মিল	১৩৭	৭
মর্ত্তোপরি	মর্ত্তপুরি	১৪৮	১৭
হারি	বারি	১৫০	১৬
ফুলে	ফলে	১৫৫	১৫
করে	কারো	১৬৬	১
কুটিল	ফুটিল	১৬৮	৭
নীলচাঁদ	নীলইন্দীবর	ঐ	২০

সঙ্গীত-রত্নমালা।

গণেশ বন্দনা।

রাগিণী মূলতান। তাল একতালা।

প্রণমামি গজানন মম কর্ম্ম সিদ্ধ কর পতিতপাবন। দেবতা অর্চ্চনা স্থলে, অগ্রে গণেশায় বলে, গন্ধ পুষ্পাঞ্জলি দিলে, সর্ব্ব সুলক্ষণ।

জ্ঞানিলোক যাত্রাকালে, গণেশ মাধব বলে, সে দিন কুদিন হলে, হয় শুভক্ষণ।

মানস করয়ে যাহা, অবশ্য পূরায় তাহা, দেবের বচন ইহা, কে করে লঙ্ঘন।

কর্ম্মারম্ভে অবিরাম, যে লয় তোমার নাম, পূর্ণ তার মনস্কাম, হয় সর্ব্বক্ষণ।

শ্রীনন্দকুমারে ভণে, আমি যে একান্ত মনে, তব রাঙ্গা শ্রীচরণে, লয়েছি শরণ॥

সর্ব্বদেব বন্দনা।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

নমামি গজানন ষড়ানন, চতুরানন, পঞ্চানন সহস্রানন। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী, কালী গঙ্গা ভাগীরথী, গুরু ইন্দ্র শশী তপন।

ভৃগু বিষ্ণু বলরাম, অনন্ত পরশুরাম, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন।

মনসা শীতলা ষষ্ঠী, সর্গ রসাতল সৃষ্টি, চারি যুগ মার্কণ্ড বামন।

স্মৃতি মেধা ধৃতি ক্ষমা, স্বাহা স্বধা তুষ্টি রমা, পুষ্টি শান্তি প্রণব দহন।

যুগ দশ অবতার, স্থাবরাদি চরাচর, বৈষ্ণব বৈষ্ণবী অয়ন।

শাক্ত শক্তি সিদ্ধেশ্বরী, শৈব গাণপত্য গিরি, সৌর নক্ষত্র করণ।

তিথি ব্রহ্মাণী ইন্দ্রাণী, যোগমায়া মেঘ শনি, মাস পক্ষ বার বায়ু জীবন।

গ্রহাদি রবিনন্দন, দশ দিক্‌পাল বরুণ, পঞ্চভূত ঋষ্যাদি ব্রাহ্মণ।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ কর, কৃপা করি সর্ব্ব দেবগণ ॥

সরস্বতী বন্দনা।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

শারদে বরদে বীণা ধারিণী, সুবিদ্যা বাণী-দায়িনী। শুক্লবস্ত্র পরিধানা মা শ্বেতবরণী। পদ কোকনদ দেখি, কজ্জল পুরিত আঁখি, নৃত্য গীত মগ্নকারিণী।

গজ মুক্তাহার গলে, শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, শ্বেত শতদলবাসিনী।

শ্রীনন্দকুমার বলে, স্থান দিও পদতলে, অন্তকালে, বিশ্বজননী ॥

সূর্য্য বিষয়।

রাগিণী গৌর সারং। তাল কাওয়ালী।

দুঃখ সম্বর, অতি কাতর, নিরন্তর, মম

অন্তর দেব দিবাকর। পতিত প্রপন্ন এ জন অনন্যগতি হে পতিতপাবন দয়া কর।

রজনীর ঘোর তিমির নিবার যেমন হইয়ে উদয় জ্যোতীশ্বর।

গঙ্গাবিষয়।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

মাতর্গঙ্গে তব মহিমা অপার, পতিত পাবনী পাপী করো গো নিস্তার। তব তটে সুরধনি, যদি কায়া ত্যজে প্রাণী, কৈবল্য ধাম জননী, তুচ্ছ হয় তার।

ছিলে ব্রহ্ম কমুণ্ডলে, আগমন ভূমণ্ডলে, স্পর্শে বংশ উদ্ধারিলে সগর রাজার।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, স্বজ্ঞানে অন্তিম কালে, প্রাণ যেন তব জলে যায় মা আমার॥

রাগিণী ইমন—তাল আড়া।

পতিতে তার মা গঙ্গে, পতিত পাবনী, অপার মহিমা তোমার পুরাণে শুনি। মা, গো

পরশে তোমার পয়, পবিত্র প্রাণী; পাপ পুঞ্জ পুঞ্জ প্রণাশিনী।

পাপী পতনে মা পশুপতিপ্রিয়ে ত্বন্নীরে পায় পীতাম্বরপদ প্রাণী।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, তব সলিলে, প্রাণ যায় যেন সুরধনি।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

ভাগীরথী গঙ্গে ত্রিবিধ রূপিণী, দ্রবময়ী তুমি শৈলনন্দিনী। বিষ্ণু পদোদ্ভবা ছিলে, ব্রহ্ম কমণ্ডলে, সাগর উদ্ধার ছলে, স্বতরঙ্গে আইলে অবনী।

প্রকৃতি ভাবনা করি, শক্তি হরি, পাবনী;
শিব উল্লাসিত মনে, মত্ত শক্তিগুণগানে, বিষ্ণু সন্নিধানে, মধুর তান শ্রবণে, দ্রব হলেন চক্রপাণি।

পূরাতে শিবের বাঞ্ছা তুমি শিব গৃহিণী;
হিমালয় গিরি কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা; ত্রিজগতে মান্যে, মাতৃ অভিশাপ জন্যে, হোলে সলিল তরঙ্গিনী, বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম ঘেমেছিল জননী, জানিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব অচ্যুত,

শ্রীপদচ্যুত, সে জলের মাহাত্ম্য, বিরিঞ্চি পূজি-
লেন নিত্য; হরি চরণ বিহারিণী।

যমুনার বিষয়।

—০ঃ○ঃ০—

রাগিণী ভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

যমুনাতটিনী, যমের ভগিনী, জ্যোতীশ্বর
রবিকন্যে। তোমার মহিমা, পুরাণে অসীমা,
ত্রিভুবনে তুমি মান্যে।

ব্রজগোপিনী সকলে, তব পবিত্র জলে,
আসিতেন ক্রীড়াচ্ছলে, তুমি কি সামান্যে।

জানি হরি তব মর্ম্ম, নীরে মগ্ন পূর্ণব্রহ্ম,
ধরামধ্যে ধন্যে।

সরস্বতী ভাগীরথী, তুমি তাহে স্রোতস্বতী,
যুক্তবেণী নামে খ্যাতি, তীর্থ অগ্রগণ্যে॥

খেয়াল।

—০ঃ○○ঃ০—

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালী।

ওঁ দুনিয়া বরে খেল, আবেঘন বরে খেল,
বরে খেল, ঝুলেতো নবনীলাল, নব নব সখি

আনে ঘনে। চাঁওঁর চঞ্চল চল চল, আরে সখি বারদ ঘোরই, পাওন চলত শুন তানা নানা আনে খনে।

কোয়েলা কি হিরে গুন্ গুন্, ঝিনি ঝৃনু পাপিয়া পিও পিও ভ্রমরা গুন্ গুন, সব সখি আন মিলে ধূম বানা নানা না।

বাজিছে মৃদঙ্গন, ধি ধি, গন, বিহিগণ, গোবিন্দ জীউইকি মুরলী মধুর ধ্বনি, লেতে তানা নানা নানা আনে ঘনে ॥

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

সঘন ঘুনিয়া মুরারে, মে তু হেরয়া ননদী, আবি রহিয়া চরোয়া মেরা ছোড় দেই আঁ।

রাগিণী গৌর-সারং। তাল ঐ।

যোগিয়া রে, তু কাহেকো, মেরে দ্বারে, আগে আই, বেণু বাজাওয়ে।

রাগিণী হাম্বির। তাল মধ্যমান।

যোগিয়া ভেলা রবা, বিলম্ব হইল নিতি সাঁজ ভেই আবে মন ভুল ভট কটকে।

রাগিণী ঐ। তাল ঐ।

চেম্বিলি ফুলি চাম্পা, আবেরে গোলাবে

গু ধোলিয়া রে মালেনী আরে হাঁ। নসাকে গরে ডারো॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঐ।

মা ডে গলিয়া মুখেড়া দেখলাজা, নাউ কে শ্যামা মা বলে মহামায়া।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

বোনেরা আইল মা বোনেরা আয়ু সে মহামুদসাকো পিত লাগিলা। সদা রাঙ্গিলা চামেলি পিয়া, মহামুদ সা সুন্দর বর পাইলা।

রাগিণী ইমন। তাল কাওয়ালী।

লেং গেরে তেরে কাঁচ না ছোঁয়ারি, মেরে গাগরিয়া ভারি, দেহ গারি ব্রজনারী, নিরখি নিরখি হাঁসি হাঁসি মোহে তারি।

তোমতো মেরে পিট তিট গেই, লাগয়ে ঘের, গতঘের, গতঘের, মেরে রাজাজাঁদী সোঁ হেরি॥

রাগিণী টোরী। তাল ধ্রুপদ।

গোকুলে গোচারণে, গোপাল গরর পাত্র গররগামীন, গোবিন্দ গিরিধারী। জনার্দ্দন হৃষীকেশ, কেশব রঘুনাথ, রণে ছোড়ে এ বামনে বনোয়ারি॥

রাগিণী দরবারি। তাল টোড়ি।

আনুয়া মেরে মাল গাওয়ে. গুনি স্ব স্ব গেঁরি স নিধ নিস পম গরিসা। সা রি গ মা প ধা নি সা নি ধা প ম গরিসা স্ব স্ব' স্ব নি নি ধধপপ্য ম গরিসা ॥

রাগিণী সিন্ধু। তাঁল মধ্যমান।

জাঁড়েদে বোনৈঁয়া শোঁড়াতাঁ দেঁড়ে খেড়া বেঁতো, কেতে গোঁড়ে লাল এসেঁতূঁ আপুন নেহেড়া। মেই আপুনি তেঁই আপন খেড়া বে, মনরথ কেশে নামানে বিরহ দোলং জেঁড়া।

রাগিণী ছয়নাট। তাল তিওট।

আবা গু ধোলিয়া রে মালেনিয়া। এসে বোনে সাহানারকিতরকো শি সেহেড়া সেলে তাল শেলাম কি এসেবোনেরিক লাগ লহেরা।

রাগিণী ভৈয়রোঁ। তাল কাওয়ালী।

আবে কর জানিবে, মা। স্বাহেবে আপনে নিতেনা আ কর,'খেনেতো লোকন মাসারে মাসা ঘড়ি ঘড়ি পল পল চুন চুন হো, অনেকে পিয়ারে ছুন বেলে হে না কো কা। মানিবে।

রাগিণী ভৈয়রোঁ। তাল কাওয়ালী।

দরেয়া, দরেয়া, আরে তোম দরেয়া, ধেতে-লাং দ্রানি। নাদের দের দের তোম দের দের দের তা থাতানাদের দের দের তান্না তা না দের দের দের দ্রানি।

পদাবলি।

রাগিণী খট। তাল একতালা।

নবীন নীরদ নীলকান্ত, শান্ত রসে নিমগ্নম্, ভক্ত জন মনোরঞ্জন তরুণ, অরুণ কিরণ চরণম্। কুন্দ রুচির দশন বেণু, বাদন কি মধুরম্, গোপীগণ, মন মথন মদন মোহন রূপ শোভনম্।

সুচারু পরণ, পীত বসন তড়িত নিন্দিত বরণম্।

দ্বিজ নন্দকুমার রচিত সার, ভৃগুপদ চিহ্ন ধারণম্॥

গীতাবলি আরম্ভ।

মনের প্রতি প্রবোধ।

—ঃ)০○০(ঃ—

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া ঠেকা।

বিলম্ব কি মন করিছ এখন, করিতে যোগ সাধন। পরমায়ু হে অবশেষ যাতনা দেহে অশেষ, ধরিয়ে রয়েছে কেশ, বিষম শত্রু শমন

এই যে বৈভব মায়া, গৃহ আত্ম বন্ধু জায়া, যাবত জীবিত কায়া, দুঃখ অভরণ—অসুখে, সুখ নিয়ত, বোধ আর কর কত, দেখি একি বিপরীত, শুভস্য কালহরণ।

কালেতে উৎপত্তি হয়, কালেতে সকলি লয়, যেমন সূর্য্য উদয়, অস্ত নিরূপণ।

শ্রীনন্দকুমার বলে, অলসে কার্য্য হারালে, কিছু দিনান্তর হলে, অবশ্য হবে মরণ।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া ঠেকা।

মিছে কেন মন আমার ভবে ভ্রম বারে বার। চিন্তামণি চিন্তা কর, ভবার্ণবে হবে পার, হুইয়ে বিষয়ে মত্ত, না ভাবিলে গুরুদত্ত, জান না সে কি পদার্থ, পরমার্থ সারাৎসার।

আত্মাকে সুস্থির কর, হৃদয়ে সে রূপ ধর,
মুখে জপ মহামন্ত্র ভবে না আসিবে আর।
ঐহিক যত ঐশ্বর্য্য, অকাতরে করি ত্যজ্য,
ইষ্ট ধনে কর পূজ্য, ভণে শ্রীনন্দকুমার ॥

রাগিণী ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

তনু তরী ভবসাগরে, সদাই টল টল করে,
জলবিন্দু যাদৃশ পঙ্কজপত্রোপরে।
রিপু কু অনিলে, মায়া সলিলে, অঘতরঙ্গ প্রবল। তাহে অচেতন মন অজ্ঞান তিমিরে।
শ্রীনন্দকুমার কয়, চৈতন্য অর্ক উদয় কররে, জ্ঞান কর্ণ করি, গুরু কাণ্ডারী, বৈরাগ্যের পাল তুলিয়া হরি নামের গুণে শীঘ্র যাবে তরে ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

কালী নাম সারাৎসার, যত্নে নিরন্তর, জপো না জপো না মন আমার। অশেষ প্রকার দুরাচার, ভাব কি অসার।
কালীর নাম গ্রহণে, পশুপতি প্রাণ পণে, করিবেন বিশেষ উপকার পাবে মোক্ষ, প্রত্যক্ষ জন্ম হবে না আর।

নিশ্চিত নিবৃত্তি দুখ, প্রাপ্তি পরম সুখ, অনায়াসে হইবে তোমার, কৃতান্ত ভয় হবে ক্ষয়, কয় শ্রীনন্দকুমার॥

রাগিণী বাগেশ্রীবাহার। তাল আড়া।

তনু গৃহে থাক মনঃ হয়ে সাবধান, কাল দস্যু প্রাণধন করিবে হরণ। করিয়ে অশেষ যত্ন, রক্ষা কর প্রাণ রত্ন, কাল চোর লোভে মগ্ন, করিছে ভ্রমণ।

জ্ঞান দীপ দীপ্ত করি, ইষ্ট মন্ত্র অস্ত্র ধরি, কররে ভব শর্ব্বরী, যোগে জাগরণ।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, শ্রীগুরু সহায় কর, ভয়ে কৃতান্ত তস্কর, করিবে প্রয়াণ।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

মন মম বশ নহ কি কারণ, কাল বশে কাল পরকাল বিস্মরণ। গেল কাল, আগত কাল, আর কত কাল, পরাধীন হয়ে করিবে ভ্রমণ।

অনর্থ আসক্ত রোষে, অনিত্য সুখাভিলাষে, লোভ প্রবল প্রভাসে, অনিবারণ; জ্ঞান শূন্য, অচৈতন্য, নিরহঙ্কার ভিন্ন, বিষয়ারণ্যে প্রমত্ত বারণ॥

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

ভবে ভ্রমণ করিবে কত কাল। তপ জপ বিনে বৃথা গেল চিরকাল।

ক্রমে নিকট হতেছে কাল। পরবশে অনায়াসে নানা রসে মজিলে। এ ভবার্ণবে পার হবার কি করিলে। পরমায়ু অবশেষ, যায় মন ইহ কাল।

রে অবোধ! কাম ক্রোধ আদি রোধ কর না, অবিশ্রাম হরে রাম সিদ্ধ নাম জপ না, জপ-সংখ্যা তীক্ষ্ণ অসি, করে ধরি কাট কাল, ইতি-মধ্যে আত্মসাধ্যে হৃদিপদ্মে অপরূপ, চিন্তয় চিন্ময় কমনীয় বিশ্বরূপ; শ্রীনন্দকুমার বলে, জীবিত যাবত কাল॥

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়া ঠেকা।

কি দশা ঘটাবে কালে, জাননা অন্তিম-কালে, চৈতন্য হইয়া কালে, ডাক কালী কালের কালে। তখন শরীর হইবে জরা, জিয়ন্তে মরা, বাক্যরোধ বুদ্ধি লোপ কফেতে ভরা, সাধন হবে না অকালে।

মন! কাঁদবে স্বজন সব, ভয়ঙ্কর রব, দেহে

প্রাণ সঞ্চার থাকিতে হবে শব. অনুপায় সেই কালে।

ভণে দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, যুক্তি অনুসার, কালী ভজিলে কালী জীবাত্মা তোমার, মিসাইবে মহাকালে ॥

রাগিণী পূরবী। তাল আড়া।

দিবা অবসান আর কি কর ভ্রমণ, হও রে মন সচেতন। অনিত্য বিষয় লাগি কত অকিঞ্চন। যেতে হবে অতি দূরে, ভব জলনিধি পারে, কর আয়োজন। আছে হরিনামের তরি, শ্রীগুরু তাহে কাণ্ডারী, কররে শরণ। ত্যজে ঘোর মায়া নিদ্রা, সম্বল সাধন মুদ্রা কর উপার্জ্জন ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

মিছে কররে মন দেহ অভিমান। হলে সাঙ্গ জপা কায়া ত্যজিবে এ প্রাণ।

বাক্যরোধ করাইবে, স্পন্দরহিত হবে, কাকে বা শৃগালে খাবে, নাহিক প্রমাণ।

কায়ে প্রাণে যতক্ষণ, আছে একত্র মিলন, শুদ্ধাচারে ইষ্ট ধন, কর অনুষ্ঠান।

শ্রীনন্দকুমার কয়, ইহাত জান নিশ্চয়, কলেবর নিত্য নয়, অবোধ অজ্ঞান ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

মন! কেন গুরুপদে না হলে স্থিতি, আছে তো তোমার মন সর্ব্বত্র গতি। ভ্রম স্বর্গ রসাতল, ভ্রমিতেছ ভূমণ্ডল, শিরসি সহস্র দল, নিকট অতি।

তুমি ভক্তিরস হীন, কুচেষ্টায় চির দিন, অনর্থ কর ভ্রমণ একি দুর্ম্মতি।

শ্রীনন্দকুমার উক্ত, ধর্ম্মেতে হলে বিরক্ত, বন্ধন হইতে মুক্ত, কি আর গতি ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

সংশয় জীবন, বিষয় সর্পের অতি, বিষম গর্জ্জন। হেরিয়ে ভুজঙ্গ, হতেছে আতঙ্ক, অসুখে কালযাপন।

দারুণ বিষের ভরে, সদা আস্ফালন করে, করিতে দংশন। খলের সহিত, বাস অনুচিত, সুখ মণির কারণ।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, সংসার ত্যজিয়ে কর,

অরণ্যে গমন, নিত্য নিরঞ্জন, পরমাত্ম ধন, পাবে অন্বেষণ ॥

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

ভজ দূর্ব্বাদল শ্যাম, দশরথতনয় পূর্ণব্রহ্ম দয়াল রাম। রামায়ণ শ্রবণ কর রাম রূপ ধ্যান, রাম নাম অবোধ মন, জপ অবিশ্রাম।

জীব নিস্তার কারণ, কাশীধামে পঞ্চানন, দক্ষিণ কর্ণে করেন্ দান, তারকব্রহ্ম নাম।

শ্রীনন্দকুমার কয়, যদি ভ্রমে রসনায়, অন্তে রাম নাম লয়, পায় মোক্ষধাম ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল একতালা।

ভাব শ্যামা একান্ত, ওরে ভ্রান্ত, মন জানত নিতান্ত। করিবে দুরন্ত কৃতান্ত প্রাণান্ত।

অনিত্য সুখে মজোনা হওনা সাধনে নিশ্চিন্ত।

করিয়ে আপনি বিচার, কি অসার, কিবা সারাৎসার, কররে সিদ্ধান্ত।

জানিয়ে যথার্থ নিত্য অনিত্য, বিষয়ে হও ক্ষান্ত।

মহাকাল কামিনী, কাল ভয় নিবারিণী, আগমে দৃষ্টান্ত।

বলে শ্রীনন্দকুমারে, শুনরে, অবোধ অশান্ত॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া ঠেকা।

ত্যজি মায়া অবোধ মন ভজ কালীর শ্রীচ-রণ। জন্মের মত হবে তবে কালভয় নিবারণ।

মায়া জালে বদ্ধ হয়ে, জ্ঞানতত্ত্ব পাসরিয়ে, অনর্থ কুমন্ত্রি লয়ে, ভবে করিছ ভ্রমণ।

ইহাত নিশ্চয় জান, জন্মিলে হয় মরণ, নিত্য বস্তু তবে কেন, জেনে না কর যতন।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, বিধিমত আয়োজনে, যতনে অতি নির্জ্জনে, একান্তে কর সাধন॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল আড়া।

কর মন তীর্থ পর্য্যটন। জ্ঞানকৃত পাপে যদি হবে বিমোচন।

বারাণসী পুরুষোত্তমে, যাওরে মন বহু শ্রমে, এড়াবে অতি সম্ভ্রমে, জনম গ্রহণ।

মহাতীর্থ বৃন্দাবন, তথা কর রে ভ্রমণ, গোবিন্দজীর শ্রীচরণ, পাবে দরশন।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণে, তীর্থ পুণ্য উপার্জ্জনে, বৈকুণ্ঠে গমন ॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল আড়া।

এ কিরে দেখি চমৎকার। অজ্ঞানে আবৃত লোকে না মানে সাকার।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, ত্রিদেবে ক্ষিতি বিস্তার, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের, তিনি মূলাধার।

সাকার সাধকের ধন, এক ব্রহ্ম সনাতন। যে হতে ত্রিগুণোৎপন্ন, কল্প মূর্ত্তি তাঁর।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, হৃদয়ে ধ্যান ধারণে, কল্পমূর্ত্তি যে না মানে, দেখে অন্ধকার ॥

রাগিণী গারাভৈরবী। তাল আড়া।

কর মন গুরুপদ সার। ভবনদী পারে যদি যাবে দুরাচার।

স্থির কর এই যুক্তি, গুরু বিনে নাহি মুক্তি, শুনেছি শিবের উক্তি, গুরু কর্ণধার ॥

গুরুপদ পঙ্কজে, ভৃঙ্গ রূপে রহ মজে, বৃথা ভ্রম অন্য কাজে, বিবিধ প্রকার।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, গুরুপদে ভক্তি বিনে, ভববন্ধন মোচনে, গতি নাহি আর ॥

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়াঠেকা।

একি অসম্ভব মন, তাঁরে না চিন্তিলে কেন। যে করে সংহার সৃষ্টি সৃজন প্রতিপালন।

মন! যে বিভু সর্ব্বত্রস্থায়ী নিত্য পরাৎপর, তাঁরে না ভাবিয়া কেন, কররে অসার, বিষয়ে অতি যতন।

মন! যে বিনে দেহ ধারণে অনন্য গতি, যাঁর আজ্ঞানুসারে সৃষ্টি লয় স্থিতি, তাঁরে হলে বিস্মরণ॥

রাগিণী টড়ি। তাল কাওয়ালী।

বিষয়ে আর ভুল না। বার বার সহে না যন্ত্রণা।

শ্রীনাথ করি শরণ, ভাব ইষ্ট চরণ, জন্ম জরা মরণ, ত্রিতাপ রবে না।

সংসার পরিশ্রম, ক্ষণিক এ সম্ভ্রম, কাল-কৃত অভ্রম, এখন্ জানিবে না।

ঊর্দ্ধ্ব পদ অধঃ শিরে, জননী জঠোরে, বাস অতি কঠরে, দুর্গতি দেখনা।

ভূমিষ্ঠ মাত্রেতে, মোহিত মায়াতে, রত কুকর্ম্মেতে, পূর্ণিত পাপেতে, চৈতন্য থাকে না।

রোগে শোকে মুহূর্ত্তেক, নিস্তার নাহিক, কর্ম্মের বিপাক, কখন খণ্ডে না।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, কহে সারাৎসার, মূঢ় দুরাচার, ত্যজ রে অসার, সংসার বাসনা॥

রাগিণী পূরবী। তাল একতালা।

ভবে তরিবার উপায় কি করেছ। পেয়ে মন! ধন পরিজন উন্মত্ত আছ।

ইহ কাল, চিরকাল, কি রবে, তাই ভেবে, নিশ্চিন্ত হয়েছ।

কত বার, এ প্রকার, ভ্রমেতে, গতায়াতে, যন্ত্রণা পেয়েছ।

শ্রীনন্দ-কুমার কয়, দুরাশয় করুণাময়, পর-মাত্মাকে ভুলেছ॥

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

মন এখন চিন্তহ নিত্য সত্য পরাৎপর। জানত নিশ্চিত এ অনিত্য কলেবর।

স্বভাবে নিঃশ্বাস যত, বাহিরে হয় নির্গত, পুনঃ হওয়া অন্তর্গত, বড়ই দুষ্কর।

চিরকাল কারু প্রতি, কাল নাহি হয় স্থিতি, কালে কাল অতি ভয়ঙ্কর।

ভূত পঞ্চভূতে ঐক্য, করিয়ে হরিবে বাক্য.
দেহ প্রাণাদি পার্থক্য, হবে পরস্পর।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, আছে শক্তি বর্ত্তমানে.
ভবিষ্যতে হইবে অন্তর।

অতঃপর কিমদ্ভুত, আত্ম ভূতগণ যত.
ক্রমেতে হতেছে গত, তবু অতৎপর ॥

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

ভাব সত্য পরাৎপর! অন্তরে মন আমার.
অতি যতনে নিরন্তর।

জীবন অক্ষয় নয়, জন্মিলে মরণ হয়,
নিশ্চয় নাহি সংশয়. দেখ পূর্ব্বাপর।

দিব্য জ্ঞান প্রকাশিবে. অন্তে মোক্ষধাম
পাবে, নিত্য কলেবর হবে, অজন্ম অমর।

শ্রীনন্দকুমার কয়, অজপা হইলে ক্ষয়, এ
দেহ পাইবে লয়, শুন রে পামর ॥

রাগিণী কেদারা। তাল আড়া।

হংস জপান্তে, এ প্রাণ পীড়ন নিধন, করিবে
দুরন্ত কৃতান্তে।

সময় গমন, করিলে কখন, হবে না সাধন.
এখন, ভজ রে মুরহর একান্তে।

বিষয় ভাবনা, অপার কামনা, গতানুস্মূচনা, করোনা, সাধনা ভুলনা মন! ভ্রান্তে।

শ্রীনন্দকুমারে, কৃতাঞ্জলি করে, তরিতে সংসার সাগরে, মজরে হরিপদপ্রান্তে॥

রাগিণী দেওগান্ধার। তাল কাওয়ালী।

তুমি দেহ রাজ্যের রাজা মন, কর দুষ্টের দমন। যুদ্ধে দ্রুত আগমন, করিছে শমন, নিধন কারণ, অমূল্য জীবন।

কাম ক্রোধ লোভ মোহ, মদ মাৎসর্য্য সহ, রণ হেতু তব রাজ্যে করেছে প্রেরণ।

এই ছয় সেনাপতি, প্রতাপে প্রবল অতি, ঘটাইবে দুর্গতি, না হলে শাসন।

মন রে কর সন্ধান, কামে জিতেন্দ্রিয় বাণ, ক্রোধে ক্রোধ লোভে ধৈর্য্য মোহেতে চেতন।

মদে অহঙ্কারে মার, জ্ঞান নম্র তীক্ষ্ণ শর, লয় হবে পরস্পর, ষড়রিপুগণ।

শ্রীগুরু সহায় করি, কি দিবা কি বিভাবরী, করে কর ইষ্টমন্ত্র কৃপাণ ধারণ।

দ্বিজ নন্দকুমার কয়, কাল হবে পরাজয়, অনায়াসে ভবভয়, হবে নিবারণ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

কর মন! বারাণসী বাস। অন্তিম কালেতে না পাইবে যম ত্রাস।

বারাণসী জলে স্থলে, এ প্রাণ বিয়োগ হলে, মুক্তি প্রাপ্তি অবহেলে, পূর্ণ অভিলাষ।

কৈলাস করিয়ে শূন্য, মহাদেব অবতীর্ণ, জীব নিস্তারের জন্য, কাশীতে প্রকাশ।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, নিত্যানন্দ নিরন্তর, ইহ পরকালে কর দুঃখের বিনাশ॥

রাগিণী বাহার। তাল আড়াঠেকা।

জানত জন্মিলে মৃত্যু আছে ভব সংসারে। তবে কেন নিরন্তর আছ মত্ত অহঙ্কারে।

অতি প্রাণপণে ধন, করিলে যে উপার্জ্জন, যত্নে করিলে না কেন, ব্যয় পর উপকারে।

ধ্যান ধারণ কারণ, মনুষ্য জন্মগ্রহণ, বিপরীত আচরণ, বল কর কি বিচারে।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, বিষয়ে আসক্ত হলে, জনম যায় বিফলে, না ভাবিয়ে পরাৎপরে।

রাগিণী বাহার। তাল আড়াঠেকা।

অসার ভাবনা কি ভাব মন!। কালী নাম

সারাৎসার, যতনে দুরাচার, কেন রসনায় না কর গ্রহণ।

জঠরে জনম যম যাতনা, কত বেদনা, তা তো জান না, কি সে এড়াইবে বিনে কালী সাধন।

অনিত্য চিন্তিয়া কাল কাটালে, কাল হারালে, হেলা করিলে, করি মিছে মায়ায় দেহ অভিমান।

শ্রীনন্দকুমার বলে অবোধ মন, কালী নিত্য ধন না কর, সাধন, কেন অমৃত ত্যজিয়ে বিষ ভক্ষণ॥

রাগিণী বাহার। তাল আড়া ঠেকা।

ভবে কি ভ্রম মন! শ্রীহরি কর সাধন, যাবে ভব বন্ধন। জাননা রে দণ্ড করে, কৃতান্ত ভ্রমণ করে, কখন্ করিবে সে অপমান।

ঐহিক পার্থিক ধন, নিত্য শ্রীকৃষ্ণ চরণ, কেন না কর অন্তরে ধ্যান।

শ্রীনন্দকুমার বলে, উচ্চৈঃস্বরে বাহু তুলে, কর হরি নাম সংকীর্ত্তন॥

রাগিণী শরফরদা। তাল আড়া।

পরিশ্রম বিনে নাহি মিলয়ে রতন, তত্ত্ব-জ্ঞানে তত্ত্ব কর পাবে ইষ্ট ধন।

অজ্ঞান তিমিরে মগ্ন হয়ে আছ মন! উদ্ধার হইতে আগে কর আকিঞ্চন, জ্ঞানো-দয় হলে পাবে আত্মা অন্বেষণ।

সাধুসঙ্গ কর মন সাধিতে কামনা, রিপু-ধ্বংস হলে যাবে সংসার বাসনা, কর্ম্মেতে বিরত হবে ভ্রম যাবে মন।

শ্রীনন্দকুমার বলে দুরাচার মন! সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যজ্য হইবে যখন, সিদ্ধ হবে কর্ম্ম করি মন্ত্রের সাধন॥

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালী।

ভজিলে ভবানী ভবভয় যায়, মন! কেন জেনে শুনে ভুল রে হায় হায়। হিতাহিত সতত, কহিব কত, অনাবিষ্ট ভ্রমেরে বায় বায়, চঞ্চল বিভোল স্বভাব যার, মূঢ় সে শ্রীঅংশে ভরসা কি তার, পুনঃ পুনঃ অধর্ম্মে, বিবিধ কুকর্ম্মে, লয়ে যায় আমারে পায় পায়।

না দেখি, বিবেকী, তিলেক তারে, কুনীতি নিবৃত্তি ভ্রমে না করে, বৃথা মম অকিঞ্চন করে আকর্ষণ, যায় মন আপন মেথায় ধায়, শমন দমন দুর্গানামে হয়, কি মন্দ শ্রীনন্দকুমার কয়, অন্বেষণ করে কি, ধিক মন ছিছি, এখন ভাবিলে উপায় পায়।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

কর মন! বারাণসী বাস, অন্তিম কালেতে না পাইবে যম ত্রাস। বারাণসী জলে স্থলে, এ প্রাণ বিয়োগ হলে, মুক্তি প্রাপ্তি অবহেলে, পূর্ণ অভিলাষ।

কৈলাস করিয়ে শূন্য, মহাদেব অবতীর্ণ, জীব নিস্তারের জন্য, কাশীতে প্রকাশ।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, নিত্যানন্দ নিরন্তর, ইহ পরকালে কর, দুঃখের বিনাশ।

রাগিণী মল্লার। তাল আড়া ঠেকা।

কবে করিবে উদ্যোগ, দুরাচার মন! সাধিতে সমাধি যোগ। আত্মবোধ করি রোধ, ত্যজে বন্ধু অনুরোধ, বিষয় বিভোগ, নিঃশ্বাস নিঃসরে যত, আয়ু ক্ষয় হয় তত, জীবের অল্প ভোগ।

জাননা যে কোন দণ্ডে, অখণ্ডিত যমদণ্ডে, হইবে প্রাণ বিয়োগ।

রাগিণী সাহানা। তাল জৎ।

সুরতি দিয়েছি ইষ্টপদ ধন উপরে। পাই কি না পাই এবার দেখি গুরু কি করে, শ্রদ্ধা মুদ্রা দিয়ে যত্নে, মন্ত্র টিকিট গুরু স্থানে, লয়েছি অতি সাবধানে, মম কর্ণ কুহরে।

শেষ খেলা অন্তর্জ্জলে, গঙ্গাতীর টৌন হালে, ভারি মাল সেই কালে, উঠে কপালে নম্বরে।

যদি এ অদৃষ্টে মন! প্রাইজ পাই শ্রীচরণ, তরে যাই জন্মের মতন, ভব দুঃখ সাগরে।

শ্রীনন্দকুমার কয়, কপাল নম্বর তেমন নয়, সর্ব্বদা বেলাঙ্ক হয়, দেখেছি বারে বারে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

মিছে সংসার অরণ্যে মন করিছ ভ্রমণ। মায়া রূপ জালে যাহা আছে আচ্ছাদন।

পরিজন তরু যায়, কটু বাক্য ফলদায়, অদ্ভুত উপমায় তায়, অপূর্ব্ব গ্রহণ।

মনরে! চৈতন্য হও, আমার বচন লও, বলি

তোমার হিত বিবরণ; জ্ঞান দিব্য তীক্ষ্ণ অস্ত্রে, মায়া জাল ছেদ করে, গুরুদত্ত মহামন্ত্রে, কররে সাধন।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, আছ মত্ত অহঙ্কারে, বিষয় বিষ করিয়ে ভক্ষণ।

কাননের পশু প্রায়, অনিত্যে প্রবৃত্তি হায়, না কর পরমাত্মারে অন্তরে দরশন।

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

সেই পরিচ্ছেদ বিনাশ শূন্য, নিত্য শ্রীচৈতন্য। হৃদয়ে ভাব প্রপন্ন, ভব ভয়ে হবে উত্তীর্ণ।

শ্রীঅংশে বিঘ্ন কর্ত্তার আঁছে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ, তব অনুগত ইন্দ্রিয় প্রধান তুমি যে মন! নিগ্রহ করিতে শক্ত কে আছে তুমি ভিন্ন।

সংসার অনিত্য মানি, বিবেক বৈরাগ্য আনি, ইন্দ্রিয়ের বল হানি, করিয়ে সম্পূর্ণ।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, অবিলম্বে যতনে, শুচি দেশে শুদ্ধাচারে বসি দিব্য আসনে, নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখি আত্ম চিত্ত প্রসন্ন।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

আমার মন মৎস্য! শুনরে বচন। যুবতী লাবণ্য জলে করো না গমন।

আছে কন্দর্প কৈবর্ত্ত, মৎস্য ধরিতে প্রবর্ত্ত, নারী রূপ জলে নিত্য, যায় সর্ব্বক্ষণ।

মুখ প্রক্ষালন জল, ছড়ায়ে করে নির্ব্বল, কতক্ষণ জীবে বল, জেলের সদন।

শ্রীনন্দকুমার কয়, স্ত্রী-লোম জাল হয়, তীত লাউ স্তনদ্বয়, বধিতে জীবন॥

রাগিণী কানেড়া-বাগেশ্রী। তাল আড়া।

শিবরাম নারায়ণ মুখে কর গান। অন্তে মোক্ষ লাভ হবে ঐহিকে কল্যাণ।

আর কি করিবে তপ, শিবনাম জপ ক্ষয়. হবে সর্ব্ব পাপ, বেদের বিধান।

পড়েছ এই ভবার্ণবে, যদি পার হবে, শ্রীরাম নামামৃত তবে, সদা কর পান।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, নিয়ত সজ্ঞানে, অন্তে ডেক নারায়ণে, পাইবে নির্ব্বাণ।

রাগিণী বাগেশ্রী-বাহার। তাল আড়াঠেকা।

মন রে! বাসনা যেন ভ্রমে মত্তকরী। অনিত্য সুখকাননে ধায় দর্প করি।
আছে যে ইষ্ট সাধন, নিত্য পরমাত্ম বন, তথা না করে গমন, কি দিবা শর্ব্বরী।
বাসনা মাতঙ্গ গলে, কৌশলরূপ শৃঙ্খলে, ইষ্টপদ স্তম্ভমূলে, বান্ধ যতন করি।

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

ক্ষান্ত হও রে! মন বিবিধ কুকর্ম্মে। পরাধীন হয়ে কেন ডুবিছ অধর্ম্মে।
দেহে রিপু সবাকার, অকর্ম্মের মূলাধার, না করিলে প্রতিকার, ভোগে জন্মে জন্মে।
নতুবা দুষ্কৃতি রবে, পাপ অখণ্ডিত হবে, ভোগ ভিন্ন না ছাড়িবে, ব্যথা পাবে মর্ম্মে।
শ্রীনন্দকুমার বলে, জন্ম দ্বিজোত্তমকুলে, এখন চেষ্টিত হলে, লয় পাবে ব্রহ্মে।

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

ভ্রান্ত মন! যদি পাবে অন্তে মুক্তি। শ্রীগুরু-পদারবিন্দে রাখ দৃঢ় ভক্তি।

দেহে আছে পাপত্রয়, গুরুনামে কর ক্ষয়,
রিপু ছয় পরাজয়, হবে শিব উক্তি।

সাধু সঙ্গে নিরন্তর, ইষ্টালাপে কাল হর,
ক্রমে সম্বরণ কর, সংসারে আসক্তি।

আশা কর নিবর্ত্তন, সত্যবাক্যাবলম্বন,
নিরন্তর কর মন, ধর্ম্মে অনুরক্তি।

শ্রীনন্দকুমারের মন, করিতে প্রাণ ধারণ,
পরিমিত আহরণ, কর এই যুক্তি।

রাগিণী সুহিনীবাহার। তাল মধ্যমান।

শুনরে মন! আছে কর্ত্তব্য সৎকর্ম্ম। যাহাতে
ব্রাহ্মণ রাখে আপন স্বধর্ম্ম।

প্রাতে গাত্রোত্থান করে, গুরুদেব নাম
স্মরে, প্রাতঃকীর্ত্তি তদন্তরে, অনুষ্ঠান ব্রহ্ম।

যথাকালে হবিষ্যাশী, হয়ে থাকে মুনি ঋষি,
যতকাল রবি শশী, স্পর্শে না অধর্ম্ম।

শ্রীনন্দকুমার কয়, নিত্যানন্দ জ্যোতির্ম্ময়,
শরণ মনন হয়, নাহি হয় জন্ম।

রাগিণী বাহার। তাল আড়াঠেকা।

কেনরে অবোধ মন! ত্যজে হরিণামামৃত,

বিষয়-বিষ কর পান। অজ্ঞান বালক মত, অনিত্যে হয়ে প্রবর্ত্ত, তুমি না ভাবিলে নিত্য-ধন।

তুমি কার কে তোমার, কেবা আছে ভবে আর, বিনে হরিনাম অবলম্বন।

শ্রীনন্দকুমার বলে, কায়া ছায়া ভূমণ্ডলে, কখন আছে কখন অদর্শন।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

বৃথা দিন গেল ধন উপার্জ্জনে। না ভাবিলে পরমার্থ কাল এড়াবে কেমনে।

কাল পূর্ণ হলে, প্রহারিবে কালে, এখন উপায় না করিলে, সে জ্বালা অসহ্য প্রাণে।

সময়ে সংসারাশ্রমে, আপন কায়িক শ্রমে, তুষিছ অতি সম্ভ্রমে, নিজ পরিজনে।

অসময়ে বল, সাধন সম্বল, উপার্জ্জন কত বল, করেছ মন! এত দিনে।

বিকার সম্পূর্ণ দেহে, অচেতন সদা মোহে, বিবিধ রতনে।

ত্বরিতে অপার, ভব পারাবার, উপায় কি দুরাচার! আপন জ্ঞানে।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

হলো দিন অবসান মিছে আকিঞ্চনে। না চিন্তিয়া পরমানন্দে ভ্রম অহং তত্ত্বজ্ঞানে।

মোহে মুগ্ধ হয়ে, দারা পুত্র লয়ে, আছ মাত্র সুখালয়ে, পাসরিয়া সত্যধনে।

ইহাতে জান নিশ্চয়, সংসার যে নিত্য নয়, ধন জন কোথা রয়, গ্রাস করিলে শমনে।

অতএব শুন, ত্যজ অভিমান, ভজ নিত্য-নিরঞ্জন, মিসাইবে নির্ব্বাণে।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

মন যে মায়ার বশ কি করি উপায় হায়। না ভাবিয়ে পরমানন্দ অহংতত্ত্বে ধায়।

একেত মনের গতি, স্বভাবে চঞ্চল অতি, তায় রিপু তার প্রতি, কুবুদ্ধি ঘটায়।

উন্মত্ত অনিবার, জ্ঞান বিহীন আমার, অপার বাসনা যার, তারে কে বুঝায়।

বিবেক বৈরাগ্য বিনে, নিস্ত্রৈগুণ্য নিরঞ্জনে, নির্ব্বাণ হবে কি গুণে, বিফলে জনম যায়।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

এ কি বিপরীত মন! দেখি তব রীত।

অনিত্য বিষয়ে মত্ত নিত্য বিবর্জ্জিত।

সংসার স্বপনপ্রায়, ক্ষণে হয় ক্ষণে যায়,
পণ্ডপরিশ্রমে তায়, পরম পিরীত।

ইন্দ্রজাল অনুরোধে, রুদ্ধ করিয়ে সুবোধে,
গরল ভক্ষণ সাধে, ত্যজিয়া অমৃত।

অনিত্য ভাবনা কর, মা চিন্তিয়ে নিরন্তর,
নিত্য সত্য পরাৎপর, এ কি অনুচিত।

রাগিণী বেলোড়। তাল একতালা।

দিন গেল বয়ে। দুরাচার মন আমার ভজ কালী অভয়ে।

প্রতিক্ষণে আয়ু হরে শমনে, সাধন বিনে,
কালের দশনে, বাঁচিবে কেমনে, লইবে কেশে ধরিয়ে।

ইন্দ্রজালে বদ্ধ হয়ে রহিলে, বোধ না করিলে, অচৈতন্য হলে, হেলায় হারালে, এমন জনম পেয়ে।

রাগিণী শরফরদা। তাল আড্ডা।

শ্রীকৃষ্ণ চরণারবিন্দে সুধা পিয় মন।। পদ্মে যেমন মধুকরে মধু করে পান।

সামান্য কমল শুষ্ক হলে মধু ফুরায়, বাসী

ফুলে অলি কভু বসিতে না যায়. হরিপাদপদ্ম শুষ্ক না হয় কখন।

গোবিন্দ পদপঙ্কজ সুধার সাগর, নিরন্তর পান করে ভক্ত মধুকর, অক্ষয় সে পদ্মসুধা ক্ষরে চির দিন।

শ্রীনন্দকুমার ভণে মনরে! যতনে, হরিপ-দাম্বুজে থাক মত্ত মধুপানে, রসনা যুড়াবে আর এড়াবে শমন।

রাগিণী শরফরদা। তাল আড়া।

করিতে ইষ্ট সাধন বিলম্ব কি মন!। কাল প্রাপ্তে কাল কবে দিবে দরশন।

অনিত্য সংসারার্ণবে ডুবে নিরন্তর, ধর্ম্মেতে বর্জ্জিত হলে অধর্ম্মে তৎপর, পণ্ডশ্রমে বৃথা কাল করিছ হরণ।

এখন ত্যজিয়ে মায়া সচৈতন্য হও, সচেষ্ট হইয়ে গুরু উপদেশ লও, বহু কষ্টে বহু ধন হয় উপার্জ্জন।

শ্রীনন্দকুমার দ্বিজ সারোদ্ধার কয়, জপাৎ সিদ্ধ জপাৎ সিদ্ধ সিদ্ধ নসংশয়, মন্ত্রে সিদ্ধ হলেজয় করিবে শমন।

রাগিণী আলিয়া। তাল কাওয়ালী।

কাল গত হল কাল আগত রে হরিনাম জপ রসনা। মন তো ভ্রান্ত শুনেও শুনে না। হরিনাম বিনে আর, গতি নাহি তরিবার, এই সারাৎসার, গ্রহণে যাবে ভববন্ধন যাতনা। যদি বল মন বিনে, নাম লব কেমনে, অভ্যাস গুণে, হরিনাম জপে কভু বাধা হবে না।

শ্রীনন্দকুমার বলে, অন্তে হরি হরি বলে প্রাণ ত্যজিলে, যম অধিকার কখন থাকে না।

রাগ মল্লার। তাল মধ্যমান।

শ্রীকৃষ্ণপদাম্বুজে মজ ভৃঙ্গ-মন করিয়ে অতি যতন, বিষয় রসহীন ফুলে ভ্রম অকারণ। শ্রীহরি-পদকমল-মধু কর পান, পাপে তাপে মুক্ত হবে যুড়াইবে প্রাণ, নিবারণ হইবে গমনাগমন।

বিষয়পদ্ম কন্টকে অতি তীক্ষ্ণ ধার, ও ধার বিন্ধিলে হবে প্রাণে বাঁচা ভার, উচিত বিহিত যা কর রে এখন।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে ওরে দুরাশয়, হরি

পাদপদ্ম সুধা মিষ্ট অতিশয়, জান না যে দেবের দুর্ল্লভ সেই ধন।

রাগিণী মূলতান। তাল একতালা।

ভজ শ্রীচৈতন্য মন, অচৈতন্য হয়ে আছ হবে সচেতন। মায়া মেঘ অন্ধকারে, মিছে ভ্রমিতেছ ঘোরে, দিব্য চৈতন্য চাঁদেরে, কর উদ্দীপন।

কলিযুগে অবতীর্ণ, নাম ধরি শ্রীচৈতন্য, স্বয়ং ব্রহ্ম তিনি পূর্ণ গৌর বরণ।

চৈতন্য দিয়ে পাপিরে হরি নাম দ্বি অক্ষরে, দীক্ষা করান অকাতরে মুক্তির কারণ। অচৈতন্য রূপে কত, নিদ্রা যাহ অবিরত, হইবে কিসে জাগ্রত, কর আকিঞ্চন।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, শুদ্ধ চিত্ত কায় প্রাণে, শ্রীচৈতন্য শ্রীচরণে লও রে স্মরণ।

রাগিণী ভূপালী। তাল কাওয়ালী।

ভাবনা রে মন তারা, সদাশিব দারা, ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা। ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী ত্রিপুরেশ্বরী, তাপহরা। করিতে সৃষ্টি সৃজন, জীবের পালন, নহে সামান্য গুণধরা।

ভজন সাধন, তারণ কারণ সাকারা।
যিনি জগত জননী, জয়প্রদায়িনী, অন্তর্যামিনী,
নিরাকারা। অজরা অমরা, ভব ক্ষিতে বরা-
ভয়করা।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

শ্রীগুরু চরণপদ্মে রাখ না রে মূঢ়মতি,
যাঁহার করুণাক্রমে পাইবে পরম গতি।
মুদিয়ে নয়ন, ভাব শ্রীচরণ, শিরসি সহস্রদল
কমলে যাঁহার স্থিতি। ঘুচিবে অজ্ঞান, পাবে
জ্ঞানাঞ্জন, মন তবে ভক্তিভাবে গুরুপদে কর
স্তুতি।

শুন রে মন ভ্রান্ত, গুরু আদ্য অন্ত, শ্রীনন্দ-
কুমার বলে গুরু যে সম্পত্তি অতি।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

শ্রীহরি চরণ রে মন হৃদয়ে ভাব এই বেলা।
পরমায়ু অতি অল্প কখন ভাংবে ভবের
খেলা। জানত নিশ্চিত, প্রাণ হবে গত,
জ্ঞান হত হয়ে কত, ভুগিছ সংসারের জ্বালা।
অর্থ উপার্জ্জন, করিছ কি মন, হরি নাম
পরমার্থ হারালে করিয়ে হেলা। দেহ মধ্যে

প্রাণ, আছে যত ক্ষণ, শ্রীনন্দকুমার বলে হরি কর জপমালা।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল মধ্যমান।

ঝরে সুধা ঝর ঝর, হরি পাদপদ্মে, পিয় না রে মনমধুকর। আনন্দে পরম জ্ঞান পাখা ভর কর, উড়িয়ে শ্রীপদাম্বুজে বিস্তার অধর।

হরিপদামৃত পানে পূরিয়ে উদর, স্পৃহা-রূপ ক্ষুধা আশা পিপাসা নিবার।

রাগিণী সুহিনি বাহার। তাল মধ্যমান।

ভজ রে মন আমার শ্রীকৃষ্ণচরণ, ভবে তবে তুল্য হবে জীবন মরণ। শ্রীহরি পদ যে ভাবে, তার কি চিন্তা সম্ভবে, ঐহিকে পার্থিকে হবে, মুক্ত সেই জন।

গোবিন্দ পদমাহাত্ম্য, বেদেতে দুর্ল্লভ তত্ত্ব, ভব ভাবে উন্মত্ত, সদা কর ধ্যান।

শ্রীনন্দকুমার বলে, সাধুবাদ ইহকালে, প্রাণী লোকান্তর হলে, বৈকুণ্ঠে গমন।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

মম জ্ঞান অরুণ অজ্ঞান রাহুতে ধরি গ্রাস

করিয়াছে মন। বোধাকাশে অনুদয়, কিঞ্চিৎ না মুক্ত হয়, সূর্য্য সর্ব্ব গ্রাসে গ্রহণ।

জ্যোতীশ্বর রাহুগ্রস্ত, অভিপ্রায় হয় অস্ত, দিন গেল বিফল জীবন। দিনে দিনে দিনকর, হেরি সব অন্ধকার, হুতেছে কাল নিশির আগমন।

জ্ঞানাজ্ঞান রাহু ভুক্ত, ত্বরিতে হইলে মুক্ত, মুক্ত হবে এ ভব বন্ধন।

ভণে দ্বিজ নন্দকুমার, ভাবনা রে মন আমার, বিপত্তে শ্রীমধুসূদন॥

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

কেন তারিণী চরণে মজনা, দিন দিন আয়ু যায় রে জেনে জান না। এমন জনম আর হবে না।

বারে বারে ভবসিন্ধু পারে যেতে পারনা। আপনার ভ্রম ক্রমে গর্ভ যম যাতনা॥

কৈবল্য পরম পদ হেলায় হারাও না। একি কাব্য অকর্ত্তব্য কর্ম্মে দিব্য বাসনা।

অক্ষয় সুখ যায় নাহি তায় ভাবনা। হিতাহিত কব কত বুঝালে তো বুঝনা॥

শতেক বিংশতি ঊর্দ্ধ নরে দেহ ধরে না।
নিদ্রায় অর্দ্ধেক যায় খণ্ডাতে কেহ পারে না ॥
শ্রীনন্দকুমার বলে ইহকাল রবেনা ॥

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

মন! নির্ব্বাতস্থ দীপশিখার ন্যায়, ধীর হইয়া চিন্তা কর সেই পরম আত্মায়। এমন জনম যে বৃথা যায়।

কৌমার যৌবন নানা রসে লীলা করিলে, জরায় বুদ্ধি ভ্রমে নিত্য রস ভুলিলে, অতঃপর ভয়ঙ্কর, শমন আগত প্রায়।

সুখ দুঃখ পরিহরি, চেলা জিন কুশোপরি, অপূর্ব্ব আসন করি, স্থিতি হয়ে তায়।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, মুদিতার্দ্ধ নয়নে, ত্বরিত নিযুক্ত হও ধ্যান যোগ সাধনে, ধারন্নচল স্থির করি শিরা গ্রীবাকায়।

রাগ ভৈরব। তাল আড়া।

তুমি কি গুণে পাইবে পরব্রহ্মানন্দ মন।
চৈতন্য রহিত কর বিষয়ে যতন।

পরিপূর্ণ রাগদ্বেষে, ভ্রমে পর উপদেশে, অনিত্য সুখ উদ্দেশে, করিছ ভ্রমণ।

দেহে ইন্দ্রিয় প্রবল, স্বভাব অতি চঞ্চল, অশান্ত অবোধ অভাজন।

অজ্ঞানে হয়ে আবৃত, কাল-সহঙ্কারে কত, কুকর্ম্মে হতেছ রত, আত্মা বিস্মরণ।

অবিধি কর্ম্মে আসক্তি, ন ব্রহ্মে নিশ্চলা ভক্তি, অযোগ্য অপ্রাপ্ত অকিঞ্চন।

শ্রীনন্দকুমার উক্ত, স্পৃহা অহঙ্কারযুক্ত, কখন না হয় মুক্ত, সংসার বন্ধন।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

ভজ মন! শ্রীনন্দের নন্দন, ঐহিকে পাইবে ভক্তি অন্তে শ্রীচরণ। পাইলে পরম ভক্তি, সাধিতে হইবে শক্তি, সাধন্ সিদ্ধে হলে মুক্তি, শিবের বচন।

ভক্তিতে করি অর্চ্চনা, শ্রীহরি কর সাধনা, মুক্ত হবে রহিবে না, এ ভববন্ধন।

নারদাদি ঋষি যত, হরিগুণ গানে রত, হয়েছে জীবন মুক্ত, নাহিক পতন।

নব জলধর দেহ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, রূপ-মানসে চিন্তহ, মুদিয়া নয়ন।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, শ্রীহরি চরণ বিনে, সামান্য অনিত্য ধনে, নাহি প্রয়োজন।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

যতনে কালীর নাম, জপ রে মন অবিশ্রাম, ঐহিকে পারত্রিকে সর্ব্বসিদ্ধ হবে মনস্কাম।

কালীনামের যে মাহাত্ম্য, শিব না জানেন তত্ত্ব, সে নামে হও উন্মত্ত, প্রাপ্তি হবে মোক্ষ ধাম।

পেয়েছ উত্তম জন্ম, কর তার মত কর্ম্ম, জানিতে কালী মর্ম্ম, কভু না কর বিরাম।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, সদা কালী কালী বলে, অষ্টাঙ্গে পড়ে ভূতলে, শ্রীপদে কর প্রণাম।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া।

কালী বলে উচ্চৈঃস্বরে, মন তুমি ডাক-নারে, প্রাণান্তে কৃতান্ত কভু নিকট না হবে ডরে।

শ্রদ্ধাতে মিশায়ে ভক্তি, ভজ কালী আদ্যা শক্তি, নিশ্চয় পাইবে মুক্তি, তরিবে ভবসাগরে।

অন্তকালে গঙ্গাজলে, যদি ডাক কালী বলে, বিষ্ণু লোকে যাবে চলে, শমন পলাবে দূরে।

শুন রে অবোধ মন, কালী নামের কত গুণ, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিলোচন, ভণে শ্রীনন্দকুমারে।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল পোস্তা।

বৃথা দিন গেল হরিসাধন হলো না।
কি গুণে ভবসিন্ধু পার হবে বল না।

দুরাচার মন আমার, রিত চঞ্চল তোমার, ভ্রমে ভ্রম অনিবার, মম বশে চলো না।

ধিক বপু ধারণে, ভজন হীন জনে, কি কায এ জীবনে, কোন কর্ম্মে এলো না।

আর ধিক্ মন তোমায়, ধিক্ অসার বাসনায়, কখন প্রাণ তেজিবে কায়, বিষয় তো ভোলো না।

জান তো ক্রমে কত, হতেছে আয়ু গত, মন তোমার তবুতো, কুস্বভাব গেল না।

না শুন হিতাহিত, বলে বুঝাব কত, নন্দকুমারে এত, করিতেছ ছলনা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল পোস্তা।

দিন বয়ে যায় ভাবিলে না হায়, শ্যামা শ্রীচরণ, একি ভ্রম বৃথা ভ্রম বল কি কারণ। আয়ু স্থিতি যত, প্রায় ব্যয় তত, প্রাণে কষ্ট অবশিষ্ট কেবল মরণ।

বাল্যেতে বালক খেলা, যৌবনে কৌতুক লীলা, এখন করিছ হেলা, অনর্থ কারণ।

মন তুমি মূলাধার, কর্ম্মাধীন তোমার, আপন দোষে কালবশে, কর কাল হরণ।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, অন্তিম সময় হলে, শরীর অবশ ঢুলে, সর্ব্ব বিস্মরণ।

এই অসার সংসার, যম যন্ত্রণা অপার, জ্ঞানাভাবে কিসে তবে হবে নিবারণ।

রাগিণী টড়ি। তাল আড়া।

নিরঞ্জন নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম সনাতন। চিন্তায় কি হয় চিন্ত, তেজোময় অচিন্ত্য, মন সেই রূপ চিন্ত, এ আর কেমন।

বাঙ্ মন বুদ্ধি আর, নয়নে যে অগোচর, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর, জীবের জীবন।

অদ্বৈত পরাৎপরে, বল কি প্রকারে,
প্রকৃতি পুরুষাকারে, করহ গঠন।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, নিত্য পরমাত্মনে, অস-
ম্ভব অতি যতনে, কর আবাহন।

স্থাপন প্রতিষ্ঠা প্রাণ, এ কোন বিধান,
যার দ্রব্য তারে দান, শেষে বিসর্জ্জন।

শারদা দেবীর আগমনী গান।

—০ঃ০—

রাগিণী আলিয়া, তাল আড়া।

গিরিরাজ যাও হে আনিতে উমারে।
সংবৎসর না হেরিয়ে প্রাণ বিদরে।

তুমি সে ধনে কেমনে ভুলে আছ হে
গিরি! আর কি ধন আছে ঘরে।

গিরি কঠিন পাষাণ্ তুমি জগতে বিদিত।
না চাহ কন্যা আনিবারে।

ঘরে নাহিক অধিক আর সন্তান গিরি। মা
বলে ডাকে আমারে।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার বলে মেনকারাণী কয়
সকাতরে গিরিবরে।

রাগিণী আলিয়া। তাল আড়া।

কি আনন্দ গিরি আজি উমারাগমনে।
কি ভাগ্যে উদয় উমা মম ভবনে।
হের মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা দশভুজা, কি
শোভা সিংহবাহনে।
হল জনম সফল মম শুন গিরিরাজ,
আজি উমা হেরে নয়নে।
আগে না জানি কি পুণ্য গিরি ছিল হে
আমার, সেই ফলে পেলাম উমাধনে।
দ্বিজ নন্দকুমার বলে মেনকার প্রাণ;
যুড়াল উমা দরশনে।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল চৌতাল।

হের হে নয়নে মৃগেন্দ্র বাহনে। দশভুজা
উমা মা আইল, আজু ভবনে।
অতসী কুসুমবর্ণা দীর্ঘকেশী ত্রিনয়না,
কি দিব রূপে তুলনা নাহি সদৃশ তিন ভুবনে,
নিশাপতি, দিনমণি, রূপবতী সৌদামিনী,
যত জ্যোতি রূপে জিনি, উমা মা উদয় মহা-
কিরণে।

বিজয়া।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

কেমনে বাঁচিব প্রাণে উমাধন অদর্শনে। প্রভাতে বধিয়া আমায় যাবেন কৈলাস ভুবনে।

সপ্তমী আদি তিন দিন, করিয়া অতি যতন, কি রূপেতে নিরঞ্জন, করি এখন চন্দ্রাননে।

লইতে প্রাণনন্দিনী, স্বয়ং এসেছেন আ-পনি, গঙ্গাধর বৃষভ বাহনে, অরুণ উদয়ে গিরি, হর লয়ে যাবেন গৌরী, উমার ওরূপ মাধুরি, দিবা নিশি হবে মনে।

উমা ডাকে মা বলিয়া, বিধুমুখ নিরক্ষিয়া, জ্ঞান হয় হেরি স্বপনে। মনের বাঞ্ছিত ধন, দিয়ে করিবে হরণ, বিধি বড় নিদারুণ, আপন কপাল গুণে।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, গিরিরাজ সন্নিধানে, রাণী কহে সজল নয়নে।

উমা স্বর্ণলতা কন্যা, পেয়ে হয়েছিলাম ধন্যা, এখন সম্বৎসরের জন্যে, কি লয়ে রব ভবনে।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া ঠেকা।

তিলেক দাঁড়াও উমা হেরি তব চন্দ্রানন।
কত দিনে হিমালয়ে হবে পুনরাগমন।

অধিনী জননী বলে, থেক না মা যেন ভুলে, তব মুখ নিরক্ষিলে, যুড়াবে এ তাপিত প্রাণ।

আর কে আছে আমার, বল মুখ চাহি কার, দিবা নিশি অরণ্যে রোদন।

ভাগ্যোদয়ে আমি যদি, তোমা হেন পেলাম নিধি, প্রতিকূল হলেন বিধি, লয়ে যান ত্রিলোচন।

তোমারে উদরে ধরি, ধন্যা আমি হয়ে গৌরী, জামাতা আমার পঞ্চানন।

তিনি অখিলের পতি, ঈশ্বরী তুমি পার্ব্বতী, আমার এত দুর্গতি, অভাবে তব দর্শন।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, রাণী ভাসে আঁখি জলে, উমা সহ কহিতে বচন।

পোহালে বৎসরের নিশি, আগত শরদ শশী, উদয় হইবে আসি, বহু বিলম্ব এখন।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

সমরে কার কামিনী, শবাসনা শস্ত্রপাণি, এলোকেশী উলঙ্গিনী। একি অপরূপ বামা, যিনি নবঘন শ্যামা, সুধাংশু মিলিত সৌদামিনী।

পদ নখরে চকোর, ভাবে উদয় সুধাকর, মধুকর চরণে নলিনী।

পদ্ম পদতলে ভানু, চাতক সজল তনু, দিতীকুল কাল স্বরূপিনী।

একেত নির্ম্মিতাদ্ভুত, তাহে রণ সাজে কত, শোভিত সহাস্য বদনী।

ভণে দ্বিজ নন্দকুমার, পড়ে পদতলে বামার, শব রূপ স্বয়ং শূলপাণি।

রাগিণী বারোয়াঁ। তাল ঠুংরি।

মুক্ত কর মা আমারে, ভববন্ধনাগারে এবারে, বিষম যম তাড়নে, জ্বলনে জরা মরণে, আছি দুস্তারে। মন অনর্থ কারণ, অনুকূল ছয় জন, তাহাতে যম শাসন, তত্ত্ব অনুসারে।

আমি দিন হীন অতি, অগতি তাই মিনতি করি তোমারে।

বান্ধিয়া যে কর্ম্ম পাশে, জ্ঞানদ্বীপ হীন বাসে, মায়া রক্ষকের বশে, রেখেছ কুমারে, হর হররাণী নিগ্র, সুশীঘ্র বন্ধন, সূত্রাগ্র গো তব করে।

রাগিণী জংলা। তাল মধ্যমান।

আমারে কেন মা এত দুঃখ। কটাক্ষ করিলে তারিণী, অক্ষয় সুখ।

হয়ে জগত-জননী, ত্রিভুবন নিস্তারিণী, অনুগত জনের আপনি, দুর্গতি দেখ।

ভববন্ধন যাতনা, আর কখন দিও না, দিনহীন প্রতি হৈও না, তুমি বৈমুখ।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, মম প্রাণ অবসানে, তোমার শ্রীরাঙ্গাচরণে, এবার রেখ।

রাগিণী জংলা। তাল মধ্যমান।

কি জানি আমি তারিণী তব মহিমা সেই মৃত্যুঞ্জয় কিঞ্চিৎ জানে। জননী ত্রিগুণ তুমি প্রসবিনী, লয়েছেন শিব শরণ শ্রীচরণে।

প্রপন্ন, আমি মা ভক্তি জ্ঞানশূন্য, আছি মত্ত বিষয়-বিষপানে।

চরমে' দ্বিজ নন্দকুমার বলে অধমে, স্থান দিও রাঙ্গাপায় সত্যগুণে।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

সিংহোপরে কে গো চম্পক-বরণী। আ-শ্চর্য্য কামিনী, কি স্বরূপিণী।

পদতলে ভানূদয়, নখরে চন্দ্রোদয়, জ্যোতিঃ জগতময়, লাজে মলিনা সৌদামিনী।

না হেরি সদৃশ অঙ্গ, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিনী।

লাবণ্য অতি প্রখরা, পীনোন্নত-পয়োধরা, বিম্ব ওষ্ঠাধরা, অর্দ্ধ শশাঙ্ক শেখরা, ত্রিনয়নী পূর্ণেন্দু-বদনী।

অশেষ অমূল্য রত্ন অভরণ-মুণ্ডিনী।

কিবা শোভা দশভুজে, নানাবিধ অস্ত্র সাজে, আনন্দে বিরাজে, ঘোরতর রণমাঝে, মা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী।

সর্ব্বাপদ নিবারিণী, নিস্তারিণী আপনি।

দারুণ দানবভারে, উদ্ধারিলে ধরাধরে,

দ্বিজ নন্দকুমারে, কৃতান্তভয়ে এবারে, রক্ষা কর মা দাক্ষায়ণী।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া।

কল্পবৃক্ষ তুমি মা গো এই ভিক্ষা দেও আমায়। অন্তকালে কালী বলে ডাকে যেন রসনায়।

অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ যেন থাকে স্থলে, ভক্তিভাবে কালী বলে, জ্ঞানে যেন প্রাণ যায়।

ভবসিন্ধু পার হব, সম্বল মা কোথা পাব, নামের গুণে তরে যাব, সংশয় নাহিক তায়।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, ইন্দ্রিয় অবশ হলে, মন যেন থাকে ভুলে, তোমার ঐ রাঙ্গাপায়।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

তারিণী তার মা এ অধীনে। দীনহীন জনে, এ তিন ভুবনে, কে আর তারে গো তোমা বিনে।

জানি মা এ দেহে প্রাণ রবে না, যম-যাতনা, প্রাণে সবে না, তুমি কৃপা করি চাহ নয়ন-কোণে।

ষড়মন্ত্রী সদা ভ্রমে সঙ্গেতে, নে যায় কুপথে না দেয় ভজিতে, তবে ভবে শিবে, যা কর নিজগুণে।

শ্রীনন্দকুমার অতি কাতরে, মিনতি কোরে, ডাকে তোমারে, তারে স্থান দিও তব রাঙ্গা-চরণে।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

ভবে শিবে সভয়ে অভয় প্রদান কর এ-বারে। পুনঃ গমনাগমন এ প্রাণী না করে।

আমি মা কাতর অতি, আমার অনন্য-গতি, তাই তারা সাধি তোমারে।

সম্মুখে শমন আছে, অপমান করে পাছে, দিবা নিশি ভাবি অন্তরে।

দুঃখ কর সংবরণ, দিয়ে রাঙ্গা শ্রীচরণ, দীন দ্বিজ নন্দকুমারে।

রাগিণী মল্লার। তাল কাওয়ালী।

কি হেরিলাম কালীদয় সলিলে। প্রত্যক্ষ সিংহলে, অপরূপ কমলে, নবকামিনী কুঞ্জর গিলে।

তড়িত নিন্দিত রূপে কত ত্রিজগত ব্যা-

পিত করে, জগন্মোহিনী নব ভানুজ্যোতিঃ পদতলে।

নখর সুধাকর শোভাকর; ঊরু কুঞ্জরকর, গোমধ্য মধ্য তাঁর, নাভি সুগভীর রম্য-সরোবর, বিচিত্র বিচিত্র-বলী, কুচ কোকনদকলি, লাবণ্যজলে দিব্য শৈবালক রোমাবলী, কর অরবিন্দ প্রফুল্ল বাহু মৃণালে।

নাসিকা তিলফুল, ওষ্ঠাধর বিম্বফল, নয়নত্রি খঞ্জন, ভুরু শরাসন, শরৎ-পূর্ণিমার শশী সাদৃশ আনন, শ্রবণ সুগঠন, চিকুরতি সুচিকণ, রক্তাম্বর অঙ্গে মণিময় আভরণ, এরূপ মনে যেন থাকে নন্দকুমার বলে।

রাগিণী সুরট-মল্লার। তাল কাওয়ালী।

নিরদবরণী কার কামিনী, না জানি। নব-সূর্য্য পদতলে, নির্ম্মল নির্ব্বলশশী কপালে, বিগলিত-কেশী ষোড়শী, দিগবসনী।

অধরে রুধিরধারা, বিহরে সমরে অতি তৎপরা, ললন রসনা, ভীষণা কৃপাণপাণি।

দেখ বামা অপরূপ, সেরূপ হে ভূপ,

নাহিক রূপ, গলে মুণ্ডমালা, চপলা কাল-রূপিণী।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, নিশ্চিত নিভৃত লাজ না করে, না হবে মানবী, দানবী দৈত্য-দলনী।

রাগিণী সুরট-মল্লার। তাল কাওয়ালী।

অপরূপ ভূপ দেখনা। সমরে মগনা, মৃদু-হাসি, মুক্তকেশী, করালবদনা, অনুপমা শ্যামা শবাসনা।

রূপের নাহিক সীমা, চতুর্ভুজ বামা, অসি-ধরা ত্রিলোচনা।

নরমুণ্ড করেতে, কর কটিতে, বহে কত শোণিত সর্ব্ব অঙ্গেতে, সৈন্যগণ অগণন, করিছে নিধন, এ কি অদ্ভুত ভীষণা।

নবঘন কলেবর, ভালে শশধর, চরণে নবভানু শোভে নিরন্তর, রবি শশীর কিরণ, মেঘেতে মলিন, ভ্রমে কিঞ্চিত করে না।

শ্রীনন্দকুমার কয়, মাগ বরাভয়, জীবন পরমধন রক্ষা যায় হয়, নতুবা লইয়া প্রাণ, কর পলায়ন, এ রণে রক্ষা হবে না।

রাগিণী কালাংড়া। তাল ঠুংরি।

যদি তার তরী, তারাসুন্দরী, ভবসিন্ধু বারি, দয়াময়ী নিরন্তর, কম্পিত কলেবর, অঘ-নীর-তরঙ্গ হেরি।

তরিব আশ্রয় করি, তব চরণ তরী, লঘু ভারে হবেনা ভারি।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, তরাতে পাতকীরে, ভবার্ণবে তুমি কাণ্ডারী।

রাগিণী সাহালা। তাল জৎ।

আমি নালিশ বন্দ কালী তোমার দর-বারে। উচিত যা হয় কর যথার্থ বিচারে।

হুজুরে ফইরাদি আমি, দুরাচার মন আসামী, সর্ব্বথা কুপথগামী, পাপে ডুবায় আমারে।

রিপু ছয় মন্ত্রি মিলে, মন আমার বিগড়ে দিলে, অভাগার এ কপালে, মন ভ্রমে অহ-ঙ্কারে।

প্রবৃত্তি আর বুদ্ধি আমার, সাক্ষি আছে মোকদ্দমার, জবানবন্দী দুজনার; লহ আপন গোচরে।

গ্রেপ্তার করিতে তায়, পাঠাও জ্ঞান পিয়া-

দায়, ভক্তি বেড়ি দিয়ে আট্‌কায়, শ্রীচরণ কারাগারে।

দরখাস্ত সমুদয়, লিখে দিলাম রাঙ্গা পায়, ডিক্রী হুকুমে হয়, ভণে নন্দকুমারে।

রাগিণী হংস। তাল মধ্যমান।

দিও মা আমারে শ্রীচরণ, অজপা হল্যে সমাপন। তারিণী পতিত আমি, পতিতপাবনী তুমি, এই পতিতে, হবে তারিতে, করি কৃপা-বলোকন।

রাগিণী সাহানা। তাল যৎ।

বারেক যতনে না ভজিলে শ্যামা শ্রীচরণ। নিতান্ত কৃতান্ত করিবে প্রাণ হরণ।

আয়ু গত হয় যত, জ্ঞান হত হয়ে তত, কুকর্ম্মে হতেছ রত, অবাধ্য অবোধ মন।

রাগিণী যোগীয়া। তাল যৎ।

এই মিনতি তব রাঙ্গা পায়, যেন অন্তে গঙ্গা সলিলে প্রাণ যায়। যতক্ষণ দেহে মম প্রাণ রহে, নারায়ণ জপে এ রসনায়, বন্ধুগণের অবিশ্রাম, শ্রবণে হরির নাম, যেন উচ্চৈঃস্বরে শুনায়।

শ্রীপদ পঙ্কজে মন যেন মজে, মধুলোভী মধুকর প্রায়। মম যুগল নয়ন, ইষ্টদেব দরশন, পায় যেন তোমার কৃপায়।

আমি যে অজ্ঞান, হীন ভক্তি ধ্যান, কলুষে পূর্ণিত মম কায়। শ্রীনন্দকুমারে দিও জ্ঞান এবারে। নিস্তার যাহাতে প্রাণী পায়॥

রাগিণী ইমন। তাল আড়াঠেকা।

বামা রণমাঝে, আনন্দে বিরাজে, হর উরে রঙ্গ সাজে। অপরূপ একামিনী, নবনীল কাদম্বিনী, রূপ হেরি সৌদামিনী, প্রকাশ না হয় লাজে।

নখরে শেখরে ইন্দু, সর্ব্বাঙ্গে রুধির বিন্দু অপার অমিয় সিন্ধু, শ্রীপদপঙ্কজে।

কৃপাণ বামোর্দ্ধ করে, শ্যামা অতি ক্রোধ ভরে, ত্বরিত অর্পণ করে, দনুজ অরুণাঙ্গজে।

এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী, ঈষদ্ধাস্য বদনী, গভীর গরজে।

শ্রীনন্দকুমারে বলে, মন যেন অবহেলে, ঐ চরণ কমলে, দিবা নিশি থাকে মজে।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল মধ্যমান।

শ্রীচরণ দিবে কারে, যে রত্ন তারা
ত্রিলোকে প্রাপ্তি বাঞ্ছা করে ॥
ফণীন্দ্র মুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে, তব পদ
নিরাহারে, ভাবে মা অন্তরে ॥
কত সহস্র সাধক অরণ্য ভিতরে। ও পদ
করয়ে আশা তপস্যার জোরে ॥
দিনহীন দেখে দিতে উচিত আমারে।
শ্রীনন্দকুমার বলে কৃপা অনুসারে ॥

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

কালী তারো মা এইবার, তনয়ে দুর্দ্দশা
ভয়ে এ নহে বিস্তর ভার। অন্নপূর্ণা নাম ধর
জগত পালন কর, অধমে অপাঙ্গে হের হই
দুঃখার্ণবে পার ॥
আমি যে অতি প্রপন্ন, তোমার আশ্রয়
ভিন্ন, না দেখি উপায় অন্য তারিণী আমার।
করেছি যে নিবেদন, দেহ মা চরণধন, করি-
বারে নিবারণ অনিত্য ভব সংসার ॥
কাতরে কর করুণা, পূরাতে মন বাসনা
করোনা মা প্রবঞ্চনা দোহাই তোমার।

চিন্তিত দিবা শর্ব্বরি, স্থির না হইতে পারি, ভরসা শুদ্ধ তোমারি ভণে শ্রীনন্দকুমার ॥

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কাতর হয়োনা করুণা বিতরণে, কালী ভবভীত এই অনুগত-জনে। শরীর প্রপঞ্চময়, মুহূর্ত্তেকে হবে ক্ষয়, বিষম মরণ ভয়, পাই রাত্র দিনে ॥

আমি পতিত প্রপন্ন, কর আরোগ্য অদৈন্য এই বিনতি সম্প্রতি জীবত মানে।

শ্রীনন্দকুমার বলে, অন্তিম সময় হলে, নৈরাশ্ করিতে কালে রেখ শ্রীচরণে ॥

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

শবোপরে কেরে জিনি নবঘন কালো কামিনী রণে বিহরে। বামা ত্রিলোচনা, করালবদনা, তীক্ষ্ণ অসি করে ধরে।

চঞ্চল চপলা যেন, চকিতে পদচলন, করিছে সমরে।

দৈত্য সৈন্য গণ, রণে অগণন, কটাক্ষে বিনাশ করে ॥

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, বলে যুদ্ধে সাধ্য কার, পরাজয় করে।

বিপক্ষ বিরূপ, সপক্ষ স্বরূপ নয়নে, হেরে বামারে॥

রাগিণী বেহাগ। তাল মধ্যমান।

শুন শ্যামাসুন্দরি! সাহায্য করো শেষ কালে বিনতি করি।

বধিবারে জীবন, দুরন্ত শমন, আছে কেশে ধরি।

রাঙ্গা পায়ে নিবেদন, পুনঃ পুনঃ বন্দন, সহিতে না পারি।

নিবারিতে জনম, যেন তব নাম, স্মরণেতে মরি।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, তরাতে এবার আমারে, ভবসিন্ধু-বারি।

দিতে হবে জননী, তোমার দুখানি, শ্রীচরণ তরি।

রাগ বেহাগ। তাল কাওয়ালী।

এত দুর্গতি আমার, কেন শিবে সম্ভবে

বারে বার। পতিতপাবনী, আপনি জননী, পতিতে তারিতে কি ভার।

তুমি মা করুণাসিন্ধু, যদি দান কর বিন্দু, তরি এ সংসার।

ভবে নারায়ণী ভয়নিবারিণী, নিস্তারিণী নাম তোমার।

না করিলে বিমোচন, মম ভব-বন্ধন, দুঃখের অপার।

কে আমার আছে, যাব কার কাছে, কাঁদিছে নন্দকুমার।

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

সহে না দুঃখ আর। জননী গো আমার, কেন বন্ধনে রাখ বার বার।

তারা ভব-সংসারে, জন্ম জননী জঠরে, যম প্রহারণে প্রাণে যন্ত্রণা অপার।

কায়মন-বাক্যে যদি, হয়ে থাকি অপরাধী, হর দুর্গতি দুর্গে দোহাই তোমার।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, তারিণী এ দীনহীনে, দিয়ে শ্রীচরণ মুক্ত কর মা এবার।

রাগিণী স্থহিনী-বাহার। তাল মধ্যমান।

দিও অন্তে মা শ্রীচরণ দুখানি। ভবে আগমন পুনঃ না হবে তারিণী।

এ হতে কি সুখ তবে, যম অধিকার যাবে, পরমার্থ প্রাপ্ত হবে, শিব-সীমন্তিনী।

ক্ষতি কি মা তোমার এতে, মম উপকার যাতে, তোমা বিনে ত্রিজগতে, কে আছে জননী।

স্বর্গ রসাতল ক্ষিতি, তুমি অগতির গতি. শ্রীনন্দকুমার প্রতি, চাহ ত্রিনয়নী।

রাগিণী স্থহিনী-বাহার। তাল মধ্যমান।

কেরে রণে বামা তিমির-বরণী। করিছে দনুজদল নিধন আপনি।

তীক্ষ্ণ অসি করে ধরে, গভীর হুঙ্কার করে, স্থিতি বামা শবোপরে, দিগ্বসনী।

মুখে অট্ট অট্ট হাসি, ত্রিনয়না এলো-কেশী, ভালে দীপ্ত অর্দ্ধ শশী, করালবদনী।

রণমধ্যে কিবা শোভা, তনু জলধর আভা, চরণ উজ্জ্বল প্রভা, দিনকর জিনি।

শ্রীনন্দকুমারে কয়, এ বামা মানবী নয়, হেন অভিপ্রায় হয়, শঙ্কর-গৃহিণী।

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

শিব-সুন্দরী। শুভকারিণী, ত্রিতাপ-হারিণী, নাম নিলে ভবসিন্ধু তরি।

স্বত্ব রজ তম ত্রিগুণধরা, মাহাত্ম্য অসাধ্য বর্ণনা করা, যুক্তি বেদাগমে অগোচরা, সদা-শিব ভাবে হৃদয়ে ধরি।

অনাদ্যা আদ্যা প্রধান শক্তি, তুমি ভিন্ন নরে কে দেয় মুক্তি, যে করে ভক্তি, শিব উক্তি তব পদ পায় জগদীশ্বরী।

শ্রীনন্দকুমার নরাধম অতি, বলে মম সম নাহি অকৃতী, না জানি ভজন সাধন স্তুতি শ্রীচরণ দিও করুণা করি।

রাগিণী মালকোষ-বাহার। তাল একতালা।

শ্যামা-পদপঙ্কজ মকরন্দে মজনা মধুকর মন আমার। মিছে কি রসহীন বিষয় ফুলে মত্ত আছ অনিবার।

কামাদি রিপু জয়, অনিত্য বাসনা ক্ষয়-বিবেক বৈরাগ্যোদয়, করি দুরাচার।

আনন্দে সেই পদ্মে সুধা পিও রে মোক্ষ দিবেন ভব তার।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

কি হবে এ ভবে শিবে কবে নিস্তারিবে এবারে কাতরে কালী তারিতে হইবে।

ভবে করি যাতায়াত, প্রাণ হলো ওষ্ঠাগত, বাঞ্ছা মম মনোগত, কবে পুরাইবে।

সাধকে তারিতে পার, সে নহে বিস্তর ভার, অধমে যদ্যপি তার, গুণ জানি তবে।

শ্রীনন্দকুমার অতি, দুরাচার মূঢ়মতি, ন জানে ভকতি স্তুতি, কেমনে তরিবে।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

শ্যামা চরণে মন আমার মজে রও রে। জনম জরা যমযাতনা এড়াও রে।

পাদপদ্মে সুধা কত, ক্ষরে অপরিমিত, পান করি নিয়ত, রসনা জুড়াও রে।

বিষয় বিষ ভাবনা, ভাব এ কি বিড়ম্বনা, যতনে এত যন্ত্রণা, প্রাণে কেন সও রে।

দুঃখানলে সদা ক্ষণ, হতেছে হিয়া দাহন, সুধাহ্রদে ডুবে মন, সে জ্বালা নিবাও রে।

ঐহিকে পারত্রিকে দেখ, যাহাতে পরম সুখ, অন্তর অশেষ দুখ, তাহে নাহি যাও রে।

শ্রীনন্দকুমার কয়, প্রাণ চিরস্থায়ি নয়, যত দিন দেহে রয়, সচেষ্টিত হও রে।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

দুঃখ এত কি কারণে, দিতেছ ব্রহ্মময়ী এ দীন জনে, কত সহিবে প্রাণে। জগত জননী তুমি তারিণী আমি জানি, তবে কেন বিড়ম্বনা সন্তানে। দুর্গে দীন দয়াময়ী, দয়ার সাগর ত্বয়ি, বিদিত এ তিন ভুবনে।

কিঞ্চিত কটাক্ষ, করিলে মোক্ষ, পাই প্রত্যক্ষ দিনের প্রতি চাহিলে না নয়নে।

স্বত্বগুণ প্রসবিনি, নিত্যানন্দ প্রদায়িনী, দ্বিজ নন্দকুমার ভণে।

আমি শরণাগত, শ্রীপদাশ্রিত, মা নিয়ত সত্বগুণে রেখ রাঙ্গা চরণে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

মহারাজ দেখ না বামা অপরূপ, সমরে বিহরে নগ্না। হর হৃদয়ে অভয়ে জলধর বর্ণা।

মুখে হাসি মুক্তকেশী, ভালে দীপ্ত অর্দ্ধ-শশী, করে অসি করালবদনী সমর সজ্জা কি লজ্জা রুধিরে মগ্না।

সৈন্য সেনাপতি যত, কটাক্ষে করিলেন হত, ঐ পদাশ্রিত হওনা, শ্রীনন্দকুমার কহে সার পুরায় মনস্কামনা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

কাতর কিঙ্করে কর গো করুণা। করুণা-ময়ী নামে কলঙ্ক করো না।

কম্পিত মা কৃতান্ত ভয়ে, সদয়া হইয়ে, অভয় দিয়ে হর গো যন্ত্রণা।

সচ্চিদানন্দ রূপিণী, নিরানন্দ নিবারিণী, নিত্যানন্দে সদানন্দ কুমারের বাসনা।

সাধে কি পরমেশ্বরী, কৃতাঞ্জলি করি, আছে শক্তি দিতে গো প্রার্থনা।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান ঠেকা।

আশ্রয় দিও গো নিরাশ্রয় তনয়ে। সদা-কাল ভয়ে সশঙ্কিত হয়ে।

আয়ু অম্বু অম্বুজদলে, কলুষ অনিলে, নির-ন্তর চঞ্চল অভয়ে।

পরমায়ুর মূল জপা, জাপকে যে সংখ্যে ছাপা, সমাপ্তেকে কবে নন্দকুমারের হয়ে। ভকতবৎসলা তুমি, শরণাগত আমি, অন্তে আমায় রেখ রাঙ্গা পায়ে।

রাগিণী কাললাংড়া। তাল কাওয়ালী।

তার হরসুন্দরী আমায়। তব শ্রীচরণ কৃপায়।

অপারে ভবার্ণবে, তনুর তরণী ডোবে, দিবস রজনী ভেবে, না দেখি উপায়।

রিপু ছয় দাঁড়ি তার, মন যে কর্ণধার, বশ নয় সদা ভয়, যেতে পারাবার; সবে মিলে, ডিঙ্গে ফেলে, অগাধ জলের পাকনায়।
আশারূপ মাস্তুরে, আকিঞ্চন সমুদ্রে, বান্ধিয়ে তুলিয়ে ভরসা পালি উপরে, পাপ বায়ু লেগে তায়, প্রাণির ভরা মারা যায়।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া ঠেকা।

ঘোর সমরে কার রমণী বিহরে, উলঙ্গিনী শবোপরে বাম করে শিরশ্ছিন্ন, তদূর্দ্ধে কৃপাণ তীক্ষ্ণ, দশনে রুধির চিহ্ন, রসনা বাহিরে।

নব ভানুর কিরণ, পদতলে সুশোভন,
দশ সুধাংশু দর্শন, চরণ নখরে।

সুকোমল শ্যাম অঙ্গ, নিন্দিত নীরদ ভৃঙ্গ,
নেত্রখঞ্জন বিহঙ্গ, শশাঙ্ক শেখরে।

স্বভাব চঞ্চল অতি, জিনি মর্ত্ত্য করি গতি,
সতত ব্যথিত ক্ষিতি, শ্রীচরণ ভরে।

দ্বিজ নন্দকুমার কয়, রথরথি গজ হয়,
সকলি করিল লয়, পূরিয়ে উদরে।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

কেমনে পাইব কালি! আমি তব শ্রীচরণ।
যে পদ না পায় ধ্যানে বিধি বিষ্ণু পঞ্চানন।

মনেরে প্রবোধ দিব, যে চরণ সদা শিব,
হৃদে ধরে করে স্তব, তাহে আশা নিষ্কারণ।

বামনে বাসনা করে, করে ধরে নিশাকরে,
আমার জননি! গো তেমন।

বামন মন আমার, সাধ করে নিরন্তর, তব
পদ শশধর, ধরিবার আকিঞ্চন।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, বলে শ্রীপদ তোমার,
নহে প্রাপ্য ত্রিলোকে কখন।

ও পদ ব্রহ্ম পদার্থ, শিবের অতি সম্পত্ত,

আমার কিসে হবে প্রাপ্ত, সে যে অসাধ্য সাধন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

দীনে রক্ষ রক্ষাকালী এই ভিক্ষা চাই গো।
এ ভব সংসারে আমার আর কেউ নাই গো।
আমি যে তব তনয়, ভরসা ও পদদ্বয়,
তুমি না দিলে আশ্রয়, বল কোথায় যাই গো।
যদি না দেহ আশ্রয়, কালে বধিবে নিশ্চয়,
ও নামে কলঙ্ক হয়, ভাবি আমি তাই গো।
আমি ভজন বিহীন, তুমি হও মা কঠিন,
অন্তে যেন শ্রীচরণ, কোন মতে পাই গো।
শ্রীনন্দকুমারে ভণে, প্রাণান্তে নিজ সন্তানে,
সঁপনা যেন শমনে, শিবের দোহাই গো।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

সভয়ে অভয় দান কর গো অভয়া। নিরা-
শ্রয়ে কৃপা করি দেহ পদচ্ছায়া।
ভব ভয়ে হয়ে ভীত, আমি তব শরণাগত,
হয়েছি জনমের মত, তার হরজায়া।
আমি ভজনে বঞ্চিত, করুণা করি কিঞ্চিত,
খণ্ডাতে পাপ সঞ্চিত, হও গো সদয়া।

শ্রীনন্দকুমার বলে, যখন বাঁধিবে কালে,
মহাপ্রাণী যাবে চলে, পড়ে রবে কায়া।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

কালি গো পূরাও মনসাধ, রচিতে বাসনা
করি তব গুণানুবাদ। করেছি সঙ্কল্প মনে,
শুদ্ধ চিত্ত কায় প্রাণে, গাইব মধুর তানে,
তোমার সংবাদ।

তব নাম উচ্চারণে, প্রবর্ত্তিব হৃষ্ট মনে,
বাঞ্ছা করি দিনে দিনে, বাড়িবে আহ্লাদ।
দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, কৃপা করি এ অধীনে,
দিতে হবে নিজ-গুণে, তব আশীর্ব্বাদ।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া ঠেকা।

দৃঢ় ভক্তি দেও আমারে, ভাবি তোমায়
অন্তরে। শ্রদ্ধা ভক্তি বিনে কালী ভজি তো-
মায় কেমন করে।

আমি মূঢ় অকিঞ্চন, না জানি তব সাধন,
কৃপা করি জ্ঞানাঞ্জন, দেহ এই দুরাচারে।
মনের মানস যাহা, তোমাতে বিদিত
তাহা, দয়াময়ী মম স্পৃহা, পূর্ণ কর অকাতরে।

ত্রিলোকের অন্তর্যামী, অবোধের বোধ তুমি, তব তত্ত্বহীন আমি, বলে শ্রীনন্দকুমারে।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

দীন-দয়াময়ি দুর্গে! তার দীন জনে। বন্ধন যাতনা আর সহে না প্রাণে।

তুমি, দিলেও দিতে পার মোক্ষ দক্ষ-নন্দিনি! সঞ্চিত তব শ্রীচরণে।

মা গো, অভাজন অকিঞ্চন আমি দুরাচার, যা কর উমা নিজ-গুণে।

আছে মরণ জনম ভয়ে কম্পিত প্রাণী, সুস্থির কর মা দয়া দানে।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার তব করুণা বিনে, ত্রাণ পাবে ভবে কেমনে।

রাগিণী ইমন কল্যাণ। তাল চৌতাল।

যোগেন্দ্র-বন্দিনী, ত্রিগুণধারিণী, শক্তি মুক্তিরূপিণী, জননী জয়দায়িনী। যোগমাতা জগদ্ধাত্রী, জগদম্বা জগৎকর্ত্রী; তুমি মা গীতে গায়ত্রী, শিবে সঙ্কটে শুভকারিণী।

ত্রিলোক-তারিণী তারা, তত্ত্বময়ী পরাৎ-

পরা, ত্বংহি তন্ত্রে অগোচরা, মহাপ্রলয়ে জল-
শায়িনী।

শ্রীনন্দকুমারে বলে, তব রাঙ্গা পদতলে,
স্থান দিও অন্তকালে, এই বিনতি হরমোহিনি।

রাগিণী হাম্বির। তাল মধ্যমান।

ভরসা কেবল ভবানী, তব শ্রীচরণ দুখানি,
অধমে তারিতে তরণী, এ ভবার্ণবে জননী।

অতি দীনহীন অকিঞ্চন, ভক্তি বিহীন,
নাহি সাধন, তরিবে কেমনে তবে এ প্রাণী।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

আমি কেমনে পাইব কালি তব শ্রীচরণ।
দিবা নিশি হৃদয়ে রেখেছেন ত্রিলোচন।

সে যে মা অতি দুষ্কর, অখিলপতি শঙ্কর,
জেনে মহিমা অপার, করেছেন ধারণ।

পিতা যদি প্রতিবাদী, কেমনে হব বিবাদী,
শঙ্কর সহিত গো এখন।

মাতৃধনে অধিকার, পুত্র বিনে আছে কার,
এ বড় মা অবিচার নিলেন পঞ্চানন।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, কুমার কালি তোমার
রাঙ্গা পায় করে নিবেদন।

একে পুত্র দীনহীন, পিতা মাতা কি কঠিন, এত কৃপণতা কেন, আমায় দিতে ধন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

হের গো পার্ব্বতী নয়নে, এ দীনের প্রতি, দুর্গমে দুঃখনাশিনী, জননী হর মম দুর্গতি।

তরিবে কি সে এ প্রাণী, তারিণী, সম্বল অসঙ্গতি। শ্রীনন্দকুমার অধীনে, চরণে রেখ এই মিনতি।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

তব পাদপদ্মে দিও দুর্গে স্থান। অজপা সমাপ্তে যখন হবে অন্ত প্রাণ।

না দিলে কলঙ্ক হবে, জগতে ঘোষণা রবে, মা বলে আর না ডাকিবে, তোমারি সন্তান।

রবিসুত দূত ভয়ে, আছি গো কম্পিত হয়ে, পাছে মা নিরাশ্রয়ে, করে অপমান।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, বলে উচিত তোমার, করিতে এ তনয়ের, মুক্তি সংস্থাপন।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

এই যে সৃজিলে সৃষ্টি জগতজননী।
এখনি সংহার কেন শঙ্করি! আপনি!
পঞ্চভূত আত্মা যত আছে চরাচর, সকলি
হইবে ধ্বংস রবে না এক প্রাণী।
অনিত্য সংসার মা গো জলবিম্ব প্রায়, এই
আছে আত্ম বন্ধু না দেখি এখনি।
শ্রীনন্দকুমার বলে, কাতর হৃদয়ে রক্ষে কর
তনয়ে মা ব্রহ্মসনাতনি!

রাগিণী বাগেশ্রী বাহার। তাল আড়া ঠেকা।

কি দোষে আমারে দোষী কর মা তারিণী।
ভজিব কি তব পদ ভক্তি নাহি জানি।
করিয়ে সৃজন নর, মায়াতে মোহিত কর,
নিরন্তর মন স্থির নহে গো জননি!
না দিলে পরম জ্ঞান, অজ্ঞানে তনু ধারণ,
ভজন সাধন হীন, পামর এ প্রাণী।
শ্রীনন্দকুমার বলে, জনম গ্রহণ কালে,
যা লিখেছ এ কপালে, জান গো আপনি।

রাগিণী বাগেশ্রী বাহার। তাল আড়া ঠেকা।

কটাক্ষে করুণাময়ী চাও দীনহীনে। কৃপণতা করো না মা কৃপাবিন্দু দানে।

মন যে সর্ব্বথা ভ্রান্ত, কৃতান্ত তাহে দুরন্ত, কেমনে করিব শান্ত, তব দয়া বিনে।

লয়েছি তব শরণ, শ্রীচরণে নিবেদন, অন্তে নিবার গমন, অন্তক ভবনে।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, অভয়া সভয়ে তার, ভবসিন্ধু পার কর, আপন সন্তানে।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

মা আমি কভু না তোমারে সাধিব। কেমন দয়াময়ী নাম দেখিব গুণ জানিব।

নারায়ণী, আপনি, জননী, সভাকার, ভরসা মনে আমার, স্নেহে তরিব।

তোমার সাক্ষাতে যদি, দুঃখ পাই নিরবধি, কি আর করিব অভিমানে, বিমনে রোদনে, চিরকাল ভেবে আপন কপাল, প্রাণে সহিব।

তারিণি! জননীর প্রাণ, সন্তান প্রতি কঠিন,

অতি অসম্ভব, মনে বুঝে সহজে মোক্ষ যে দিতে হয় দ্বিজ নন্দকুমার কয়, এই সম্ভব।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

তারিণী দিতে হবে মোক্ষ আমারে। সাধিব না জননী তোমারে, অন্তে এবার।

নাহি জ্ঞান, সাধন, ভজন, গো আমার, তুমি করো মা নিস্তার, কোন প্রকারে।

দয়াময়ী নাম তব, তব গুণে তরে যাব, এ ভব সাগরে, বিড়ম্বনা, করো না ভাবনা অতিশয়, পাছে নামের নিন্দে হয় জগত সংসারে।

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়া।

দুর্গে দুঃখ কেন এত, জন্মে জন্মে আর কত, মা হয়ে দিবে যন্ত্রণা, এই কি তব উচিত।

তারা জগদীশ্বরী আপনি, জগৎ তারিণী, ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্রী, জগৎজননী, আমি কি জগৎঅতীত।

ভণে দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, সন্তানে তোমার, অভয় শ্রীপাদপদ্মে রেখ মা এবার, প্রার্থনা মম সতত।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

করুণা করিয়ে কালি! কাতর কিঙ্করে তার।
কাল ভয়ে কৃপাময়ি! কিরূপে হব নিস্তার।

করি কৃতাঞ্জলি, কালী মুণ্ডমালী, করিতে কৃতার্থ কালী, কটাক্ষে কলুষ হর।

কাল স্বরূপিণী, কাল নিবারিণী, কালী করালবদনী, কোনরূপে মুক্ত কর।

করি গো বিনতি, কর অবগতি, শ্রীনন্দ-কুমার প্রতি, কৃপাবলোকনে হের।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

ত্রিতাপহরা, তাপিতে তারিতে হবে গো তারা। ত্রিলোকতারিণী তুমি ত্রাণ কর গো ত্রিপুরা।

ত্রাসিত তনয়ে, তার মহামায়ে, তারিতে চরণ তরি, রেখেছ ত্রিগুণধরা।

তপস্যা না জানি, তোমার তারিণী, তব গুণে তৃপ্ত কর, তত্ত্বময়ী পরাৎপরা।

তব পদদ্বয়, ত্রিজগদাশ্রয়, শ্রীনন্দকুমারে দেহ, ত্রিলোচন মনোহরা।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা দাসের দুর্গতি হর।
দয়াময়ী নাম তব দয়াদানে মুক্ত কর।
দুঃখে নিরন্তর দহে কলেবর, দীনহীন
দেখে দুর্গে এ দীনের দুঃখ সম্বর।
দোষেতে পূর্ণিত, দেহ অবিরত, দুরিত
দলনী, দশভুজা দুরিত নিবার।
দুরাশা দুর্ম্মতি, দুর্ভাগ্য দুষ্কৃতি, দূর কর
দাক্ষায়ণি! ভণে শ্রীনন্দকুমার।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

বঞ্চিত করে না কালি! সঞ্চিত আশায়।
ভবে প্রাণ ধারণ তোমারি ভরসায়।
যদি কর প্রবঞ্চনা, নামে মহিমা রবে না,
কলঙ্ক ধুলে যাবে না, কাতরে কহি তোমায়।
সে আশায় নিরাশ হলে, ভাসিব নয়ন-
জলে, চিরকাল দুঃখানলে, দাহন হইবে কায়।
শ্রীনন্দকুমার কয়, যাহে মান রক্ষা হয়,
করিতে হবে নিশ্চয়, নিবেদন রাঙ্গাপায়।

রাগিণী ধনশ্রী। তাল একতালা।

মা তব চরণে কি পদার্থ আছে না জানি।

ত্রৈলোক্যতারিণী। তাজে বৈভব, সদাশিব, ধরেন হৃদয়ে আপনি।

অন্তরে ধ্যান, মুনিগণ, করেন দিবস রজনী।

নন্দকুমারে, কৃপা করে, দিও মা শ্রীপদ দুখানি।

রাগিণী ধনশ্রী। তাল একতালা।

সাধন বিনে কি স্থান দিবে না শ্রীচরণে, শ্যামা মা সন্তানে।

অকৃতি পুত্রের, অধিকার, থাকে না কি মাতৃধনে।

নিজাপত্য সবে, সমভাবে, দেখে জননী নয়নে।

তব এ অবিচার, নন্দকুমার, কবে শিব-সন্নিধানে।

রাগিণী পূরিয়া। তাল একতালা।

নিস্তার তারিণি!। পড়েছি ভবার্ণবে সাঁতার না জানি।

জননী অতি প্রবল, দুরিত সলিল, ক্রমে উঠিল, নাসিকা জিনি।

তরঙ্গে ত্রাসিতে ত্রাহি, দয়াময়ি! ত্বং হি, ত্রিলোক ত্রাণকারিণী।

ভবসিন্ধু তরিবারে, শ্রীনন্দকুমারে, দাও চরণ-তরণী।

রাগিণী টোড়ি। তাল আড়া।

নারায়ণী, নিস্তারিণী। ত্রিলোকে দয়াময়ী তার এ তাপিত-প্রাণী।

তুমি বিশ্ব-জননী, সৃষ্টি প্রসবিনী, স্থিতি-লয়কারিণী, অসুরে বিনাশিনী, প্রপন্নজন-পালিনী।

আমি দীনহীন জ্ঞান, ভজন সাধন ধ্যান, কভু নাহি জানি।

হে শিবসীমন্তিনি! ভরসা আছ আপনি। দ্বিজ নন্দকুমার কয়, নিবারিতে ভবভয়, জীব-নাবসানে, স্থান দিও শ্রীচরণে, তবে সত্ব-গুণ জানি।

রাগিণী মূলতান। তাল কাওয়ালী।

জপ দুর্গানাম রসনায়, মন আমার দিন বয়ে যায়।

দুরন্ত কৃতান্ত, করিবে প্রাণান্ত, কর শান্ত ত্বরায়।

যে নাম-প্রতাপে, যম ভয়ে কাঁপে, এড়াবে যন্ত্রণায়।

শ্রীনন্দকুমারে, বলে বারে বারে, ভাব-মারে উপায়।

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া।

কি দোষ আমার, তারা মন যে মত্ত-কুঞ্জর, ভ্রমে পাপ-কাননে। চঞ্চল স্বভাব তার নিষেধ না মানে।

ভজিব বাসনা করি, প্রতিবাদী মন-করী, অন্য অন্বেষণে।

অস্থির মন বারণ, কিসে করি নিবারণ জ্ঞানাঙ্কুশ বিনে।

অজ্ঞান অধরা তায়, ভ্রমে যে দিকে চা-লায়, ধায় সেই স্থানে।

সতত অহিতকারি, বশ না করিতে পারি, বিবিধ যতনে।

শ্রীনন্দকুমারে কহে, ভক্তিরজ্জু দেহ তাহে, বন্ধন কারণে।

রাগিণী মুলতান। তাল একতালা।

ভবভয় নিবারিণী, সভয়ের ভয় ভাব ভব ভাবিনী। ভক্তি ভজন না জানি, ভরসা আপনি, এ ভবে গো ভবানি!

তারিতে হবে গো তারা, পাপ তাপ হরা, ত্রিভুবনতারিণী।

শ্রীনন্দকুমার বলে, দিও অন্তকালে, শ্রীচরণ দুখানি।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

ভবার্ণবে ভবানী। মার চরণনলিনী তরিতে তরণি। শ্রীদুর্গা জয় দুর্গা বলিয়ে, পদতরি দৃঢ় করি কর রে আশ্রয়, যতনে অপারে পার করিবেন আপনি।

পদতরি উত্তম, তরাতে নরাধম, ধারণ করেছেন নাম তারিণী।

শ্রীনন্দকুমার বলে, অভয় পদযুগলে, সদা মন সংযোগ করিলে, বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত দেন জগতজননী।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

তোমা বিনে কে তারে মা অকুল প্রা-

থারে ভবসাগরে, তারিণী তার গো কিঙ্করে কৃপা করে।

—জনম জরা যমভয়ে, অসহ্য যাতনা ভেবে, ডাকি মা তোমারে।

ভজন জ্ঞান হীন, আমি ভক্তি বিহীন, অধম অধীন জন সংসারে।

গতি হীনে তুমি গতি, আগম নিগমে শ্রুতি, কৃপাদৃষ্টে হের গো মাম্ প্রতি, শ্রীনন্দ-কুমার স্তুতি, করে মা কাতরে।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

ভাব মন ভবানী! ভবভাবিনী, ভবভয় বা-রিণী। ভজিলে ভবানীপদ, দুর্লভ কৈবল্য পদ, সম্ভ্রমে যাচেন শূলপাণি।

ভবের ভরসা ভব, ভাব্য সে পদার্থে শিব, শব রূপে লোটান ধরণী।

স্ফুট মুকুট নিশ্চিত, তায় বাসব অচ্যুত, অমর প্রভৃতি পদ্মযোনি।

অপারকূল পাথারে, অনায়াসে কেবা তারে, বিনে দিব্য জ্ঞানতরণী।

দ্বিজ নন্দকুমার কয়, করিবারে জ্ঞানোদয়, উপায় সেই চৈতন্যরূপিণী।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

তার তরি তারিণি! মা দিয়ে শ্রীচরণ কমল তরণী। দুর্গা নাম অনুপম কর্ণ তার মম মন, ভবার্ণবে হয়ে কর্ণধার, করুণা সমীরে তরি চলিবে আপনি।

পদে নিবেদন করি, গুরু চরণতরি, পাপে যদ্যপি ভারি, এ প্রাণী।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, তুমি গণ্য সত্য গুণে, সেই গুণ তারণ কারণে, পাপে এত ভয় কি মা পাপনিবারিণি!

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

দিয়ে শ্রীচরণ ধন ঘুচাও কালি দৈন্যদশা। পরমার্থ প্রাপ্তে হবে নিবৃত্তি ধন পিপাসা।

দেবের দুর্লভ ধন, তব রাঙ্গা শ্রীচরণ, পেলে সে অমূল্য রতন, কেন তবে ভবে আসা।

সামান্য ধনোপার্জ্জন, আকিঞ্চনে মগ্ন মন, তাহে কালি! না যায় দুর্দ্দশা।

আনিলে কিঞ্চিত ধন, তাহে নিজ পরিজন,
করি ভরণ পোষণ, পুনর্ব্বার ধন আশা।
আমি ভজন-বঞ্চিত, করুণা কর কিঞ্চিত,
আমি মা গো! দুর্ম্মতি দুরাশা।
সাধন থাকিত যদি, তবে কি তোমারে
সাধি, চরণ পরম-নিধি,—করি ভিক্ষার ভরসা।

রাগিণী ইমন। তাল কাওয়ালী।

হের গো কমলা এ অধীনে, তব কৃপাব-
লোকনে, মিনতি করি রাঙ্গা চরণে। অশেষ
দুঃখানলে দহে কলেবর, দুঃখ-দারিদ্র্যনাশিনি।
দুর্গতি সম্বর, মানস পূর্ণ কর, হইয়া জননী অব-
তীর্ণ ভবনে।
তুমি ত্রৈলোক্য জননী, ধন ধান্য প্রদায়িনী,
প্রপন্ন প্রতিপালিনী, এ তিন ভুবনে।
ভজন-হীন, আমি অতি অকিঞ্চন, নইলে
গো অসম্মান, বল এত কেন, লয়েছি তব শরণ,
যা কর মা লক্ষ্মি! দুঃখী প্রতি নিজগুণে।
জগতে হইলে বৃষ্টি, শস্যবতী হয় সৃষ্টি,
তেমতি তোমার দৃষ্টি, ধন হীন জনে।
ভাগ্যের সীমা পরিশেষ নাহি হয়, কুহ

নিশিতে যেন পুর্ণচন্দ্রোদয়, দীপ্ত জগতময় দৈন্যকে কর অদৈন্য নন্দকুমার ভণে।

রাগিণী কেদারা। তাল আড়া।

জগত তারিণী, জগত অন্তর্গত এ প্রাণী, তোমা বই কে তারে জননি!। তরালে অনেক, এ দীনে বারেক, ভ্রূভঙ্গে অপাঙ্গে এ দেখ, করুণানিধান আপনি।

জগতের ব্যক্তি, সবে পাবে মুক্তি, আছে সদা শিবের উক্তি, দুর্গা নামের গুণে। এই জানি শ্রীনন্দকুমার, পামর কিঙ্কর, দুস্তর তরঙ্গে প্রার্থয়ে তব শ্রীচরণতরণী।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

কালী নামের, মহিমা কে জানে। শিব সদা মত্ত কালী নামামৃত পানে।

আগম নিগম আদি, নির্ঘণ্ট করিয়া বিধি, বিষ্ণু আছেন নিরবধি, সে অনুসন্ধানে॥

পতিত অধম নরে, যদি কালী-নাম করে, হর মোক্ষ যাচে তারে, শরীর পতনে।

পান করিয়ে গরল, শিব বলে প্রাণ গেল, কালী নামে রক্ষা হলো, শ্রীনন্দকুমার ভণে॥

রাগিণী দরবারি টড়ি। তাল কাওয়ালী।

অপরূপ মহারাজ, শবোপরে কৃপাণ করে, বামা রণে করিতেছে বিরাজ। তনু নীল কাদম্বিনী, পদ ফুল্লনলিনী, ইন্দু সদৃশাননা উদয় রণ সমাজ॥

শবযুগ্ম কর্ণে দোলে, নর মুণ্ড মালা গলে, করে এক দেখ কিবা সাজ।

কুন্দকলিকা দশনা, লহ লহ রসনা, সংহার রূপিণী রণে রক্ষা কে করে আজ ভীষণা নবযৌবনা, রুধিরে মগনা নাহি লাজ।

নিমেষে দনুজগণ, করিতেছে নিধন, শ্রীনন্দকুমার বলে অন্যের অসাধ্য কাজ॥

রাগিণী দরবারী টড়ি। তাল কাওয়ালী।

করো এই উপকার, অন্তে কালীনাম, অবিশ্রাম জপে জেন রসনা আমার। মরণ জনম ভয়ে অতি কাতর হয়ে, হয়েচি দয়াময়ি! শরণাগত তোমার॥

অধীন অধম জনে, কিঞ্চিত নয়ন কোণে, চাহ গো জননী একবার, ভব সংসার বন্ধন,

যেন না হয় পুন, শ্রীচরণে নিবেদন, করে শ্রীনন্দকুমার ॥

রাগিণী দরবারী টড়ি। তাল কাওয়ালী।

এ কেমন রমণী, রণসাজে রণমাঝে শঙ্কর-উর-বিহারিণী। অতি বিস্তার বদনী, কি বিকট দশনা, নগ্না রুধিরে মগ্না, লজ্জা পরিহারিণী।

পূর্ব্ব সুবর্ণ বরণী, এবে নীল নিতম্বিনী, রণাভিলাষিণী, সুরূপিণী।

স্থির যৌবনা ষোড়শী, মুখে ঈষৎ হাসি, উন্মত্তা এলোকেশী, তীক্ষ্ণ অসিধারিণী।

গর্জ্জন গভীর ঘন, অগণন সৈন্যগণ, নাশে বামা কালস্বরূপিনী।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, বামার পদভরে, পাছেগো পাতালপুরে হয় ধরণী।

রাগিণী গৌর সারং। তাল কাওয়ালী।

হরপ্রিয়ে, অসময়ে, এ তনয়ে রাঙ্গাপায়ে রেখ মহামায়ে! এ বড় যন্ত্রণা জননী এ প্রাণ আমার বারে বারে যায় যমালয়ে।

নিরাশ করো না আমারে এবারে তারিতে তারিণি! অরুণাঙ্গজ ভয়ে।

শ্রীনন্দকুমারে, কহিছে কাতরে, অভয়া আশ্রয় দিও গো নিরাশ্রয়ে।

রাগ ভৈরবী। তাল আড়া।

আজি কি বিজয়া, কৈলাশ ভুবনে যাবেন প্রাণ তনয়া! সবে তিন দিন, উমার আগমন, এ কেমন জায়া। মা নাহিক সন্তান আর সবে মাত্র ঐ, সে ধন বিহনে প্রাণে কিসে বেঁচে রই, পাষাণ নন্দিনী, কঠিনা আপনি, নাহি দয়া মায়া।

কি রূপে বলো না আমি দুঃখ নিবারি, নয়নেতে ঝর ঝর ঝরিছে বারি, আমারে বধিতে, এসেছেন লইতে, হর হরজায়া।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে মেনকা রাণী, ব্যাকুল অন্তরে কহে কভু না জানি, অনল সমান, দহিবে যে প্রাণ, সহিত এ কায়া।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

দেখ ঐ হর উরোপরে অপরূপ বামা নৃত্য করে নিরন্তর। দৃশ্যে অতি ভয়ঙ্করী, লজ্জাহীনা দিগম্বরী, তীক্ষ্ণ অসি করে ধরি, করিছে সমর।

ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, রুধিরে মগনা রঙ্গে, শোণিত নীরদ অঙ্গে, বহিছে বিস্তর।

রণে করি পরিশ্রম, তিলেক নাহি বিশ্রাম হেরি শ্যামার পরাক্রম, বিস্ময় শঙ্কর।

আঁখি জুড়ায় হেরিলে, শ্রীপাদ পদ্মো-পর তলে, দীপ্ত আছে প্রতিদলে, সূর্য্য শশধর।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, ভক্তি ভাবে কালী বলে, বর মাগ ভিক্ষা ছলে, অক্ষয় অমর॥

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

শ্যামা মার দেখ পদদ্বয়, ঘনসহ চন্দ্র সূর্য্য একত্র উদয়। নীরধর কুলেবর, নখে দীপ্ত শশধর, পদতলে দিবাকর, আছে জ্যোতি-র্ম্ময়॥

জগতে হইলে নিশি, গগনে দর্শন শশী, উদয় অরুণ আসি, প্রভাত সময়।

আকাশে উঠিলে ঘন, অন্ধকারে আচ্ছা-দন, রবি শশির কিরণ, প্রকাশ না হয়॥

শ্যামা মার শ্রীচরণে, সর্ব্বসমান কিরণে, বিরাজিত নিশি দিনে, সামান্য ত নয়।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, পরমানন্দিত মনে অপরূপ দরশনে, জীবন অক্ষয় ॥

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

কালী নাম কালে ভুল না মন রে! বিষয়ে মত্ত হয়ে থেক না। ভাই বন্ধু পুত্র জায়া, সকল কেবলি মায়া, সম্বন্ধ যাবত কায়া, জেনে জান না ॥

অনিত্যকে নিত্যজ্ঞান, করিতেছ অকারণ, নিশ্চিত এ দেহে প্রাণ, চির রবে না।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, সুযুক্তি মন এক্ষণে, শ্যামা নাম তীক্ষ্ণ বাণে, কালে কাট না।

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়া।

একি অপরূপ বামা, দেখ ভূপ! অনুপমা। রণ মাঝে রণ সাজে, ত্রিভুবন বিজয়ী শ্যামা ॥

বামা নব নীল নীরধর, জিনি কলেবর, নখরে সুধাংশু পদতলে দিবাকর, রূপের নাহিক সীমা।

বামা মানুষ না জ্ঞান হয়, গেলে গজ হয়, অসি ধরি নর ছেদ করে সমুদয়, সমরে না করে ক্ষমা ॥

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার কয়, নহ পদাশ্রয়, এ যে অন্যে সামান্যে অমান্যে নারী ন্য়য়, ত্রিলোচন মনোরমা ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

অন্ত কালে শমনেরে সোঁপনা কালি! আমারে। তব শরণাগত জনে ফেল না মা যেন ফেরে ॥

যদি তারা মনে কর, চতুর্ব্বর্গ দিতে পার, কৃপাবলোকনে হের, চলে যাব ডঙ্কা মেরে।

এই ভয় সদা মনে, পাছে মা মরি অজ্ঞানে, নিবেদন শ্রীচরণে, জ্ঞানে মরি গঙ্গা নীরে।

তব নামানুকীর্ত্তন, করি যেন প্রতিক্ষণ, বিমুখ হবে শমন, ভণে শ্রীনন্দকুমারে ॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়াঠেকা।

যদি কালি! কৃপা করে, অভয় চরণ দেও-গো শিরে। তবে মা ভবসংসারে, ভয় আর বল কারে।

শুনেছি বেদে লিখন, তব রাঙ্গা শ্রীচরণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু পঞ্চানন, দিবা নিশি ধ্যান করে।

যুগল পদারবিন্দ, উদয় অরুণ ইন্দু, পর-
শিলে ভবসিন্ধু, অনায়াসে যাব তরে।

—তব পদাম্বুজ স্পর্শে, অবশ্যই ফল দর্শে,
অতুল্য কৈবল্য অর্শে, ভণে শ্রীনন্দকুমারে।

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

নৃপ! শ্যামা ত সামান্য মেয়ে নয়। কোটি
কোটি যোদ্ধা কটাক্ষে করেন পরাজয়, রণে
রক্ষে কি রূপে হয়।

দিগম্বরী অসি ধরি ভয়ঙ্করী বেশেতে,
শবোপর নিরন্তর নরকর কটিতে, মার মার
শব্দ করে সর্ব্বদা অকুতোভয়।

যত দিতি সুতগণ, করে অস্ত্র বরিষণ, গ্রাসে
বামা ঘন ঘন, অদ্ভুত অতিশয়।

মাতঙ্গ তুরঙ্গারূঢ় রথস্থ আর পদাতি,
সংখ্যা নাহি হয় সৈন্য সামন্ত সেনাপতি,
সংগ্রামে স্বহস্তে শীঘ্র সংহারিছে সমুদয়।

মম মনে এই বোধ, সংবরণ করি ক্রোধ,
নিবারিলে এ বিরোধ, হয় সব শ্রেয়।

এই ক্ষণে শ্রীচরণে লহ যদি স্মরণ, ঐহিকে

পাইবে ত্রাণ পারত্রিকে নির্ব্বাণ, বিলম্ব না সয় দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার কয়।

রাগিণী ইমন্। তাল কাওয়ালী।

কিরূপ তব জগন্মোহিনী, কনক চম্পক-বরণি। কর-প্রফুল্ল-নলিনী, চরণ অরুণ বদন-শশী নারায়ণি।

মৃগেন্দ্র মধ্য নিন্দি মধ্য দেশ, চাঁচর কেশ, রূপ শেব, কি সুবেশ, কুন্দ কুসুম দশনি।

অশ্রুত অদ্ভুত সৌন্দর্য্য তোমার, যে প্রকার, সাধ্য কার, বর্ণিবার, সতত মোহিত শূলপাণি।

রাগিণী বেহাগ। তাল মধ্যমান।

অবধান অভয়া, নিবেদন নিদানকালে হৈও গো সদয়া। শিবে শমন দায়ে, এই নিরাশ্রয়ে, দিও পদ ছায়া।

সাধন হীন দুর্ব্বলে, বঞ্চনা করো না ছলে, ও গো মহামায়া। ও চরণে অর্পণ, করেছি আপন, প্রাণ মন কায়া।

রাগিণী জংলা। তাল মধ্যমান।

এই কর শ্যামা সুন্দরী যেন অন্তে জপি অবিশ্রাম কালীনাম তুণ্ডে। মনে ভয় অভয়া আমার সতত হয় পাছে প্রাণি প্রহারে যম দণ্ডে।

পাপিতে এত পাপ না পারে করিতে, কালী নামে যত পাপ তারা খণ্ডে।

রাগিণী ছায়ানট। তাল তেয়ট।

মা দেহি মে আশ্রয়, আমি দুর্গে দীন তনয়, সঁপেছি ও পদে প্রাণ মন কায়। ক্রমেতে হতেছে কত পাপ চঞ্চয়, যমভয়ে মম কম্পিত হৃদয়।

অকিঞ্চনে যদি মা তব দয়া হয়, পেতে পারি মোক্ষ নাহিক সংশয়।

দ্বিজ নন্দকুমার কাতর অতিশয়, দিতে হবে তারে চরণ নিশ্চয়।

রাগিণী ছায়ানট। তাল তেয়ট।

মা সঙ্কটে শঙ্করী, আছে প্রাণী দিবা শর্ব্বরী, সেবকে সংপ্রতি তার কৃপা করি। আমি

শরণাগত তব শিবসুন্দরী, বন্ধন যাতনা সহিতে না পারি।

অনন্য উপায় এ ভবার্ণবে হেরি, তারণ কারণ শ্রীচরণ তরি।

দ্বিজ নন্দকুমার,কুমার মা তোমারি আশ্রয় দেহ গো অবহেলে ত্বরি।

রাগিণী অহং। তাল কাওয়ালী।

আপনি জগত জননী, জগৎ অতীত নহে এ প্রাণী। মা হয়ে অধিক নিগ্রহ করো না সন্তান প্রতি বিনতি নারায়ণি।

পুত্র আমি, সদা কুপথগামী, ভরসা তুমি, আছ পতিতপাবনী।

কুপুত্র হয়, কুমাতা কভু নয়, মুক্ত আমায়, কর অধমে তারিণী।

অতি অশান্ত নন্দকুমার, দুরাচার, স্নেহে এবার, দিও চরণ দুখানি।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

ভব বন্ধন যাতনা সহে না তারিণী। কৃপা করি দাসে মুক্ত কর গো জননী।

কায়া বদ্ধ জগদম্বা বিষয় ফাঁদেতে, মন যে সর্ব্বদা বাঁধা ধাঁধা রজ্জুতে, অধর্ম্ম প্রযুক্ত কর্ম্ম সূত্রে বদ্ধ প্রাণী।

সাধন বিনে বন্ধন না হয় মোচন, ষড়রিপু প্রতিবাদী তায় ভ্রান্ত মন, কেমনে তরিব তবে ভবে নারায়ণী।

ভজিতে অশক্ত দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার, অসীম মহিমা দুর্গে আছে মা তোমার, নিজ গুণে দীন হীনে তার মা আপনি।

রাগিণী শরফরদা। তাল কাওয়ালী।

পাষাণনন্দিনি দুর্গে! দুঃখনিবারিণী। আপনি শিবানী হয়ে গো জননী বন্ধনে রেখনা এ প্রাণী।

তব মহিমা সাগর, অপার, বেদে অগোচর, করুণা কর গো নারায়ণি!

আমি তব অনুগত, তাপিত, পদাশ্রিত, স্নুত অপাঙ্গে হের গো ত্রিনয়নী।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমারে, এবারে, এ ভব সাগরে, তারিতে হবে গো তারিণী।

রাগিণী আলাইয়া। তাল কাওয়ালী।

অনুগত জনে গো আনন্দময়ি! রেখ মা রাঙ্গা চরণে। শিবের দোহাই সঁপোনা শমনে।
কলুষে কায়া পূর্ণিত, হতেছে মা কাল গত, কাল আগত অননাগতি তারা তোমা বিনে।
করেছি দেহ ধারণ, নিশ্চয় হবে পতন, এই অকিঞ্চন, যেন না থাকে ভববন্ধনে।
তুমি ত্রৈলোক্যতারিণী, শঙ্কটে ত্রাণকারিণী, চাহ জননী, শ্রীনন্দকুমার প্রতি নয়নে।

রাগিণী খট। তাল আড়া।

কালী কালী বলে আমি কালে জয় হবো। না রাখে কেমন কালী এইবারে দেখিব।
কালীকে করি শরণ, করিব খড়্গ ধারণ, হারি কি জিনি শমন, তখন বুঝিব।
জিনিতে অরি সমরে, কালী নাম অস্ত্র ধরে, দুরন্ত কৃতান্তোপরে, প্রহার করিব।
যম ভয়ে পলাইবে, নিকটস্থ নাহি হবে, অকন্টকে প্রাণ রবে, কালীগুণ গাইব।

রাগিণী খট। তাল আড়া।

কেন গো করুণাময়ি! হয়েছ বিমুখ। নিরন্তর অতিশয় পাই তাই দুঃখ।

সতত উদ্বিগ্ন চিত্ত, তিলেক নাই নিবর্ত্ত, বরং বৃদ্ধি নিত্য নিত্য, কি দুর্গতি দেখ।

তুমি ত্রিতাপহারিণী, শঙ্কটে ত্রাণকারিণী, নিজ তনয়ে তারিণী বঞ্চনা এতেক।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, পতিত প্রপন্ন জনে, কিঞ্চিৎ নয়ন কোণে চাহ মা বারেক।

রাগ মল্লার। তাল আড়া।

শ্যামাপদ পঙ্কজে মন ভ্রমরা দিবানিশি রহ মজে। দেখ প্রাকৃত কমল প্রভাতে হয় প্রফুল্ল অলি দিবসে বিরাজে।

মধু লোভি মধুব্রত, মধু পানে সদা রত, অনিত্যঅম্বুজে। কমল সুকায় ক্রমে, মধু অন্বেষণে ভ্রমে, নানা নলিনীসমাজে।

শ্যামা পদ কোকনদ, সুধাপানে কর সাধ, কি কায অন্য কাযে।

শ্রীনন্দকুমার কয়, সতত প্রফুল্ল হয়, মধু ভরা সে পদ্ম যে।

রাগ মল্লার। তাল মধ্যমান।

কি হবে গতি অন্তে তারিণী আমার। জনমে গো একবার, না করিলাম সাধন জননি! তোমার।

ভেবেছিলাম ভবরাণী ভজিব ভবে, কে জানে ভ্রমণে ভ্রম আমার হবে, ফলাফল কপালে লিপি বিধাতার।

দিন গেল দয়াময়ী কি করি উপায়, সময়ে শমন শত্রু ধরিবে আমায়, যদ্যপি আপনি না কর প্রতিকার।

শ্রীনন্দকুমার তব পুত্র দুরাচার, শ্রীচরণে শরণাগত হয়েছে তোমার, তুমি না তারিলে মা কে তারিবে আর॥

রাগ ভৈরব। তাল আড়া।

তার মা তারিণী ভব ভয়ে অতি ভীত আছে গো এ প্রাণী। ভজন সাধন বিহীন এজন ভরসা আপনি।

এ ভব জলধি একে অকুলপাথার, সম্বল নাহিক তাহে কি সে হব পার, তারিতে তরণি শ্রীচরণ দুখানি, রেখেছ জননী।

দ্বিজ নন্দকুমার দাসানুদাস, এই ভিক্ষা চাহে পূর্ণ কর অভিলাষ, দেখে দীনহীন, এ-ভববন্ধন হর হররাণী।

রাগিণী ভৈরব। তাল আড়া।

রণ করে বামা এলোকেশী বিবসনা নব-ঘন শ্যামা। হর উরুপরে, বিহরে ভিতরে রূপে নিরুপমা।

কম্পিত ধরণী বামার চরণ ভরে, নয়ন নিমিষে বহু সৈন্য সংহারে, গজ অশ্ব রথ, গ্রাসিতেছে কত, নাহি হয় সীমা।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে শুন মহারাজ, এ বামার সঙ্গে তব যুদ্ধে নাহি কায, যদি চাহ হিত, হও শরণাগত, তবে পাবে ক্ষমা।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল একতালা।

সাধে সাধি তোমায়, তারিণী তরিবার না

দেখি উপায়। তোমা বিনে নিরাশ্রয়ে, আর কে অসময়ে, মুক্ত করে শমনের দায়।

কেমনে হইব পার, ভবসিন্ধু অপার, ঢেউ দেখে ভয়ে প্রাণ যায়।

শ্রীনন্দকুমার বলে, প্যাব অবহেলে, তরিতে শ্রীচরণ কৃপায়।

রাগিণী বেলোয়ার। তাল একতালা।

কে রে রণ করে বামা, অসিকরা, ভয়ঙ্করা বিহরে হর উরে। অষ্টকলা শশী ভালে, চঞ্চলা জিনি চপলা, গলে মুণ্ডমালা, প্রবলা উজ্জ্বলা শ্যামা গলিত চিকুরে।

ত্রিলোচনা, মা করালবদনা, লোলরসনা, বিকটদশনা, রুধিরে মগনা, নিরখি অঙ্গ শিহরে।

দিগম্বরী, কি রূপ মাধুরী, শিবসুন্দরী, মনে সাধ করি, ঐ রূপ হেরি, বলে শ্রীনন্দকুমারে॥

হরিবিষয়।

রাগ ভৈরব। তাল আড়া।

দিন দয়াময়, এ দীনের দুঃখ সম্বর, দিয়ে পদাশ্রয়। দুঃখ হুতাশন, করিতে নির্ব্বাণ, অনন্য উপায়।

অখিল আশ্রয় তুমি শ্রীমধুসূদন, বিপদ সাগরে কর বিপত্তি ভঞ্জন, তুমি হে কাণ্ডারি তরি বারে তরি, আছে পদ দ্বয়।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার করে নিবেদন, কৃতান্ত বধিতে প্রাণ আসিবে যখন, রাখিতে সম্মান, আশ্রয়ের স্থান, পদ তলে দিয়।

রাগ ভৈরব। তাল আড্ডা।

পূরাও অভিলাষ, হৃদয় রবিমণ্ডলে কর হরিবাস। ত্রিতাপ তপন, করিছে দাহন, হর মম ক্লেশ।

যিনি প্রজ্বলিতানল অরুণ কিরণ, তোমার উদয়ে সব হবে নিবারণ, নব জলধর, তব কলেবর, অন্তরে প্রকাশ।

ঘন আচ্ছাদিত ভানু না হবে প্রবল, শ্রী নন্দকুমারের হৃদয় হইবে শীতল, তাপে বিমোচন, হইবে তখন, তব দ্বিজ দাস।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

হরি দয়া কর দীনহীন জনে; তপ জপ নাহি প্রাণ ধারণে। অকুল পাথার ভবসিন্ধু হেরি, ভাবি তাই কিরূপে তরি, দাও চরণ তরণি আছে তারণ কারণে।

তরালে অনেক পাপি, পুরাণে প্রমাণ লিপি, এ দীনে তার যদ্যপি, আপন গুণে। ভবে এড়াই কৃষ্ণ বারে বারে, গমন শমন ভবনে।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

চিন্তয় নারায়ণ, নর তারণ কারণ ভবভয় বারণ। অভয় চরণ নলিনী তরণী, ভবসিন্ধু দুষ্পার নীরে, শ্রীগুরু কাণ্ডারি দণ্ডি গুণি সুরগণ।

বিষয় বাসনা, অনিত্য ভাবনা, মন কেন কর না সম্বরণ।

শ্রীনন্দকুমার কয়, কাম আদি রিপু ছয়, নারায়ণ গুণ গানে করি জয়, আপন স্ববসে রক্ষা কর সর্ব্ব ক্ষণ।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

দাসোহং নিরাশ্রয়, বিতর হে আমায়, দয়াময়, পদাশ্রয়। তপন তনুজ ভয়ে, কম্পিত মম হিয়ে, সংহর শ্রীহরি হয়ে সদয়।

জীব তারণ কারণ, করেছ নাম ধারণ, রাম নারায়ণ ব্রহ্ম অভয়।

বিপদ সাগরে হরি, তব শ্রীপদতরি, দীন দ্বিজ শ্রীনন্দকুমার কয়।

রাগিণী কেদারা। তাল আড়া।

হংস জপান্তে, এপ্রাণ পীড়ন নিধন করিবে দুরন্ত কৃতান্তে। সময় গমন, করিলে কখন হবে না সাধন, এখন ভজ রে মূঢ় হর একান্তে।

বিষয় ভাবনা, অপার কামনা, গতানুশোচনা করো না, সাধনা ভুল না মন ভ্রান্তে।

শ্রীনন্দকুমারে, কৃতাঞ্জলি করে, তরিতে সংসার সাগরে মজরে হরি পদ প্রান্তে।

রাগিণী গৌড়ির সারং। তাল কাওয়ালী।

তব চরণ অপ্রাপ্য ধন আকিঞ্চন নিষ্কারণ শ্রীমধুসূদন। কঠিন সাধনে শরীর পতনে যতনে অসাধ্য করিতে উপার্জ্জন।

বিরিঞ্চি বঞ্চিত, নিশ্চিত অচ্যুত, সে তত্ত্ব অজ্ঞাত, সতত করে ধ্যান।

শ্রীনন্দকুমার, অধমে অন্তিমে, দুর্গমে পদছায়া, দিয়ো নারায়ণ।

রাগিণী রামকেলী। তাল একতালা।

শুন হে শ্রীমধুসূদন এই নিবেদন, তব শ্রীপদ-পঙ্কজে থাকে আমার মন।

প্রমাথি বলবৎ অরি, তাহারে নিগ্রহ করি, দিবানিশি করি হরি, নাম সংকীর্ত্তন।

অনুপম অপরূপ, গুরু উপদেশরূপ, অন্তরে যেন সেরূপ, পাই দরশন।

শ্রীনন্দকুমার বলে, অন্তিম সময় হলে, অর্দ্ধ গঙ্গাজলে স্থলে, যায় যেন প্রাণ।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

ত্রিতাপ-যন্ত্রণা, সহে না দয়াময় আমায় দিও না। যাদৃশ জনম ভয়, তাদৃশ জরা হয়, ততোধিক মরণ ভাবনা।

ভবে পুনরাগমন, না হয় মধুসূদন, এই তব শ্রীপদে প্রার্থনা; হয়েছি শরণাগত করিতে অনু-চিত আশ্রিত জনরে প্রবঞ্চনা।

শুনেছি পুরাণে হরে, রাম নাম যদি করে, যমের অধিকার থাকে না। আমি সাধনে বঞ্চিত, নিজ গুণে, কিঞ্চিত, নন্দকুমারে কর করুণা।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

তব রাঙ্গা শ্রীচরণ অন্তে যেন পাই হরি। যদ্যপি অযোগ্য আমি দিও হে করুণা করি।

ইহকাল বৃথা গেল, ভজন নাহিক হলো,
ভবাব্ধি অতি প্রবল, ভরসা ও পদতরী।
কৃপাসিন্ধু নাম ধর, অকিঞ্চনে মুক্ত কর,
গুণ জানি তব হে মুরারি।
সাধক সাধন বলে, তরে যাবে অবহেলে,
আমি ভবসিন্ধুকূলে, তব দয়ার ভিখারি।
যদি বল তপ বিনে, এমন দুর্লভ ধনে,
অকারণে আকাঙ্ক্ষা করি।
ভণে শ্রীনন্দকুমারে, তুমি দয়া কর যাঁরে,
নিত্যানন্দ দেহ তারে, সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

হয় যেন, নারায়ণ নাম স্মরণে সজ্ঞানে
গঙ্গায় মরণ। নিদানে স্বজনে যতনে শ্রবণে
হরিনাম সঘনে শুনায়, ধ্যান ধারণ শ্যাম নীরদ-
বরণ।
ভণে শ্রীনন্দকুমারে, অর্দ্ধ স্থল, অর্দ্ধ নীরে,
ইয়ং গঙ্গা অহং ম্রিয়ে, এই জ্ঞান, গঙ্গা নারায়ণ
রাম, তারকব্রহ্ম নাম, তত্তৎকালীন, অবিরাম,
রসনায় উচ্চারণ শ্রবণে শ্রবণ।

রাগিণী হাম্বির। তাল মধ্যমান।

চরণে তব কি গুণ, আছে হে শ্রীমধুসূদন, যে লয় শঙ্কটে শরণ, বিপত্তি হয় ভঞ্জন। কুরু সৈন্য-সিন্ধু, দীনবন্ধু, পদনলিনী, করি তরণী, তরিল পাণ্ডুর পঞ্চ নন্দন।

বৃষভানু কন্যা, বৃন্দারণ্যা, হলেন ধন্যা, পরম মান্যা, করি তব পদ কমল ধ্যান।

শ্রীনন্দকুমার কয়, দয়াময়, ও পদ আশ্রয়, দিয়ে হে আমায়, মুক্ত কর এবার ভব বন্ধন।

রাগিণী রামকেলি। তাল কাওয়ালী।

পার কর আমারে হরি, ভবার্ণবে তব, শ্রীচরণনলিনী তরণী, ভবের কাণ্ডারী। নিরখি তরঙ্গ, কাঁপে মম অঙ্গ, দয়াময় অতিশয় হতেছে আতঙ্গ, হুতাশে মরি।

সাঁতার না জানি, দিবসরজনী, ভাবি তব পদ তরি বিনা চক্রপাণি, কি রূপে তরি।

শ্রীনন্দকুমারে, অকুল পাথারে, দয়ার সাগর কৃষ্ণ তার হে এবারে, মিনতি করি।

রাগিণী টড়ি। তাল আড়া।

সর্ব্বে মতি, দেও শ্রীপতি, প্রবৃত্তি শুভাশুভ,

হৃদিপদ্মে হয়ে স্থিতি। তুমি বিশ্ব মূলাধার, যে কর্ম্মে দেহ ভার, করি সেই কর্ম্ম, তুমি জান ধর্ম্মাধর্ম্ম, আমি উভয়ে নিষ্কৃতি।

মজিল নানা রসে, কেমনে স্ববশে, রাখিব হে বল, মন বিষম চঞ্চল, পবন অধিক গতি।

তব আজ্ঞানুসারে, অনিত্য সংসারে, ভ্রমরে যে মন, পাপ স্পর্শ হবে কেন, শ্রীনন্দকুমারে প্রতি।

রাগিণী কানেড়া বাগেশ্বরী। তাল আড়া।

তোমার অনন্তলীলা কে পারে বুঝিতে, সৃষ্টি স্থিতি লয় হরি কর কটাক্ষেতে। রাম অবতারে হরি, হলে বনচারী, সীতাকে হারালে বনে রাবণ বধিতে।

সমুদ্র মন্থনে হরি, অমৃত উঠিল, মহাদেবে ভুলাইলে মোহিনী রূপেতে।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, কে চেনে তোমায়, ব্রহ্মা আদি দেবগণে না পান ধ্যানেতে।

রাগিণী কানেড়া বাগেশ্বরী। তাল আড়া।

বটপত্রশায়ী হরি মহাবিষ্ণু রূপে, সৃজিলে হে ব্রহ্মাদি আপন স্বরূপে। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা,

বিষ্ণু পালন করিতে, মহাদেব সংহারিতে, সংখ্যা হংস জপে।

— অনাদি অসংখ্য অংশ, রূপে অবতার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভব থাকে লোমকূপে।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে মিতনি চরণে, মুক্ত কর এ অধীনে জন্মার্জ্জিত পাপে।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল আড়া ঠেকা।

দীনহীনে শ্রীহরি, ত্রাণ কর কৃপা করি, ভবসিন্ধু তরিবারে তব পদদ্বয় তরি। নাহিক কিছু সম্বল, বিহীন সাধন বল, তরে হরি কিসে বল এভব সাগরে তরি।

না দেখি জলধিকুল, ভাবিয়ে আমি আকুল, তুমি হলে অনুকূল, ভব পারে যেতে পারি।

দ্বিজ শ্রীনন্দকুমারে, কাতরে ডাকে তোমারে, পদ তরি দেহ তারে, ভবার্ণবের কাণ্ডারী।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

কি গুণে পাইব তোমারে শ্রীহরি, ভজন সাধন কখন না করি। বিষয় বিষপানে, অতি অজ্ঞানে থাকি যতনে, আমি দিবা শর্ব্বরী।

মনঃ যে মূলাধার, বিনে যোগ তার, নিত্য চিন্তা করিবারে সতত পাসরি।

শ্রীনন্দকুমারে বলে, অশক্ত বিনে সম্বলে তরিতে মুরারি এই ভবসিন্ধুবারি।

দীন পতিত আমি, পাবন তুমি, দিও পদ-তরি দিনের ভার কত ভারি।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

তব চরণ গগন কি জীবন, করিতে না পারি শ্রীহরি নিরূপণ। তরুণ, বিকর্ত্তন, সুধাংশু ঘন, পদে অম্বুজ শ্রীকৃষ্ণ দরশন।

ভানুর উদয় দেখে, দিবা বিভাবরী থাকে, প্রফুল্লিত অনিমিকে, কমলনয়ন। নখর, হেমকর, পদ নিরধর, করে জাহ্নবী সলিল বরিষণ।

ওপদ সলিল জ্ঞান, হয় তার নিদর্শন, অর-বিন্দ জল ভিন্ন, না হয় সৃজন; ভকত, মধুব্রত, সুখে সতত মধু করে পান; শ্রীনন্দকুমারে বিতর সেই ধন।

রাগিণী কানেড়া। তাল একতালা।

কাল ভয়ে অতিভীত অন্তরে, তাই কা-

তরে কৃষ্ণ ডাকি তোমারে। তোমা বিনে দীন জনের দুর্গতি শ্রীহরি বল কে নিবারে।

বিপত্তে না পড়িলে মধুসূদন মিনতি কেবা করে কারে।

শ্রীনন্দকুমারে বলে, অন্তিমে শ্রীচরণ দিও হে আমারে।

রাগিণী ইমন্। তাল কাওয়ালী।

চরণ তব বিচিত্র দর্শন, সর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় লগ্ন, শশধর তারাগণ, তরুণ অরুণ নবীন ঘন মধুসূদন। তব পদ নখরে দশ, সুধাংশু, সদৃশ, প্রকাশ, শীতল নির্ম্মল কিরণ।

বিন্দু বিন্দু সুগন্ধি চন্দন, জনার্দ্দন, সদাক্ষণ, বিলক্ষণ, নক্ষত্র সম শোভন।

পদতলে নব দিবাকর, জ্যোতিষ্কর, কলেবর, জলধর, হেরিয়ে যুড়ায় নয়ন।

শ্রীনন্দকুমারের মন, রঞ্জন, কারণ, চরণ দিও শ্রীনন্দের নন্দন।

রাগিণী রাগশ্রী। তাল মধ্যমান।

তব চরণে যেন থাকে মন, এই নিবেদন,

শ্রীমধুসূদন। দুঃখের অপার, অনিত্য সংসার, সতত অসার, বাসনা আমার, করু সংহরণ।

জীবিত মান, যাবত দিন রবে, প্রাণ, সদা সর্ব্বক্ষণ, রেখ সচেতন।

শ্রীনন্দকুমার, বিবিধ প্রকার, ত্রিতাপে হে আর, যেন বারেবার না করে ভ্রমণ।

রাগিণী বাগশ্রী। তাল মধ্যমান।

এমন দিন আমার কবে হবে, শ্রীহরি চরণে মন বিরাজিবে। অতি নির্ম্মল, পদযুগল, ফুল্লার-বিন্দে, মোক্ষমধুলোভে মন ভৃঙ্গ রবে।

নন্দকুমার ত্যজে অসার, এভব সংসার, সাধন কাননে সুখে প্রবেশিবে।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

তব পদ প্রান্তে, দীনে দয়া করি হরি স্থান দিও অন্তে। এদেহ পতন, হইবে যখন, সপো না যেন কৃতান্তে।

দিয়েছ মানব দেহ, তোমা বিনে নাহি কেহ হরে ভবচিন্তে।

আমি ভক্তি হীন, মায়ার অধীন, থাকি সদা মন ভ্রান্তে।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, নিত্য সংস্থান কর নিরা-শ্রয় পান্তে, আমি হে কাতর, তনু জরজর, যাতায়াত পথ শ্রান্তে।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল মধ্যমান।

অভয় তব রাঙ্গাচরণ, ভবভয় বারণ, আমি পাব অসম্ভব নারায়ণ। কাননে মুনিগণে যতনে, পাবনা-সনে অতি নির্জ্জনে, কঠোর তপে না পান ধ্যানে, সেই ধন।

কেমনে ওপদ প্রাপ্তি করি, সুকৃতি মম নাহি শ্রীহরি, বিষয়ে মত্ত দিবা শর্ব্বরী মম মন।

রাগিণী মালকোষ বাহার। তাল একতালা।

সাধনের ধন শ্রীচরণ, বড় সাধ মনেতে যেন পাই হে নারায়ণ। যে সুখ পদ প্রাপ্তে জানিব তখন, যদি কর বিতরণ।

শুনেছি পুরাণে সার, যে পায় পদ তোমার, অতুল্য কৈবল্য তার, তুচ্ছ সর্ব্বক্ষণ। যতনে পরমার্থে করি প্রাণপণ, মিশাইব মম মন।

যদি বল অকিঞ্চিত, বিনে সুকৃতি সঞ্চিত, অমূল্য ধনে বাঞ্ছিত, হই কি কারণ। শ্রীনন্দ-

কুমার বলে দিতে হবে হে, আমায় দেখে অকিঞ্চন।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

অপারে কাতরে মুরারে করিবারে পার।
দিয়াছি তাই তোমার ঐ শ্রীচরণে ভার।
ভব পারাবার, নীরে শ্রীপদ তোমার, তরণী এই জানি, শ্রীহরি তায় কর্ণধার।
আমিত অধম অতি, দুরাচার দুর্ম্মতি, কুপথে মনের গতি, বাসনা অপার।
নাহি সুকৃতি, তাই এত দুর্গতি, সংপ্রতি সঙ্গতি কি আর, ভণে শ্রীনন্দকুমার॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

কে জানিবে তব তত্ত্ব শ্রীনন্দের নন্দন।
অনাদি অনন্ত তুমি ব্রহ্ম সনাতন।
বেদে সুদুর্ল্লভ অতি, অদুর্ল্লভ ভক্ত প্রতি, পঞ্চমুখে করে স্তুতি, দেব পঞ্চানন।
অবতার হলে কত, শ্বেত রক্ত কৃষ্ণ পীত, সত্যগুণাবলম্বিত, পুরুষ প্রধান।
শ্রীনন্দকুমার ভণে, প্রাপ্ত নহ ভক্তি বিনে, তব ভক্ত শ্রীচরণে, থাকে যেন মন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

তুমি বিশ্বময় হরি অখিলের পতি। একে-
শ্বর অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতে স্থিতি॥

পশু পক্ষী বৃক্ষ নর, তুমি ব্যাপ্ত চরাচর,
বেদাগমে অগোচর, অতি সূক্ষ্মগতি।

তুমি জল শূন্য স্থল, তুমি অনিল অনল,
সর্গ মর্ত্য রসাতল, তোমার বসতি।

ভণে শ্রীনন্দকুমার, কিঙ্করে করুণা কর,
তুমি সর্ব্ব মূলাধার, অগতির গতি।

রাগিণী অহং। তাল কাওয়ালী।

শ্রীহরি আমারে তার হে, মোক্ষ অনায়াসে
দিতে পার হে, কৃপা করি দীনহীন ক্ষীণ
অকিঞ্চন প্রতি, নয়ন কোণে হের হে॥

কর্ত্তা তুমি, ত্রিলোকের অন্তর্যামী, ভৃত্য
আমি, ভবসিন্ধু পার কর হে।

অনুগত, আমি তব আশ্রিত, জন্মের মত,
ভব ভয় নিবার হে।

অন্তকালে, রেখ পদ কমলে, দুঃখে বলে,
শ্রীনন্দকুমার হে।

ব্রজঙ্গনাগণ কদম্বতলায় শ্রীকৃষ্ণ দর্শন
করিয়া রূপ বর্ণনা করিতেছে।

রাগিণী রামকেলি। তাল কাওয়ালী।

মরি কিবা অপরূপ রূপ হায় হায়! দাঁড়ায়ে কদম্বতলায়।

দক্ষিণ চরণ বামোপরে, বাঁশী করে ধরে, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা নবজলধর কায়।

চিকুরে মোহন চূড়া, নব নব গুঞ্জ বেড়া, শিখায় শিখি পুচ্ছ যোড়া, কত শোভা পায়।

শ্রীমুখ নির্ম্মল ইন্দু, ভালে চন্দনের বিন্দু, নারীর মনোভব-সিন্ধু, উথলে তাহায়।

সুঠাম পুরুষোত্তম, ত্রিভুবনে অনুপম, রমণীর মনোরম, এমন কোথায়।

প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, বিম্ব অধর সুরঙ্গ, মিলিত মুরলির সঙ্গ, সুমধুর গায়।

নিন্দি করিবর কর, বাহুদণ্ড মনোহর, বক্ষ অতি পরিসর, কামিনী মাতায়।

যিনি দিনকরপ্রভা, কণ্ঠ নীল রত্ন আভা, কি বন মালার শোভা, শ্যামের গলায়।

কৃশ কটি অঙ্গভরে, ভাঙ্গে পাছে ভয় করে,
বিধাতা ত্রিবলি ডোরে, বান্ধিয়াছে তায়।
পীত-বাসে শোভা করে, নবনীল নীরধরে,
স্থির তড়িত বিহরে, হেন অভিপ্রায়।
অরুণ অম্বুজ জিত, পদতলে প্রফুল্লিত,
নলিনী ভ্রমেতে কত, লোভে অলি ধায়।
যে রূপ লাবণ্য ধরে, মদনে মোহিত করে,
শ্রীনন্দকুমার হেরে, নয়ন জুড়ায়।

শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাদূতির প্রতি কহিতেছেন।

রাগিণী হাম্বির। তাল একতালা।

বলো রাধার সাক্ষাতে, সঙ্কেতে আজি শুভ রজনীতে। কুঞ্জ কাননেতে অগ্রেতে আসিতে, ভুলনা দূতি! মিনতি করিহে ধরিয়া করেতে।
উভয়েরি প্রয়োজন, বিন্দে তুমি কোরো আগমন রাধার সহিতে।
ভণে শ্রীনন্দকুমারে, মুরারে, আসিবেন পশ্চাতে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দাদূতির উত্তর।

রাগিণী সরফর্দ্দা। তাল কাওয়ালী।

কৃষ্ণ আজি রজনীতে, নিকুঞ্জ কাননে যেতে, আপনি সচেষ্ট, ভাল রাধার অদৃষ্ট, লইয়া যাইব সঙ্গেতে।

শুনিলে রাজনন্দিনী, এখনি চঞ্চলা কামিনী, হইবে তোমাকে দেখিতে।

তুমি লম্পটের শেষ, হৃষীকেশ, অবশেষ, পাছে হয় আপমান হইতে।

বলে শ্রীনন্দকুমার, সারাৎসার, হইবে যা হবার, আছে শ্রীরাধার কপালেতে।

বৃন্দা শ্রীমতী রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের

সংবাদ কহিতেছেন।

রাগ শ্রী। তাল মধ্যমান।

শুন শ্রীরাধে! বলি সুসংবাদ। আজি তোমার মনোসাদ, পূরাইবেন কালাচাঁদ।

নাগরী কক্ষেতে, কদম্ব তলাতে, ডাকিল সুঙ্কেতে, মদনমোহন পাতিয়ে রূপের ফাঁদ।

কহিল গোপনে, দিবা অবসানে, সঙ্কেত-কাননে, রাধার আগমনে, বাড়িবে প্রেম আহ্লাদ ।

আসিবেন প্যারি নিকুঞ্জে শ্রীহরি, হইলে শর্ব্বরী, লয়ে যাবো. তোমারি, ঘুচাতে গো বিষাদ ।

ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে রাধার নিকুঞ্জকাননে গমন ।

রাগিণী বাগশ্রী। তাল একতালা।

হরষিত মনে, কিশোরী যায় নিকুঞ্জ কাননে, সুনিবিড় নিতম্বিনী, লইয়া সঙ্গিনী, বিচিত্র বসন ভূষণে ।

চন্দন পুষ্পের মালায়, ব্রজাঙ্গনা রাধায়, সাজয়ে বিবিধ বিধানে ।

কুঞ্জে সহচরী লয়ে রহিল জাগিয়ে, দ্বিজ নন্দকুমার ভণে ।

দূতির সঙ্গে গমন ।

রাগিণী কেদারা। তাল কাওয়ালী।

চলিল রাধারঙ্গে, প্রেমতরঙ্গে, বিন্দে দূতি সঙ্গে, মিলিতে ত্রিভঙ্গে ।

দিয়ে সুগন্ধি কস্তূরী, যতনে বান্ধি কবরী,
অপূর্ব্ব বসন পরি, আভরণ অঙ্গে।
পাইয়ে সঙ্কেত বাণী, ধায় সুধাংশুবদনী,
হইয়ে দ্রুতগামিনী, যেমন মাতঙ্গে।
শ্রীনন্দকুমার ভণে, পরম আহ্লাদিত মনে,
রাধার নিকুঞ্জ বনে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধার নিকুঞ্জবনে
গমন।

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

নটবর বেশ ধরি রাধার নিকুঞ্জ বনে যাত্রা করি হরি। পীত ধড়া পরিধান, বাস মুখে রাধা গুণ গান, রাধার বিধুবয়ান, অন্তরেতে ধ্যান করি।
চরণে নূপুর বাজে, শ্রবণে কুণ্ডল সাজে, তিলক নাসিকা মাঝে, বাম করেতে বাঁশরী॥
ভণে শ্রীনন্দকুমার, রসিক রসসাগর, গমনে অতি তৎপর, যেমন প্রমত্ত করী।

চন্দ্রাবলী, গোপনে সংবাদ শ্রবণ করিয়া পথিমধ্যে প্রতীক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাহু প্রসারিয়া ধারণ করিতেছেন।

রাগিণী কেদারা। তাল একতালা।

শুনিয়া শ্রবণে, চন্দ্রাবলী গোপনে, আসি-বেন শ্যাম কুঞ্জবনে। কৃষ্ণ প্রেমাধিনী হয়ে, অগ্রে পথ আগুলিয়ে, দাঁড়ায়ে রহিলেন চেয়ে, কৃষ্ণ পথ পানে।

দেখিল রাখাল রাজে, গোপিনী মোহন সাজে, অতি সুমধুর বাজে, নূপুর চরণে।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, কালিয়ে নট নাগরে বাহু প্রসারিয়ে ধোরে নিল শুভ ক্ষণে।

ওখানে চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণকে যত্ন পূর্ব্বক রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

রাগিণী ইমন্। তাল আড়া।

ছাড়িয়া দিব না কৃষ্ণ আজি রজনীতে। হইবে আমার মন সাধ পূরাইতে।

কৃষ্ণ কমল কখন ত্যজে পেয়ে অলিরাজ, আজ পেয়েছি তোমারে পথে।

যদি বিধি মিলাইল নিধি এ শুভ-সময় শ্যাম লয়ে যাব নিকুঞ্জেতে।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, এ পথে এলে আজি চন্দ্রাবলীর সৌভাগ্যেতে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে প্রবঞ্চনা বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতেছেন।

রাগিণী ছ্যাবনাট। তাল তেওট।

বলে বনমালী, সকাতরে বিনতি করি আজ হে আমারে ছাড় চন্দ্রাবলী।

ধেনু অন্বেষণে যাব সব এসে নাই, ভাল দুগ্ধবতী শ্যামলী ধবলী।

অন্যথা না হবে আসিব আমি কালি, তোমার কুঞ্জেতে স্থির এই বলি।

চন্দ্রাবলী শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের প্রতি উত্তর করিয়া অন্যথা করিতেছেন।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

রমণীরঞ্জন এতো গোষ্ঠের বেশ নয়। প্রব-ঞ্চনা কেন কর অবলারে দয়াময়।

বুঝি কোন ধনী সহ সঙ্কেত বচন, আছে তাই, ওহে কানাই, করিছ গমন, কাল শশী তার হৃদি আকাশে হবে উদয়।

কালি যেও তুষিতে সেই প্রিয়তমা নারী, আজি কুঞ্জে লয়ে যাব ছাড়িতে না পারি, প্রসন্ন বদনে কৃষ্ণ এসো হইয়ে সদয়।

দ্বিজ নন্দকুমার ভণে, শুভ আগমনে, বিলম্ব কোরো না হরি ধরি হে চরণে, কথায় কথায় পথে রজনী অধিক হয়।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিত সুখে নিকুঞ্জে রজনী বঞ্চিতেছেন।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

বঞ্চিলেন শর্ব্বরী, চন্দ্রাবলী হরি। অশেষ রসে বিশেষে নবনাগর-নাগরী।

রম্য নিকুঞ্জ কাননে, অকণ্টক নির্জ্জনে, অতি যতনে, পেয়ে একাকী কৃষ্ণেরে হরি।

হোথা রাধা শশিমুখী, অন্তরে হইয়ে দুঃখী, শ্যামে না দেখি, বলে কোথা গেলে বংশীধারী।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, কি হবে ভাবিলে, গমন কালে কৃষ্ণে চন্দ্রাবলী কৈল চুরি।

চন্দ্রাবলীর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

শীঘ্র যাব চন্দ্রাবলি! রাত্রি অবশেষ ছাড়িয়া দেহ আমারে। কি বলিবে এ বিলম্বে পিতা জননী ঘরে।

তাঁরা নিদ্রা অবসানে, তথা মম অদর্শনে, ডাকিবেন অতিকাতরে।

না দেখিলে মম মুখ, অন্তরে পাবেন দুখ, অনুমতি কর সত্বরে।

প্রত্যূষ সময়ে তবে, গোচারণে যেতে হবে, এই হেতু সাধি তোমারে।

চন্দ্রাবলীর উক্তি।

রাগিণী ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

বিভাবরী পোহায় নাই; হে! এখনি যে কানাই, করিছ যাই যাই।

দেখ না নিশাপতি গগনে, কাননে, পক্ষি-গণে, রব করে নাই। যামিনী প্রভাত চিহ্ন

দেখিতে নাহি পাই,। ক্ষণেক মন্দিরে, ক্ষণেক বাহিরে, চঞ্চল হে মুরারে! সদাই। তুমি ব্রহ্ম সনাতন, তুমি সকলের মন, তব মন কেন উচাটন, মম ভাগ্যে এলে যদি কোরো না শ্যাম রাই রাই।

শ্রীমতী রাধার উক্তি।

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়া।

কালাচাঁদ এল কৈ, যামিনী পোহায় সৈ, কোকিল কুহরে ঐ।

সখি! এখনি হয়ে নির্দ্দয়, ভাস্কর হবে উদয়, আশয়ে নৈরাশ হয়, কিসে প্রাণে বেঁচে রৈ।

নিশি করি জাগরণ, হয়েছি যে জ্বালাতন, কে নিভাবে সে দহন, নিকুঞ্জবিহারী বৈ।

নিশাকর অস্ত যায়, কুমদী মুদিত প্রায়, প্রফুল্ল কমল হায়, দেখি বিষাদিত হৈ।

বৃন্দা শ্রীমতী রাধাকে প্রবোধ বাক্য কহিতেছেন।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

আসিবেন শ্রীহরি, চঞ্চলা হইও না প্যারি, এখন আছে শর্ব্বরী।

বিষাদ বিমন, ধৈর্য্যের বিসর্জ্জন, অন্তরেতে ধৈর্য্য ধরি।

কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন, তার ঘরে গুরু জন, আছে গো কিশোরী।

কুঞ্জে আসিতে নিশ্চিত, ভাল আছেন সচেষ্টিত, নিকুঞ্জবিহারী।

জাগ্রত থাকিতে, না পারে আসিতে, এই অনুমান করি।

নন্দকুমার কয়, ত্রিভঙ্গ দয়াময়, রাধা প্রেমে আজ্ঞাকারী।

শ্রীমতী রাধা বৃন্দা দূতীর কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

ক্রমে সজনি! রজনী গভিরা হলো। দেখ না এক্ষণ শ্যাম কুঞ্জে না এলো।

আপনার গৃহকার্য্য, সকলি করিয়া ত্যেজ্য, যাতনা করিলাম সহ্য, আশয়ে বিফল।

তোমার বচন শুনে, আসি সঙ্কেত কাননে, বিভাবরী জাগরণে, শরীর দহিল।

আমি সে কালারে জানি, লম্পটের শিরো-মণি, পাইয়ে কোন রমণী, ভুলিয়ে রহিল।

কালাচাঁদ প্রাণসখি, অন্তর বাহিরে দেখি, আমার এভাব সে কি, জেনে না জানিল।

দ্বিজ নন্দকুমার বলে, কুঞ্জে আসিবার কালে কৃষ্ণ চন্দ্রাবলী ছলে, ধরিয়া রাখিল।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল কাওয়ালি।

কুঞ্জ কাননে শ্যাম সোহাগিনী, বিবাদিনী। দূতীর সংবাদে রাধে হরিষে, বিষাদে আসিয়া সাধে, কৃষ্ণ অদর্শনে, রোদনে, যাগে যামিনী॥

হোতা কৃষ্ণে চন্দ্রাবলী, গোপনে যতনে, পথ আঁগুলি, ধরিল করেতে পূরাতে সাধ আপনি।

আগে তো না জানে রাধা, এপথে আসিতে কে দিল বাধা, শ্যামের বিচ্ছেদে প্রমাদে হলো মানিনী।

শ্রীমতী রাধার উক্তি।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

কৈ গো এলো বল শ্যামরায়, বিফলে যামিনী সখি! ঐ দেখ যায়॥

এ চারি প্রহর নিশি জাগিলাম বৃথা বসি,
অস্তাচলে গেল শশী, সূর্য্যোদয় প্রায়।
যতনে কুসুম শয্যে, সাজাইলাম শ্যাম কার্য্যে, দেখ গো নিষ্ঠুর চর্য্যে, না এল হেতায়।
ছিল মম মন সাধ, কুঞ্জে হেরি কালাচাঁদ, বিধাতা সাধিল বাধ, কি করি উপায়।

শ্রীমতী রাধার খেদোক্তি।

রাগিণী কেদারা। তাল আড়া।

কাল শশী হৃদয় আকাশে অনুদয়। পোহায় রজনী, দেখনা গো সজনী, বাঁকা আঁখি কি নির্দ্দয়। উদয় যে সুধাকর, জ্ঞান হয় বিষধর, বিষ বরিষয়।

মলয় পবন, প্রজ্বলিত দহন, দহে সদত হৃদয়। আসিবে সঙ্কেত করি, নাজানি গো প্রাণ হরি, রহিল কোথায়। এ দুঃখ মোচন, বিনে শুভ মিলন, কৃতান্ত করিলে হয়।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

রজনী পোহাল সজনী, মাধব নিকুঞ্জে না এল। এই এসে এই এসে করি, জাগিলাম বিভাবরী, কৃষ্ণ ভুলে কোথায় রহিল।

পাইয়ে কোন কামিনী, লম্পটের শিরো-মণি, কৌতুকে এ যামিনী বঞ্চিল।

আমি আসি সারা নিশি, দুঃখসাগরে ভাসি, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ না হইল।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

পোহাইল রজনী, যে কালাচাঁদ বিপিনে কৈ এল সজনী। কুমুদী মুদিত, প্রফুল্ল অর-বিন্দ নিজ বন্ধু উদয় অভিপ্রায়, শ্রবণ হতেছে কোকিলের কুহুধ্বনি।

ত্রিভঙ্গ কলেবর, নবীন জলধর, বরণ ভাবে পর, অধিনী।

কেমন নিষ্ঠুর কালা, বধ করি এ অবলা, ভুলিলে সে অন্য গোপবালা, বিফলে যামিনী যাবে আগে তো না জানি।

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল আড়া।

কাল রূপ হেরিব না আর। কালা ভেবে কালি হল হৃদয় আমার।

নয়নে কাল অঞ্জন, করিব না। প্রলেপণ, কাল লাগি প্রাণপণ, হলো গো অসার।

কালিন্দী যমুনাকূলে, যাইব না প্রাণ গেলে,
পাছে কালা কোন ছলে, দেখি পুনর্ব্বার।

প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হইতে শ্রীমতী
রাধার কুঞ্জে আগমন করিলেন।

রাগিণী ভৈরব। তাল আড়া।

অরুণ উদয়ে। শ্রীরাধার কুঞ্জকাননে আইলেন কালীয়ে।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, রঙ্গে সুখ ভুঞ্জে, রজনী জাগিয়ে।

কজ্জ্বল তাম্বূল আর সিন্দূর চিহ্ন, শ্যামের শ্রীঅঙ্গে লগ্ন ভিন্ন ভিন্ন, ভ্রমে পীতাম্বর, রমণী অম্বর, কটিতে আঁটিয়ে।

শ্রীপতি, কহেন বৃন্দা দূতীর প্রতি, কি প্রকার আছেন আমার সাধের শ্রীমতী, মানে মনোদুঃখী, হর্ষ-বদনে, কি নিদ্রাগত হয়ে।

শ্রীমতী রাধা মানিনী হইয়া বৃন্দের প্রতি কহিতেছেন
শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে প্রবেশ করিতে দিও না।

রাগিণী ভৈরবী। তাল কাওয়ালী।

বাঁকা আঁখি গোবিন্দে। কুঞ্জে আসিতে

দিও না দিও না গো বৃন্দে, যাউক সেখানে যেখানে ছিল গো আনন্দে।

সঙ্কেত-বাক্য শ্রবণে, আসি নিকুঞ্জকাননে, পড়িলাম বিষম ধন্দে। কালা কুটিল, না এল, থাকি নিরানন্দে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

মানিনী হয়েছেন রাধা প্যারী। বদন তোলে না বচন কহে না এখন কুঞ্জে যেতে পাবে না বংশীধারী।

কমলিনী ছিল তব আশয়ে, কুঞ্জ সাজায়ে নিশি জাগিয়ে, তুমি দেখা দিলে পোহাইয়ে শর্ব্বরী।

করিয়ে অরুণ আঁখি প্রভাতে, ঢুলে ঘুমেতে, পড় ভূমেতে, ছি ছি আমরা দেখে লাজে মরি শ্রীহরি।

শ্রীমতী রাধার দর্শন।

রাগ ভৈরব। তাল কাওয়ালী।

সলিলে, অনিলে, বসিতে নাহি দেয় ভ্রমরে

কমলে। ভাব দেখি; ভাব দেখি; ইহার কি ভাব সখি, অপরূপ ভাব বিধি ঘটালে।

শশীপ্রিয়ে মধ্য বসি, অভিপ্রায় সারা নিশি, মধুপান করিল বলে।

ষট্‌পদ প্রতি নলিনী, প্রভাতে হয়ে মানিনী, আসিতে না দেয় নিজ দলে কুলকামিনী যেমন, পতি অন্য সঙ্গ মিলন, ক্রোধযুত কটু-বাক্য বলে। শ্রীনন্দকুমার ভণে, রাধার দুর্জ্জয় মানে, এমনি করিবেন কৃষ্ণ এলে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধার প্রতি কাতরে কহিতেছেন।

রাগিণী ছয়নাট। তাল তিওট।

ক্ষম অপরাধ, রাই কেন এত করিছ বিবাদ। করি কৃতাঞ্জলি কর হে প্রসাদ।

গোপের যজ্ঞেতে, গিয়াছিলাম নিশিতে, প্রভাতে আসিতে ঘটিল প্রমাদ।

কপালে সিন্দূর, আছে চিহ্ন যে তার, দোহাই তোমার, ঘুচাও বিবাদ।

রাধে তোমা বিনে, কে আছে বৃন্দাবনে, মুক্ত মেঘ মানে, কর মুখচাঁদ।

শ্রীমতী রাধার প্রতি কোন ব্রজাঙ্গনার উক্তি ॥

রাগিণী হাম্বির। তাল একতালা।

কেন রাজকুমারী কিশোরি। মলিন বিধু-বদন, অরুণ-সমান নয়ন হেরি।

ত্যজিয়ে কুসুম শয্যা, ধরাসনে বাস গো তোমারি।

বসন ভূষণ অঙ্গে, পরিধান নানারঙ্গে, করি ব্রজেশ্বরি। মানিনী মনদুঃখে, অধোমুখে, দু চক্ষে, বহে বারি।

শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রতি কহিতেছেন।

রাগিণী রামকেলি। তাল কাওয়ালী।

মান ত্যজ মানময়ী রাধে। মান রাখ প্র-সাদে। ত্রিভুবনে তোমা বই, আছে কৈ. বিপদ সম্পদে।

বৃথা নিশি জাগাই, মানিনী হলে তাই, মিনতি, সম্প্রতি, ক্ষমা কর হে রাই! এ অপ-রাধে।

রাধামন্ত্রে দীক্ষা, বাঁশরিতে শিক্ষা, রাধা-নাম অনুপম, করেছি পরীক্ষা, মনের সাধে।

প্রকৃতি প্রধানা, তোমার তুলনা, দিতে নাই, আছে রাই, বিধিমতে জানা, সর্ব্বসংবাদে।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

ত্যজ মান শ্রীমতি। চরণে করি মিনতি।
সজল দুটি নয়নে, কাননে রয়েছেন শ্রীপতি।
আনিতে কুঞ্জে শ্রীহরি, কিশোরি কর গো অনুমতি।
বিরস মেঘে চন্দ্রানন, আচ্ছাদন, করেছে রাই সংপ্রতি।

ব্রজাঙ্গনা শ্রীমতী রাধাকে মান ত্যাগ করিতে কহিতেছেন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

এত মান ভাল নয় শুন রাই কিশোরি!।
মানে অপমান হবে ব্রজেশ্বরি।
মানময়ী এ দুর্জ্জয় মান, করিতে সমাধান, নম্রমান, আপনি শ্রীহরি।
আর কি কর অপেক্ষা, মান যাতে হয় রক্ষা, কর রাধে! বৃষভানু-রাজকুমারি।
উঠ গো শ্যামসোহাগিনি!, কুঞ্জবিহারিণী, মানে মানে মান সম্বরি।

ব্রজাঙ্গনা শ্রীমতী রাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণপক্ষে কহিতেছেন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

উঠ রাই! দেখ গো নিকুঞ্জবিহারী। বিরস-বদনে যোড়কর করি।

কুঞ্জদ্বার আকাশে ঘন, মদনমোহন, উদয় হয়ে বরিষয়ে বারি।

পীতবাস গলদেশে, যেন চপলা প্রকাশে, মৃদুভাবে ঘনশ্বাসে, অপুর্ব্ব মাধুরী।

নয়ন শ্রবণ গো যুড়াও, বদন ফিরাও, মান-ময়ী মান পরিহরি।

শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনীর বেশ ধারণ।

রাগিণী টড়ি। তাল আড়া।

বিদেশিনী, চক্রপাণি, সাজিল অপরূপ রূপসী কৃষ্ণ কামিনী। বীণা যন্ত্রে অবিশ্রাম, করিয়ে রাধার নাম, ভ্রময় কাননে, যেন কারু অন্বেষণে, আইল কোন রমণী।

শুনিয়া বীণার রব, ধাইয়া আইল সব, সহ-চরী রামা, জিজ্ঞাসে কে তুমি শ্যামা, বন মধ্যে একাকিনী।

শ্রীমতী রাধা কৃষ্ণ কামিনীকে কুঞ্জ হইতে বাহিরে যাইতে কহিতেছেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

কুঞ্জের বাহিরে উহারে যেতে বল গো। প্রতিজ্ঞা আমার দেখিব না কাল গো। উহার বদন দেখি, আমি চিনিয়াছি সখি, সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকি, স্ত্রীবেশ ধরিল গো।

ছদ্মবেশি ও রমণী, লম্পটের শিরোমণি, বিধিমতে ওরে জানি, কাল কুটিলো গো।

সখি আমি যার লাগি, কাননে যামিনী জাগি, না হয়ে সুখের ভাগি, দুঃখ যে বিপুল গো।

শ্রীকৃষ্ণের যোগীবেশ ধারণ হেতু ব্রজাঙ্গনা শ্রীরাধিকার প্রতি কহিতেছেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

অপূর্ব্ব যোগী কাননে। এসেচেন বৃষভানু রাজনন্দিনী, দেখ আপনি নয়নে।

জটা তার শিরে, ডম্বুর করে, শিঙ্গের স্বরে, মোহিত করিল রাধা গুণ গানে।

সর্ব্ব অঙ্গে ভস্মমাখা, যোগীর নয়ন বাঁকা, ধুতূরা শোভিত শ্রবণে।

কিঞ্চিৎ লইয়ে, সত্বরা হয়ে, এসো গো দয়ে, পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা মাগে তব স্থানে।

শ্রীকৃষ্ণ যোগীবেশ ধারণ করিয়া শ্রীমতী রাধিকার নিকট মান যাচঞা করিতেছেন।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

সেই মান সম্প্রতি, দেহি দান শ্রীমতী, য মানে মানিনী নন্দসুত প্রতি। রজত কাঞ্চনে কার্য্য নাই, গৌরবিণী রাই, আমি মান ভিক্ষার অতিথি।

অনুপম কৃষ্ণ নারী, বিদেশিনী বেশ ধরি, নেক ভ্রমণ করি, কাননে বসতী।

যতনে না হলো সমাধান, যে দুর্জ্জয় মান, ভাঙ্গিতে না পারিল শ্রীপতি।

শ্রীমতী রাধা বৃন্দাকে মান ভিক্ষার পরিচয় দিতেছেন।

রাগ মল্লার। তাল আড়া।

সখি হলো বড় দায়। দুয়ারে দাঁড়ায়ে যোগী মান ভিক্ষা চায়।

বিচ্ছেদ শ্যামের সনে, যোগী তা জানে কেমনে, বুঝিলাম অনুমানে, ভণ্ড যোগী প্রায়।

মনেতে আমার মান, কি রূপে করিব দান
বল ইহার বিধান, এখন আমায়।
যদি গো বলি দিব না, যোগী তা কে
শোনে না, মান না পেলে যাবে না; কি কি
উপায়।

শ্রীমতী রাধার প্রতি ব্রজঙ্গনার উক্তি।

রাগিণী দরবারি টোড়ি। তাল কাওয়ালী।

বল গো যোগিকে। শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মম মা
দান করিলাম তোমাকে।
বিচ্ছেদ অনলে মন, হতেছিল দাহন, উপ
জিল এই মান, বিধির বিপাকে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, জাগ্রত স্বপনে হেরি
বিনে বাঁকা বংশীধারি, বল রাধার আছে কে
হইল মম অন্তর, নির্ম্মল অতঃপর, মান
রূপ তীক্ষ্ণশর, বিন্ধিয়া ছিল বুকে।

শ্রীমতী রাধিকা যোগিকে মান ভিক্ষা
দিতেছেন।

রাগিণী সরফরদা। তাল কাওয়ালী।

এসেছ ছল করি; মানভিক্ষার ভিক্ষারি

অমূল্য মম মান, তোমারে করি দান, গ্রহণ কর জটাধারী।

বঙ্ক তব কলেবর, জলধর বংশীধর, তুমি হে ত্রিভঙ্গ মুরারি।

সর্ব্ব অঙ্গে মাখা ছাই, ঢাকে নাই, দেখ্‌তে পাই, ভৃগুপদ চিহ্ন শ্রীহরি।

বাকা তব দু নয়ন, দর্শন আজানুলম্বিত যে বাহু তোমারি।

শ্রীমতী রাধার মান ভঙ্গ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল মধ্যমান।

ভাঙ্গিল রাধার মান, যোগিকে করিয়ে প্রদান। ভিক্ষারির বেশ ধরি, শ্রীহরি, করিল যে সমাধান।

বিরস নীরদগত, কৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশিত, শ্রীরাধার মুখশশী অপূর্ব্ব উত্থান।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, এক্ষণে, প্রফুল্ল বিধু-বয়ান।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিলন।

রাগিণী রামকেলী। তাল কাওয়ালী।

বসে, শ্যামের বামে রাধা কিশোরী। সৌ-

দামিনী ঘন, নীলকান্তমণি কাঞ্চন, যোগ অপ-রূপ মাধুরী।

নীলপীতবাসে কত সুশোভিত কলেবর, ভক্ত-মনোরঞ্জন শ্রীচরণ শোভাকর, অলিকুল যে আকুল, পদ্মফুল জ্ঞান করি।

রাধা কৃষ্ণ, কি সন্তুষ্ট, অতি হৃষ্টবদনে, উভয়ের, বিচ্ছেদের, মিলনের কথনে, শরদ-মেঘান্তে যেন চাঁদ চকোরে হেরি।

শ্রীরাধা কৃষ্ণের রহস্য বচন।

রাগিণী হাম্বির। তাল মধ্যমান।

রাধা কৃষ্ণ দুই জনে, বসিয়া যে একাসনে। বাদ অনুবাদ রহস্যছলে প্রফুল্ল বদনে।

বলেন শ্রীহরি, হে কিশোরি, তোমারে আমা প্রতি হেরি, কি কারণে এত কঠিনে।

রাধার পরিহাস, শ্রীনিবাস, তব সহিত করি বাস, হিয়ে কঠিন এক্ষণে।

মিলন হইল এ যুগল, দরশনে আঁখি যুগল, শ্রীনন্দকুমারে ভণে।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়া।

তব সঙ্গে আলাপনে নাহি প্রয়োজন।
দরশনে রাধে! মন করিলে হরণ।

শুন ইহার কারণ, বলি তোমার কাছে, রূপ হেরি মন গেছে, দেহে প্রাণ আছে, তাও কথায় কথায় পাছে করহ গ্রহণ।

পশুরাজ মহা সিংহ বিরাজে কাননে, দেখি তার ক্ষীণ মধ্য লইলে কেমনে। ভাল হেরি নিলে হরি, মৃগের নয়ন।

করি কুম্ভ হরে লয়ে, শুন প্রাণপ্রিয়ে! রেখেছ অতি যতনে বক্ষেতে লুকায়ে। ছল করি কৈলে চুরি হংসীর গমন।

রাধিকার প্রত্যুত্তর।

রাগিণী আলাইয়া। তাল কাওয়ালী।

তুমি নও চোর হয়ে আমারে চোর বল কৃষ্ণ! কি কারণ, ষোড়শ গোপিনীর মন করিয়ে হরণ।

জাননা পেটেরি তরে, গোপিনীর ঘরে, তার অগোচরে, ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী করিলে গ্রহণ।

পৃথিবী কংসাসুর ভরে ভারাক্রান্ত হইয়া
ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন।

রাগিণী সুবট মল্লার। তাল মধ্যমান।

গাভীরূপে ম্লান মুখে। ক্ষিতি চলিলেন ব্রহ্ম লোকে।

চক্ষে বারিধারা যেন বৎস হারা। দাঁড়াইলেন ব্রহ্মার সম্মুখে।

বিধি জিজ্ঞাসেন ক্ষিতি! কি কারণ দুঃখ মতি, কি সে তব এ দুর্গতি, পড়ে কি বিপাকে। এত অপমান, করে কোন জন, বল কি দণ্ড করি তাকে।

পৃথিবী ব্রহ্মার নিকটে আত্ম দুখঃ
জানাইতেছেন।

রাগ ভৈরব। তাল আড়া।

যাই রসাতল, দুর্জ্জয় অসুর ভরে, উপায় কি বল। আপন সৃজন, করিতে রক্ষণ, ভার কি হইল।

কংসাসুর ভারে আমার ব্যথিত অন্তর, তুমি না রাখিলে মম নাহি গত্যন্তর, লোকের পীড়ন, নিধন কারণ, জনম লভিল।

ক্ষীরদ সমুদ্রকুলে দেবগণ সমভিব্যাভারে
ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুকে স্তব করিতেছেন।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

নমস্তে নারায়ণ, অনাদি, আদি কারণ,
শুন মম নিবেদন।
তুমি না করিলে দৃষ্টি, কংস ভরে যায় সৃষ্টি,
অকালে প্রলয় লক্ষণ।
তুমি বিধির বিধাতা, সর্ব্বলোক ময় কর্ত্তা,
সর্ব্ব শক্তি যুক্ত বিচক্ষণ।
এই বিষম প্রমাদে, রক্ষা করহ প্রসাদে,
কাতরে লয়েছি স্মরণ॥

মহাবিষ্ণু দৈববাণী দ্বারা ব্রহ্মাদি দেবতাদের
অভয়দান পূর্ব্বক বিদায় করিতেছেন।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল আড়া।

স্তবে তুষ্ট মহাবিষ্ণু হল দৈববাণী, ভয় নাই
নিজ স্থানে যাও পদ্মযোনি, নিধন কারণ ঐরি,
আত্মাকে সৃজন করি, অবতার মর্ত্ত্যোপরী, হইব
আপনি।
অগ্রে দেবী দেবগণে, জন্ম লহ বৃন্দাবনে,
যাইবেন সেই স্থানে যোগমায়ারূপিণী।

আমি সময় বুঝিয়ে, বসুদেবের আলয়ে, পূর্ণ অবতার হয়ে, রাখিব ধরণী।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর আদেশানুযায়ী পৃথিবীকে
আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।

রাগ মাল্‌কোশ বাহার। তাল একতালা।

শুনেছি দৈববাণী, মর্ত্ত্যে অবতার হবেন শারঙ্গপাণি। মথুরা পুরে, বসুদেবের ঘরে, উদয় হবেন আপনি।

দুর্জ্জয় যে কংসাসুর, যার ভয়ে তিন পুর, কাঁপে নাগ নরসুর, প্রতাপ এমনি।

করিবেন কংস আদি হিংসকে ধ্বংশ চিন্তা নাহি ধরণি।

মথুরায় বিষ্ণুর দেবকীর উদরে
জন্ম গ্রহণ।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

আপনি জন্মিলেন বিষ্ণু দেবকী উদরে। করিতে লাঘব ক্ষিতি দারুণ কংসের ভারে॥ ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী নিশি, ভূমিষ্ঠ হইলেন আসি, যিনি কোটি পূর্ণ শশী, উদয় রাজ কারাগারে॥

বিস্ময় দেবকী হেরি, কোলে করেন ত্বরা

করি, নূতন প্রসুত কুমারে, চতুর্ভুজ কলেবর, নিরীক্ষণ করে কর, গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র চতুর্হস্তে আছেন ধরে।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, বসুদেব যুক্ত করে, জগৎঈশ্বরের স্তব করে। দুরন্ত কংসের ভয়ে, আত্মা সশঙ্কিত হয়ে, রাখিলেন নন্দালয়ে, যশোদা সুতিকাগারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ যমুনার জলে পতিত।

রাগ ভৈরব। তাল আড়া।

আনিতে মথুরা হইতে কৃষ্ণে নন্দালয়ে। পতিত যমুনা জলে হইলেন কালিয়ে ॥

বসুদেব উচাটন, বলে এমন নন্দন, জলে দিয়ে বিসর্জন, যাইব কি লয়ে।

হায় হায় মরি হরি, দিয়ে বিধি নিল হরি, এখনি যাবে শর্ব্বরী, প্রভাত হইয়ে।

খুজিতে খুজিতে হরি, ভক্ত বৎসল মুরারি, দয়াময় দয়া করি, এলেন উঠিয়ে ॥

রাগিণী ভূপালী। তাল কাওয়ালী।

বসুদেব যতনে, রাখিলেন গোপনে, নন্দ-

রাজের ভবনে। যশোদা সূতিকাগারে, ঘোর অন্ধকারে, সন্তানে ॥

যশোদা প্রসূতা কন্যা, রূপেতে অগ্রগণ্যা, সে কন্যা নহেত সামান্যে, লইলেন কোলে, আত্মজ বদলে নির্জ্জনে।

কংস রাজ কারাগারে, দিলেন দেবকীরে, কন্যারে অতি সাবধানে, গেলেন প্রভাতে সংবাদ জানাতে রাজনে ॥

নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম প্রকাশ।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়া।

কাল্ নন্দালয়ে জন্মেছেন এক অপূর্ব্ব নন্দন। জিনি নীলকান্ত দীপ্ত করে ত্রিভুবন ॥

ভাদ্র কৃষ্ণা অষ্টমীতে, নক্ষত্র রোহিণী তাতে, পুত্র জাত রজনীতে, সর্ব্ব সুলক্ষণ।

লোক মুখে হলেম শ্রুত, বাহু আজানু-লম্বিত, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-যুত চরণ।

কৃষ্ণ বর্ণ কলেবর, বক্ষেতে কৌস্তুভধর, রূপ অতি মনোহর, কমললোচন।

হরষিত চিত্তে নন্দ, ডাকে যত গোপবৃন্দ, দধি দুগ্ধ করে আহরণ।

ভণে শ্রীনন্দকুমারে, উৎসব আনন্দ ভরে, দ্বিজগণে দান করে গো রত্ন কাঞ্চন।

শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রকাশ।

রাগিণী আলাইয়া। তাল কাওয়ালী।

অনুপম কৃষ্ণ নাম গর্গ মুনি ব্রজেতে করিলেন প্রকাশ। গোপ গোপিনীর বাড়িল উল্লাস॥

করেছিল কত পুণ্য, ব্রজবাসী ধন্য ধন্য, ভাব অভিন্ন, কৃষ্ণ নাম করি পুরালেন অভিলাশ।

কৃষ্ণমন কৃষ্ণধন, কৃষ্ণ নয়নের অঞ্জন, কৃষ্ণ জীবন, কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণজ্ঞান কৃষ্ণ সহ বাস॥

গোপিনীদিগের যশোদার নিকট গোহারী।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

গোপাল লাগিয়ে রাণী হলো বড় দায় গো। দোহন না হতে আগে বৎসে পিয়ায় গো॥

গোপালে চিনিতে নারি, ঘরে দুগ্ধ চুরি

করি, আপনি উদর পুরি, শেষে মাকোড়ে খাওয়ায় গো।

ঘরে কিছু না পায় যদি, ছেনা ননী দুগ্ধ দধি, ভেঙ্গে ফেলে ভাণ্ড আদি, কে বারণ করে তায় গো।

যদি যাই ধরিবারে, বলে আগুন দিয়ে ঘরে, পোড়ায়ে মারিবো তোরে, না জানি কি ঘটায় গো॥

রাগিণী রামকেলী। তাল আড়া।

যশোদা গো কোথা পেলে, তোমার গোপাল এমন ছেলে, রেখেছিলাম সিকায় তুলে, ননী চুরি করে খেলে। ননী পাড়িয়ে ভাঙ্গিল ভাণ্ড, এমনি ত্রিপণ্ড, ভূমিতে ছড়ায়ে করিল লণ্ড ভণ্ড, কতক অন্য ছেলেয় দিলে।

তারে নিষেধ করিলে রুষ্ট, হয় যে দুষ্ট, হাতে তুলে ননী দিলে। না হয় সন্তুষ্ট বরং কটু ভাষা বলে।

রাণী আমি কাল ভাল বাসি, এ জন্য আসি, চক্ষে চক্ষে দেখা হলে ক্রোধ প্রকাশি, ধরিতে পারি ধরিলে।

শ্রীকৃষ্ণকে যশোদারাণী গাত্রোত্থান
করাইতেছেন।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

উঠরে মম নন্দন, কত নিদ্রা যাও এখন,
নিশি হলো অবশান। পিকগণ করে ধ্বনি,
প্রফুল্লিত যে নলিনী, হতেছে উদয় অরুণ ॥
কটিতটে পীত ধড়া, শিরোপরি শিখিচুড়া,
ত্বরিতে করিয়ে বন্ধন, অঙ্গে কর পরিধান।
গোপাল অপূর্ব্ব কাঞ্চন, মুক্তা মণিময়াভরণ ॥
ব্রজের রাখাল যত, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কত, ডাকে
উচ্চস্বরে ঘন ঘন।
খেয়ে ক্ষীর শর ননী, গোষ্ঠে যারে নীলমণি,
করিতে গোধন চারণ।

শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে যাত্রা করিবেন ব্রজাঙ্গনাগণ
দর্শনার্থী হইয়া নন্দালয়ে গমনো-
দ্যোগ করিতেছেন।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

চল গো যাই দেখিতে। কালাচাঁদ রাখাল
বেশে, যাবে গোধন চরাতে ॥

রাণী রাখাল সাজাইবে, গো চারণ বেত্র দিবে, গোপালের কমল করেতে।

নানা বিধ গাভী লয়ে, কি রূপে যাবে কালিয়ে, দেখিব সকলে নয়নেতে।

আমরা ধাইব সঙ্গেতে, পারি যত দুরে যেতে, চাঁদ মুখ চাইতে চাইতে ॥

রাণী শ্রীকৃষ্ণকে বলরাম এবং শ্রীদামাদি বালককে সমর্পণ করিতেছেন।

রাগ ভৈরব। তাল মধ্যমান।

দেখ আমার গোপালে, বলরাম ওরে ছিদাম আর যতেক রাখালে।

গোপাল নবীন রাখাল, গোষ্ঠ জানে না সে ভাল, কুপথে না যায়রে ভুলে ॥

গোষ্ঠ মধ্যে যতক্ষণ, চরাইবে গাভীগণ, নিকটে থাকিবি রে সকলে।

স্নিগ্ধ রাখিবে নন্দনে, সুশীতল জলপানে, ভুঞ্জাইবি উত্তম ফুলে।

দিবা অবশেষ ভাগে, গোপালে করিয়া আগে, গোধন লইয়া এস চলে।

আমি গোপাল লাগিয়ে, রব পথ পানে চেয়ে, যতক্ষণ না এসে কুশলে।

কৃষ্ণ-দর্শনার্থী ব্রজাঙ্গনাদিগের কৃষ্ণ সমভি-
ব্যাহারে গমনোদ্যোগ।

রাগিণী টড়ি। তাল কাওয়ালী।

চল না কৃষ্ণ সঙ্গে, সব সখি মেলি যাই রঙ্গে। সেই গোচারণ স্থানে, নিভৃত নির্জ্জনে, নিরবধি নয়নে, হেরিব ত্রিভঙ্গে॥

নবজলধর, শ্যামসুন্দর, রূপ মনোহর, ধড়া পীতাম্বর, শোভিত শ্রীঅঙ্গে।

সখি পথ মাঝে হেরি, ওরূপ মাধুরি, ফিরে যেতে নারি, অপর প্রসঙ্গে।

বিলম্বে কি ফল, মন যে চঞ্চল, যায় যাবে, কুল, যেমন শৃঙ্খল, ভাঙ্গে গো মাতঙ্গে।

গুরু জন বাক্যশরে, হৃদয় বিদরে, স্থির হতে থরে, না পারি আতঙ্কে।

পুরাতে মনস্কাম, ডুবেছি অনুপাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে ঠাম, দলিতাঞ্জন শ্যাম, রূপের তরঙ্গে।

যশোদা রাণী গোপরাজকে বলিতেছেন।

রাগ ভৈরব তাল আড়া।

দেখ গোপরাজ এসে। গোধন চারণে যায়। গোপাল রাখাল বেশে ॥

বেণু বামকরে, শিখিপুচ্ছ শিরে, ধড়া পীত-বাসে। শ্রবণে কুণ্ডল দিলেম অলকা কপালে, গজমুক্ত নাসিকায় কণ্ঠমালা গলে, নূপুর চরণে, কজ্জল নয়নে, বেত্র কক্ষদেশে।

সুবর্ণ বলয় আদি, জড়িত রতন, পরাইলাম মনসাধে, নানা আভরণ, নন্দকুমারে বলরাম করে সঁপ হে বিশেষে ॥

গোপিণীদিগের বস্ত্র হরণ।

রাগিণী রামকেলি। তাল কাওয়ালী।

বস্ত্র ফিরে দেও হরি জলক্রীড়া করি, আমরা যমুনা সলিলে মগ্ন। উঠিতে নারি, যমুনার কুলে কদম্বের মূলে বিপুল দুকূল রেখিছি সকলে, করেছ চুরি।

আমরা সলিলে তুমি বৃক্ষডালে, সবার অম্বর রেখেছ তুলে, একি চাতুরি। ঘরে গুরু জন

বড়ই দুর্জ্জন, সহেনা গঞ্জনা, দেয় সদাক্ষণ, ভয়েতে মরি ॥

শ্রীমতী রাধা প্রভাতে ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিতদধি বিক্রীছলে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে যাত্রা করিলেন।

রাগিণী কেদারা তাল। একতালা।

চলিল কিশোরী। লইয়ে সহচরি পশোরা মাথে রঙ্গ করি।

উদয় যে অনুপম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমে ঠাম, দলিতাঞ্জন শ্যাম, রূপ বংশীধারী-বড়াই-সঙ্গেতে চলে মথুরার বিকীছলে, কালিন্দী যমুনা কুলে ভেটিতে শ্রীহরি। অকলঙ্ক ষোলকলা, যেন পূর্ণচন্দ্রমালা, ভূমিতে খেলে চপলা, অপূর্ব্ব মাধুরি ॥

শ্রীমতী রাধিকা বড়াই প্রতি কহিতেছেন।

রাগ ভৈরব। তাল আড়াঠেকা।

এনে দানির হাতে, কেমনে দিলিগো বড়াই মরি যে লাজেতে, তুমি কি না জান, এ দানির গুণ, বিদিত জগতে।

আমি তো হইলেম বড়াই সুবর্ণের গাছ,

দানিও নবীন আমার নাহি ছাড়ে পাছ, ডালে মূলে ভবে মুড়াইয়া লবে, লয় যে মনেতে ॥

ত্বরান্বিতা হয়ে আমি বাহিরে আসিতে, ঘরের চাল ঠেকিল আমার মাথাতে, হাঁচি জেঠির ফল এখনি ফলিল বাধা না মানাতে ॥

ব্রজাঙ্গনারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কহিতেছে।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়াঠেকা।

একে জীর্ণতরী পবন প্রবল তাহে তুমি নবীন কাণ্ডারী। গগনে উদয় ঘন, তড়িত প্রকাশে ঘন, অতি ভীষণ দর্শন, যমুনার বারি

আমরা কুলতরণী, তরঙ্গে প্রমাদ গণি, সলিল পূরি তরণী হলো কত ভারি, গতিহীন নিরখিয়ে, আতঙ্কে কম্পিত হিয়ে, কেমনে তরি এ দায়ে, ভাবি হে শ্রীহরি ॥

রাগিণী ভূপালি। তাল আড়া ঠেকা।

কেমনে যমুনা তরি, তোমার এ ভগ্নতরী। ভীষণ যমুনা বারি, ওহে নবীন কাণ্ডারী।

না বুঝিয়া আরোহণ, করেছে তরণীগণ, কে জানে হবে এমন, এখন কি উপায় করি।

তড়িত জড়িত ঘন, গগনে দশন ঘন, বিন্দু বিন্দু বরিষণ, দেখ না হতেছে হরি।

অনিয়মী অতি প্রবল, বহিতেছে যে অনিল, ক্রমে তরঙ্গ বাড়িল, নিরখি হুতাশে মরি॥

রাগিণি গৌরসাঁরং তাল কাওয়ালা।

ডোবে তরি, মরে প্যারী, ব্রজনারী, চরণে ধরি, রাখ হে শ্রীহরি।

বসন ভিজিল, সলিলে অনিলে তরণী অস্থির হতেছে হে মুরারি। হেরিয়ে যমুনার তরঙ্গ ত্রিভঙ্গ আতঙ্কে নয়ন মিলিতে না পারি।

মেঘের গর্জ্জন, শ্রবণ দর্শন, তড়িত বরিষণ বিন্দু বিন্দু বারি॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে কহিতেছেন।

রাগিণী ইমন্ তাল কাওয়ালী।

ত্যজ নীল বসন রাজনন্দিনী রাধে সুবর্ণ সুবরণী। তোমার সুচারু বদন, তড়িত জড়িত ঘন, ভ্রমে এসে সমীরণ, পাছে ডুবায় তরণী।

তোমার বস্ত্রের বরণ যে কাল, রূপেতে করেছে আলো, মেঘেতে যেমন ভালে শোভে

সৌদামিনী। আমি কাণ্ডারি নূতন, তরণী যে পুরাতন, তাহে করি আরোহণ, তরুণ তরুণী, দেখ ভীষণ যমুনার বারি, তরঙ্গে কম্পিত তরি পবন প্রবল ঐরি হইবে এখনি॥

শ্রীমতী রাধা প্রত্যুত্তর দিতেছেন।

রাগিণী ইমন্ তাল কাওয়ালী।

কি হবে ত্যজিলে নীলবসন, শুন শ্রীনন্দের নন্দন, নব নীরদবরণ তুমি, তড়িত রূপিণী আমি, তব বাম পার্শ্বগামী, উভয় মিলন, আমি পেলে দ্বিতীয় বস্ত্র, ত্যজি নিজ নীলাম্বর, কিসে কৃষ্ণ কলেবর, হবে সম্বরণ।

নিবেদন শ্যামরায়, আছে ইহার উপায়, যদি তুমি দেহ সায়, করিব এক্ষণ॥

ঘোল আছে বিপুল সঙ্গে, ঢালিব তব শ্রীঅঙ্গে, ত্বরিত হইবে রঙ্গে, রঞ্জ[illegible]

তুমি তরিতে কাণ্ডারি, তরিতে য[illegible] বারি, আমরা ভয় নাহি করি, শ্রীমধুসূদন। [illegible]পাপী কৃষ্ণ নাম করি, ভবার্ণবে যায় হে [illegible] এ বাক্য চাতুরি কর কি [illegible]

শ্রীমতী রাধার উক্তি।

রাগিণী ইমন্ তাল কাওয়ালী।

বাজাইও না হে মোহন বাঁশরী, কভু রাধা নাম ধরি, গঞ্জনা সহিতে না পারি, সরমে মরমে দিবানিশি মরি হরি।

শুনিতে ও বংশীর সুনাদ, হয় সাধ কালা-চাঁদ, কি প্রমাদ, ঘরে গুরু জন কি করি। বেণুর রবে শ্রীনন্দের নন্দন, উচাটন করে মন, সদা-ক্ষণ, গৃহধর্ম্ম কর্ম্ম পাশরি। একে কালা পরি-বাদেতে, ব্রজেতে, প্রভাতে, তুলিতে, না পারি বদন মুরারি॥

ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণের বংশীর প্রতি কহিতেছে।

রাগিণী ইমন্। তাল কাওয়ালী।

এমন রীত কেন দেখি হে তোমারি, শ্যামের মোহন বাঁশরী, স্বরে মজাও ব্রজনারী।

স্বর যেন শর হৃদয়ে লাগি, আমরা মরি, না হইবে সদ্বংশোদ্ভব, অনুভব, অসম্ভব তো-মার রব, শুনে ঘরে রৈতে না পারি।

থাক তুমি শ্যামের করে, অধরে সে স্বরে,

কেনরে, মন উচাটন সবারি, আছে ছিদ্র অশেষ তোমার, যে প্রকার, উপকার করা তার কর, বিপরীত চাতুরী ॥

শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি খেদ পূর্ব্বক কহিতেছেন ।

রাগিণী ছায়ানট। তাল তেওট।

কৃষ্ণকলঙ্কিনী রাই, আমারে এ ব্রজপুরে হে মাধব বলে সবাই। বদন তুলিতে নারি যে, নারিসমাজে, লাজে মরে যাই।

তুমি বল্‌তে সাধে, আমার সাধের রাধে, এখন কি বিসাধে, এ গঞ্জনা পাই। তুমি হে বিপত্তভঞ্জন, মধুসূদন বলি তোমায় তাই।

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অভয় দান।

রাগিণী সিন্ধু। তাল মধ্যমান।

দুঃখিত হও না রাধে কলঙ্ক কারণ, ত্বরিতে এ দুঃখ তোমার করিব ভঞ্জন। তুমিত নহ সামান্যে, বৃন্দারণ্যে, অতি মান্যে, গুরুজন মাঝে ধন্যে, হবে উজ্জ্বল বদন ॥

কলঙ্ক ভঞ্জন উপক্রম।

রাগিণী বাগেশ্রী তাল একতালা।

কপটে মূর্চ্ছা যায় শ্যামরায়, নিষ্কলঙ্কী করিতে রাধায়।

বৈকণ্ঠ বিহারী হরি, ধাম পরিহরি, অপরূপ পড়ে আঙ্গিনায়।

ডাকিলে যশোদা রাণী, নন্দরাজ আপনি; শ্রীনিবাস নাহি দেয় সায়।

পার্শ্ব পরিবর্ত্ত করে; শ্রীদামের স্বরে, কিন্তু কিছু উত্তর না পায়।

শ্রীমতী রাধার কলঙ্কভঞ্জনার্থ শ্রীকৃষ্ণের বৈদ্যরূপে আগমন ও শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন।

রাগ বাহার। তাল আড়া।

গোপাল কপটে যথা হয়ে আছেন অচেতন। অন্য রূপে বৈদ্য হয়ে তথা দিলেন দর্শন।

বলে হরি নাম ধরি, জনম মথুরাপুরী, চিকিৎসা ব্যবসা করি, দেখিব নন্দের নন্দন।

এ যে মূর্চ্ছাগত রাই, এ পীড়াতে চিন্তা নাই, আনি দেহ যাহা চাই, ভাল করিব এখন।

মাতৃ ভিন্ন সতী নারী, সহস্র ছিদ্র গাগরি, পূরিয়ে আনিবে বারি, কৃষ্ণের স্নান কারণ।

জটিলে কুটিলে যায়, একে একে যমুনায়, জল রহিল না তায়, হইল অধোবদন।

বৈদ্য শেষে কর চালে, রাধাসতী ডেকে বলে, রাধা কলসেতে তুলে, কৃষ্ণের দিল জীবন।

রাগ ছায়ানট। তাল তেওট।

রাধার বদন উজ্জ্বল, হৃদয় প্রফুল্ল কৃষ্ণ পরিবাদ গেল, শরদে পূর্ণিমা চন্দ্রমা যেমন হয়, গগনমণ্ডলে, মেঘে মুক্ত আলো। কলঙ্কসাগরে শ্যাম, দণ্ডে প্রেমসূত্রে রাধার মন্থনে অমৃত উঠিল। শ্রীনন্দকুমার কহিছে শ্রীরাধার প্রতি অনুকূল বিধি সদয় হইল।

শ্রীকৃষ্ণের মুরধ্বনি শ্রবণে গোপিনীগণ

কাননে গমন করিলেন।

রাগ মাল্লার। তাল আড়া।

শ্রবণে মুরালী ধ্বনি, অস্থির সব গোপিনী।
বিপরীত বেশে ধায় যেন পাগলিনী।

চরণে কঙ্কণ করে, কটীদেশে মুক্তাহার, করেতে স্বর্ণ নূপুর, কণ্ঠেতে কিঙ্কিনী।

কোন নারী অর্দ্ধবেশী, উন্মত্তা এলোকেশী, শ্রীচরণে হই গো দাসী বলে কোন ধনী।

কেহ বাহ্য জ্ঞানাভাবে, পতি পুত্র নাহি ভাবে, মদনমোহন ভাবে, মনে উদাসিনী।

গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ছলোক্তি।

রাগ মল্লার। তাল আড়া।

গোপীগণ আগমনে উল্লাস অন্তরে। ছলে জিজ্ঞাসেন হরি কি মনে করে।

ঘরে আছে গুরুজন, কেহ না করে বারণ, আগমন প্রয়োজন, কহ না সত্বরে, শুন হে রাজকুমারি, আর যত ব্রজনারী, এই অর্দ্ধ-বিভাবরী এলে কেমন করে।

যদি বল দরশনে, প্রবেশিনু কাননে, তা হইল এক্ষণে, যাহ ফিরে ঘরে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবঞ্চনা বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপীগণ ম্লান মুখে স্ব স্ব গৃহে গমনেচ্ছা করিতেছেন।

রাগ মল্লার তাল আড়া।

এসে শ্যাম দরশনে অনাদরে অভিমান

হল গো মনে। মনের মানস এই, শ্যাম সঙ্গে রঙ্গে রই, তাহা সখি হলো কই, গ্রহ-বিগুণে।

কালা বিনে অন্য পতি, নাহি চাই এই যুক্তি, সবে হয়ে হৃষ্টমতি, এলাম বিপিনে।

চল চল সখি চল, বিলম্বে কি ফল বল, আশা যে নিষ্ফল হলো কপাল গুণে।

ব্রজাঙ্গনাদিগকে বিমর্ষ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আশ্বাস প্রদান করিতেছেন।

রাগ খট। তাল আড়া।

আশ্বাস করিলেন গোপীগণেরে শ্রীহরি, রাসক্রীড়া সময়ে সব এস ব্রজনারী, শরত পূর্ণিমা নিশি, উদয় হইলে শশী, আমি বাজাইব বাঁশী, সবার নাম ধরি।

কেহ বিরূপ ভেব না, পূরাইব মনস্কামনা, এতে অন্যথা হবে না, বলি সত্য করি।

ভয় কেহ না করিবে, সুখে বনে বিরাজিবে, যোগমায়ার প্রভাবে, রহিবে শর্ব্বরী।

রাসলীলা।

রাসাভিলাষী গোপীগণের আগমনার্থে
বংশীধ্বনি করিলেন।

রাগ ললিত তাল আড়া।

নিবিড় নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ রাশ অভিলাষী, উদয় গগনে দেখি শরৎ পুর্ণিমা শশী।

কুটীল কুন্দ মালতী, মল্লিকা টগর জাতি, কাঞ্চন গোলাব শাঁউতি, নানা পুষ্প রাশি রাশি। পুর্ব্ব আশ্বাস বচন, করিতে প্রতি পালন, অর্দ্ধরাত্রে বাজাইলেন বাঁশী।

রাধা ললিতা বিশখা, বৃন্দে আদি চিত্র-রেখা, সবে মেলি দেহ দেখা, ত্বরিত কাননে আসি।

শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীমণ্ডলে রাসক্রীড়া করিতেছেন।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

নাচে শ্রীনন্দের নন্দন, ষোল শ গোপীর মাঝে। এক এক গোপী এক এক কৃষ্ণ অতি অপরূপ সাজে।

যেন অসংখ্য তড়িত, নবীন মেঘে জড়িত, গাঁথা পুষ্প মালাদ্ভুত, নীলচাঁদ সরোজে।

অঙ্গে বিচিত্র বসন, নানাবিধ আভরণ, নূপু-
রাদি সুমধুর বাজে।

ব্রজাঙ্গনা করে ধরি, অপূর্ব্ব মণ্ডলী করি,
মধ্যে কিশোর কিশোরী, পরমানন্দে বিরাজে।

ব্রজনারীর মন সাধ, পুরাইল কালাচাঁদ,
যত গোপী তত কৃষ্ণ হইয়ে সহজে।

শ্রীনন্দকুমার ভণে, সতত পরম জ্ঞানে,
রাধা কৃষ্ণ শ্রীচরণে, মন যেন থাকে মজে।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল কাওয়ালী।

নিবিড় কাননে রাস বিহারিণী একাকিনী,
কৃষ্ণ হারা হয়ে পথে, সভয় হৃদয় মন দুঃখেতে,
সজল নয়না মলিনা বিধুবদনী। দেখ কৃষ্ণ অন্বে-
ষণে, বিপিনে যতনে ভ্রমে সঘনে, আদরিণী
গৌরবিণী রাজনন্দিনী॥

মুখে না বাক্য নিঃসরে, মদনমোহন ভাবে
অন্তরে, এই স্কন্ধে করে, আমারে লইবে
আপনি।

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল মধ্যমান।

কোথায় গেলেহে মুরারি, ফেলে অরণ্যে,
করিয়ে আমারে এত অমান্যে। আমার কি স্বপ-

রাধে, তোমার বা কি বিষাদে, এ বাধ সাধিলে সাধে, আমি কিহে অন্যে ॥

ব্রজেতে মম সৌরভ, গোপী সমাজে গৌরব, ছিলাম যে ধন্যে।

কাননে করি রোদন, যদি পাই অন্বেষণ, সহে কি এ পর্য্যটন, হয়ে রাজকন্যে।

চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীরাধা কহিতেছেন।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়াঠেকা।

কে তুমি হে পরিচয় দেহনা আমারে, চতুর্ভুজ শঙ্ক চক্র গদা পদ্ম করে। নবীন নীরদ শ্যাম রূপ মনোহর; বক্ষেতে কৌস্তুভ ভৃগুপদ চিহ্নধর, বুঝিতে না পারি তুমি আছ কি মায়া ধরে।

আমি নিবিড় কাননে করি অন্বেষণ, বাঁকা আঁখি বংশীধারী মদনমোহন, দেখেছ কি তুমি তারে কহ সত্য করে।

অপরূপ তব রূপ নিরখি নয়নে, এই অবয়ব সব শ্রীনন্দের নন্দনে, তুমি সেই কৃষ্ণ ভণে শ্রীনন্দকুমারে।

রাধা কৃষ্ণের মিলন

রাগিণী ছায়ানট। তাল তিওট।

হরি, সম্বরণ করি, চতুর্ভুজ রূপ শ্রীহরি, হাসিয়া শ্রীরাধারে নিলেন করে ধরি।

শিখিপুচ্ছ চূড়া, পরিধান পীতধড়া, ধরা বাম করে মোহন বাঁশরী।

নন্দকুমার ভণে, অপরূপ কাননে, মিলন হইল রাধা বংশীধারি।

দোলযাত্রা।

শ্রীমতী রাধা অন্য ব্রজাঙ্গনায় কহিতেছেন।

রাগিণী পিলু। তাল যৎ।

ঐ, সৈ, চল সখি হেরিগে মুরারি, নিবিড় কাননে কালা বাজায় বাঁশরী।

মন ধায় বনে, দেখিব নয়নে, ত্রিভঙ্গ সুঠাম বংশীধারী।

শুনি বংশীধ্বনি, আকুল এ প্রাণি, ভবনে রহিতে নাহি পারি।

কি কাজ গোকুলে, আমি গো গোকুলে, হই কৃষ্ণকলঙ্কিনী নারী।

কালাচাঁদ ছলে, আমি কালজলে, ডুবেচি সাঁতার দিতে নারি।

শ্রীমতী রাধা ব্রজাঙ্গনা সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনার্থে কাননে গমন করিলেন।

রাগিণী টড়ি। তাল ধ্রুপদ।

বসন্ত আগমনে, গোপিনীগণ গোপনে, চলিল কাননে, গোবিন্দ দরশনে।

রাধা সরোজবদনা, চন্দ্রাবলী চন্দ্রাননা, বৃন্দে আদি ব্রজাঙ্গনা ফুল্লমনে।

জন্মিল পরমানন্দ, কিন্তু পাছে বল্লে মন্দ, দেখিয়া যশোদা নন্দ কুমার ভণে।

গোচারণ ছল করি, সঙ্গে লয়ে বাছুরি, প্রবেশিল সর্ব্বনারী, কুঞ্জবনে।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

মাতিল রাই নিত্য বাদ্য গানে, হরষিত মনে, সহচরী সনে, আবির উড়ায় কুঞ্জকাননে।

পাখয়াজ করতাল তানপূরা, বিনা সেতারা, বাজে মন্দিরা, হরি গাহিয়া অতি সুমধুর তানে।

সব সখী মেলি, কুম কুম খেলায়, কেহ কার গায় পিচ্কারি দেয়, পরণ বসন রঙ্গিল পঞ্চ বরণে।

শ্রীনন্দকুমার ভণে মহোৎসব, ব্রজাঙ্গনা সব, করে কলরব, খেলায় আবির উড়িল উচ্চ গগণে।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

অন্তর্যামী কেশব জানি এ সব, ব্রজাঙ্গনা করে মহোৎসব।

শ্রীদামে জিজ্ঞাসা করেন উপবনে ও কে সব।

লইতে এসব বার্ত্তা, শ্রীদাম করিল যাত্রা, জানাতে কেশবে ও কে সব।

শ্রীনন্দকুমার বলে, প্রত্যাগমন করিলে, শ্রীদামের অবস্থা দেখেন সব।

রাগিণী বাহার। তাল আড়াঠেকা।

ব্রজাঙ্গনার অপরূপ, শ্রীদাম দেখিল রূপ, মনে ছিল না এরূপ। করিছে কতই রঙ্গ, আ-বিরে ভূষিত অঙ্গ, রাঙ্গা বসনে আশ্চর্য্য রূপ।

ব্রজাঙ্গনা যুক্তি করে, ধাইয়ে শ্রীদামে ধরে, মাতঙ্গে সিংহ যেরূপ।

দ্বিজ নন্দকুমার কয়, পঞ্চবরণে সাজায়, শ্রীদাম না ভাবে এতে বিরূপ।

রাগিণী বাহার। তাল কাওয়ালী।

সাজালে আমায় দেখ রাধা পক্ষ, আমি হই স্বাপক্ষ যে উভয় পক্ষ, ধরিল বলিয়ে কৃষ্ণ-পক্ষ। কহিলাম ব্রজাঙ্গনা গো একি ছি ছি কর কি, লোকে কবে কি, আমি দেখিতে এসেছি নহি বিপক্ষ।

হরিদ্রাবিরাদি অতি যতনে, পঞ্চবরণে, পরণ

বসনে, যারে দেখে তাঁর দেয়, সে হয় যে পক্ষ। শ্রীনন্দকুমার বলে কেশব, ব্রহ্মা বাসব, কি সদা-শিব, আজি এড়াইতে নারিবে কোন পক্ষ।

রাগিণী বাহার। তাল আড়া ঠেকা।

শ্রীদাম সংবাদে কৃষ্ণের প্রেমে পুলকিত কায়। শ্রুতমাত্রে প্রেমানন্দে নিকুঞ্জ কাননে ধায়।

নবীন নীরদ শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম, ত্রিভুবনে অনুপম, ব্রজবধূর কুল মজায়।

দেখে বিপিনবিহারী, বৃন্দে আদি ব্রজ-নারী, আনন্দে খেলায় হরি, বিবিধ যন্ত্র বাজায়।

শ্রীনন্দকুমার বলে, আবির গোলাব জলে, চুয়াই চন্দন ফুলে, শ্যামে মনোমত সাজায়।

রাগিণী মালকোষ বাহার। তাল একতালা।

ব্রজনারি শ্রীহরি লইয়ে কুঞ্জকাননে খেলেত হরি। ত্রিভঙ্গ শ্যাম অঙ্গে আবির দিয়ে মারিছে পিচ্‌কারি।

কুম কুম মারে বাধে, বনমালী তাহা শোধে, দ্বিগুণ করি। উভয়ের খেলায় উভয়ে অস্থির অপরূপ মাধুরী।

বৃন্দে খেলা নিবারিয়ে, দোল মঞ্চে বসাইয়ে, দোলায় আবির দিয়ে, রাধা মুরারি। শ্রীনন্দকুমার বলে মানস আমার, সদা ঐ রূপ হেরি।

রাগিণী মালকোষ বাহার। তাল জৎ।

দোলে নবঘন শ্যামরায়, বামে লয়ে রাধায়। মণিমঞ্জির পায় শিখি পুচ্ছ মাথায়, মুখে রাধা রাধা বলে বাঁশী বাজায়।

দেয় পিচকারি, যত ব্রজনারী, করে আবিরে ভূষিত জলধর কায়।

রাগিণী বাহার। তাল খেমটা।

শ্যামের বামে দোলে রাধা প্যারী। রাধার সঙ্গে দোলে বাঁকা বংশীধারী। কাঞ্চন জড়িত যেন নীলকান্ত, নয়ন জুড়ায় রূপ হেরি।

সব সখী মেলি আবির অঞ্জলি, যুগলাঙ্গে দিয়ে খেলে হরি, আবির শ্যামাঙ্গে, কালিন্দী তরঙ্গে, কোকনদ সারি সারি।

রাধা কৃষ্ণ ঘেরি, সব ব্রজনারী, রঙ্গে মারে পিচকারী।

টপ্পা।

রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

ভাব দেখি ভাব দেখি কি উত্তর দিলাম।
লাজ ভয় বশে আমি নিরুত্তর হলাম।
তব বিচ্ছেদ দহন, করিবে প্রাণ দাহন, নিবা-
রিতে হে আপন, যৌবনে দৃষ্টি করিলাম।

রাগিণী রামকেলি। তাল একতালা।

যাবে হে প্রাণনাথ প্রবাসে বধিয়ে অধীনে।
সুখে রহিবে, আসিবে কত দিনে।
চাহিলে মম সম্মতি, তাহে ঘটিবে দুর্গতি,
কেমনে তুষিব পতি, নিষ্ঠুর বচনে।
নিষেধ করিলে তবে, আপন প্রভুত্ব হবে,
সকলে গঞ্জনা দিবে, সবে কত প্রাণে।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল মধ্যমান।

বিনে কান্ত প্রান্ত যায় রে, তারে শ্রান্ত কেবা
করে রে। পরবাসে গেল, ফিরে না আইল,
বিরহে অবলা মরে রে।

হইল যে যা হবার, কপালে ছিল আমার, অনেকেই এই প্রাণ ধরে রে।

যদি এ বিরহে, প্রাণ রহে দেহে, পুনঃ না সঁপিব পরে রে।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল মধ্যমান।

সে কেন হানিলে বিচ্ছেদ বাণ। ওরে প্রাণ যতনে তাহারে আমি সঁপেছিলাম প্রাণ।

কত করি প্রাণ পণ, প্রাণনাথে এ যৌবন, করেছিলাম সমর্পণ, বিবিধ বিধান।

পুরুষ কঠিন জাতি, না জানে পিরীতি রীতি, বধিলে অবলা জাতি, ব্যাধের সমান।

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া।

কি মনে ভেবে আজ, এলে রসরাজ, অধীনী আলয়ে। ভুলেছিলে বঁধু ভাল রসবতী পেয়ে।

দেখা দিলে এত দিনে, ছিল না কি তব মনে, বলে প্রাণপ্রিয়ে।

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া।

দিবস এখন আছে ওহে প্রাণ যাও নিজা- লয়ে। কি উদয় তব মনে এলে অসময়ে।

মন রাখা এ যে দেখা, দিতে এলে প্রাণ-
সখা, বল কি আশয়ে।

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল আড়া।

থাক যেখানে, হে প্রাণনাথ অধিনীরে সদত
রাখিও মনে। সঁপেছি হে প্রাণ মন, জীবন
যৌবন ধন, দাও না দাও দর্শন, সহিবে এ প্রাণে।
যদ্যপি বিরহে মরি, তাহে খেদ নাহি করি, কিন্তু
অসম্ভব হেরি, আছি হতজ্ঞানে।

যে যারে যতন করে, বিরূপ ভাবে সে তারে
কে কোথা দেখেছে কারে, এ তিন ভুবনে।

রাগ মল্লার। তাল আড়া।

তুষিতে প্রিয়সী কেন বিমুখ হলে হে প্রাণ।
জান না কি বারিদানে চাতকী তোষয়ে ঘন।

আকুল হয়ে তৃষ্ণায়ে, চাতকী ডাকে বিনয়ে
নীরদ প্রসন্ন হয়ে, করে বরিষণ।

ভানুস্থিত লক্ষান্তরে, অরবিন্দে শোভে নীরে,
নিরন্তর তোষে তারে, দিয়ে দরশন।

আর দেখ হলে নিশি, গগণে উদয় শশী,
কুমুদিনীর মন তুষি, করয়ে গমন।

রাগিণী পুরবি। তাল আড়া।

প্রেয়সী তব নবযৌবন সরোবরে তৃষা নিবারিব। মন সাধে নিজ মন মানস পুরাব।

দিব্য জলাশয় তুমি, তৃষিত পথিক আমি, সুখে বারি পিব।

বাহুদ্বয় মৃণাল গণি, মুখ প্রফুল্ল নলিনী, সৌগন্ধি লইব।

মনোরম্য নির্ম্মল, লাবণ্য তোমার জল, পানে তৃপ্ত হব।

আঁখি যুগল সফরী, কটী ঘাট মনোহারি, তায় প্রীতি পাব।

কেশ চারু শৈবালক, স্তনদ্বয় চক্রবাক, যতনে তুষিব।

সমাপ্ত।